৪ উইকেটে প্রত্যাবর্তন সামির

বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান পদে তুলসী গাবার্ড

সাতের পাতায়

২৯ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 15 November 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 176 COB

ঐতিহ্যের রাসচক্র ঘুরিয়ে সূচনা উৎসবের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। এরপরই শুরু হয়ে যাবে কোচবিহারবাসীর আবেগের রাস উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে এখন সাজোসাজো রব গোটা কোচবিহারে। বৃহস্পতিবার দিনভর চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি চলল মদনমোহনবাড়িতে। প্রশাসনের আধিকারিকরা দফায় দফায় মন্দির চত্বর পরিদর্শন করেছেন। সিসি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে মন্দির চত্বর। ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মন্দির চত্বর। রাসচক্রের নির্মাণের কাজও শেষের দিকে। পূতনা রাক্ষসীর প্রতিমায় রংয়ের প্রলেপ পড়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেছেন, 'রাজ ঐতিহ্য মেনেই রাস উৎসবের সূচনা হবে। সেজন্য সব ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।'

রাজ আমলে মহারাজা পুজো সেরে রাসচক্র ঘোরাতেন। এরপর রাসচক্র ঘুরিয়ে পুণ্যার্জন করতেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। অবশ্য এখন রাসচক্র ঘোরান দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক। শুক্রবার ঠিক রাত ৮টায় রাসচক্র ঘোরানো হবে। উৎসবের সূচনা হবে। তার আগে সন্ধ্যা ৭টা থেকে পুজো শুরু হবে। পুজো করবেন পুরোহিত খগপতি মিশ্র। জেলা শাসক সাড়ে ৭টায় পুজোয় বসবেন। পুজো শেষ হলে ফিতে কেটে উৎসবের সূচনা করা হবে। এরপর মন্দিরের প্রবেশপথ খোলা হবে পুণ্যার্থীদের জন্য। প্রতিবছরই দেখা যায়, এই সময় মন্দিরের বাইরে বিশাল লম্বা লাইন পড়ে যায়। সেই ভিড় সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়।

শুক্রবার রাস উৎসব শুরু হলেও রাসমেলা শুরু হবে শনিবার থেকে। রাস উৎসব দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড ও রাসমেলা কোচবিহার পুরসভা পরিচালনা করে। এই মেলা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ মেলা। ইতিমধ্যেই এখানে দোকানপাট, সার্কাস, নাগরদোলা, জয়রাইডের পসরা বসেছে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'মেলার প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে।'

এরপর দশের পাতায়

কোচবিহারের বৈরাগীদিঘিতে রাসমেলা উপলক্ষ্যে আবার চালু হচ্ছে ফোয়ারা। বৃহস্পতিবার তার মহড়া। ছবি : জয়দেব দাস

মাঝরাতে তালা ভেঙে গুলি

টার্গেট প্রাক্তন সভাধিপতির ছেলে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৪ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস নেতার ক্র্যাশার মিলে ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দুষ্কৃতীরা গুলি চালাল। ঘাসফুলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-২ অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান নীহার বড়ুয়া বুধবার রাতে সেই সময় ওই ঘরে ছিলেন না। তার ভাগ্নে ঘরটিতে ছিলেন। দুষ্কৃতীদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। গুলির শব্দে আশপাশের বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। নীহারের অভিযোগ, তাঁকে খুন করতে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছিল। বিজেপির দুই কর্মীর বিরুদ্ধে তিনি বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে বিজেপির পালটা অভিযোগ, পুরোটাই তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। বালি-পাথরের খাদান দখল ঘিরে ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশের ঝামেলা চলছিল। তার জন্যই বুধবার রাতের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে তাদের দাবি। পুলিশ ওই রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুলির খোল উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। গোটা ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য রয়েছে।

নীহারের পরিবার তৃণমূলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। মা চৈতি বর্মন তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভানেত্রী। দলের কাজকর্মের জন্য নীহার সপ্তাহের বেশিরভাগ সময়ে টাকোয়ামারি গ্রামে নিজের ক্র্যাশার মিলেই একটি ঘরে থাকেন। বুধবার সন্ধ্যায় দলীয় কাজকর্ম সেরে তিনি কোচবিহারের বাড়িতে ফিরে যান। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ দুষ্কৃতীরা শাবল দিয়ে ওই ক্র্যাশার মিলের ঘরের দরজা ভাঙে। ওই তৃণমূল নেতার দূরসম্পর্কের ভাগ্নে প্রদীপ গোপ সেই সময় ওই ঘরে শুয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'রাতে একাই ঘরে শুয়ে ছিলাম। আচমকার দরজা ভাঙার শব্দ শুনে প্রথমে হচকচিয়ে যাই। মুখ ঢাকা অবস্থায় পাঁচ-ছয়জন ঘরে ঢুকতেই আমি জানলা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক রাউন্ড গুলি চলে। সৌভাগ্যক্রমে সেই গুলি আমার গায়ে লাগেনি। আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।' বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল ওই ঘরের দেওয়ালে গুলির চিহ্ন। বুধবার রাতের ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় তখন জোর চর্চা চলছে।

নীহার বললেন, 'বেশিরভাগ সময় আমিই ওই ঘরে থাকি। বুধবার সন্ধ্যায় দলীয় কাজ সেরে কোচবিহারের বাড়িতে ফিরেছিলাম। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মিলের ওই ঘরের দরজা ভেঙে গুলি চালিয়েছে বলে রাতে খবর পাই। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভাগ্নে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।' কী কারণে তাঁর ওপর গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল? ওই তৃণমূল নেতার বক্তব্য, 'তৃণমূল এই এলাকায় খুবই শক্তিশালী। আমাকে খুন করতেই বিজেপি এই পরিকল্পনা করে হামলা চালায়। কিন্তু এভাবে ভয় দেখিয়ে আমাদের রোখা যাবে না।' নীহারের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস বলেন, 'সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কাউকে গুলি করে মারতে হবে, এমন অভিযোগ খুবই হাস্যকর। আসলে বালি-পাথরের খাদান কার দখলে থাকবে তা নিয়েই তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে ঘটনাটি ঘটেছে।'

টাকোয়ামারিতে এই ঘরে ঢুকেই গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা।

ট্যাব জালিয়াতি ১১ জেলায়, তদন্তে সিট

নিউজ ব্যুরো

১৪ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারি ক্রমশ ছড়াচ্ছে গোটা রাজ্যে। প্রতারিত পড়ুয়ার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। 'তরুণের স্বপ্ন' নামে ওই প্রকল্পে ইতিমধ্যে ৮০০-রও বেশি পড়ুয়ার টাকা অন্য কারও অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে গিয়েছে। জালিয়াতির জাল ছড়িয়েছে ১১টি জেলায়। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে মালদা ও কোচবিহার জেলা আছে। মালদায় পুলিশ ইতিমধ্যে ১৮১টি এমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে, যেগুলিতে ট্যাবের বরাদ্দ জমা পড়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির বেশিরভাগ ভিনরাজ্যের।

কোচবিহার জেলায় বরাদ্দ পায়নি, এমন পড়ুয়ার সংখ্যা ৮১। ফ্রিজ করা হয়েছে মাত্র ১টি অ্যাকাউন্ট। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩০০ পড়ুয়ার বরাদ্দ বিহারের কয়েকজনের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে বলে খোঁজ মিলেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের ২২ জন পড়ুয়ার বরাদ্দ আবার জমা পড়েছে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি অ্যাকাউন্টে। কলকাতা শহরের ৫০ জনের বেশি পড়ুয়ার একইরকম প্রতারণার শিকার হয়েছে।

পরিস্থিতি সামলাতে বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে তিনি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ১০ সদস্যের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করেছে। মালদা জেলা পুলিশও পৃথকভাবে 'সিট' গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রতারণা উত্তরবঙ্গেও

- বরাদ্দ হাপিস মালদা ও কোচবিহার জেলায়
- মালদায় ১৮১টি রহস্যজনক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ
- কোচবিহারে বরাদ্দে বঞ্চিত ৮১ জন পড়ুয়া
- তদন্তে কলকাতা পুলিশ ও মালদার পৃথক দুই সিট
- ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়ায় গ্রেপ্তার আরও ১

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে রহস্যজনক অ্যাকাউন্টগুলির কেওয়াইসি'র ডিটেইলস চাওয়া হয়েছে। সেই তথ্য হাতে পেলে জানা যাবে ট্যাবের বরাদ্দ কোথায় কোথায় গিয়েছে। একজনের একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে কি না, তাও জানা সম্ভব হবে। কোন কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে সরকারি পোর্টালে অ্যাকসেস করা হয়েছে, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

ট্যাব কেলেঙ্কারির এই হইচইয়ের মধ্যে চোপড়া থানা এলাকা থেকে আরও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে বুধবার রাতে। ওই এলাকার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটগাঁও থেকে ধৃতের নাম নুর আলম। এর ফলে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়া থানা এলাকা থেকে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ধৃতকে অবশ্য বৃহস্পতিবার কোর্টে পাঠানো হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা যে ১৮ লক্ষ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, তাঁদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টাল থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে কীভাবে টাকা গেল, তার খোঁজখবর করছেন। এই পোর্টালের সুরক্ষা আরও বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।' তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যারাই যুক্ত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ করবে।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

পাহাড় নিয়ে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী

পাহাড়ের বকেয়া, উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা, চা বাগানের জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার দফায় দফায় কথা হল গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার। উত্তরকন্যায় ফেরার পরও মুখ্যমন্ত্রী অনীতের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। এ মাসেই অনীতের নেতৃত্বে জিটিএ'র প্রতিনিধিদল কলকাতায় যাচ্ছে।

বিস্তারিত দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

সিকিমের কাছে হারছে বাংলার পাহাড়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গোলাপি, বেগুনি রঙের চেরি ফুল ফুটে রয়েছে পাহাড়ি পথে। জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে সেখানে, কুয়াশা মেখে বসে আসে প্রকৃতি। ওই রাস্তাটা যেন চলে যাবে স্বর্গে। মেঘ আর কুয়াশার ফারাক বোঝা যায় না সেখানে।

ক'দিন ধরে এই রকম ছবি ঘোরাঘুরি করছে ফেসবুকে।

এত রঙের বর্ণময় চেরি, তুমি কোথা থেকে এলে? চেরি রকমারি বললে তো আমাদের ভাবনার দৌড় নিয়ে যায় ওয়াশিংটনের চেরি উৎসবে। অথবা জাপানে। অথবা আমেরিকার জর্জিয়া ম্যাকন- বিব কাউন্টিতে। স্পেনের জের্তে ভ্যালিতে।

অথচ এই ছবি সেখানকার নয়। কোথাকার, তা জানলে বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে। অক্ষম ঈর্ষা আক্রান্ত করে বড় দ্রুত। বড় হিংসে জমে যায় মনের গভীরে।

এমন ঐশ্বরিক ছবি দেখে কেন ঈর্ষার আগুনে জ্বলেপুড়ে যেতে ইচ্ছে করে?

কারণ একটাই।

ছবিটা সিকিমের। সেখানকার একমাত্র চা বাগান টেমির। এই সময় শুধু টেমির চা বাগানের চেরির টানেই প্রচুর পর্যটক যাচ্ছেন সেখানে। এবং এখানেই বুকের মধ্যে প্রবল হিংসে দানা বাঁধে। সিকিম পারলে আমাদের বাংলা এত বিস্তৃত পাহাড়ে ওরকম চেরি লাগানোর কথা ভাবতে পারছে না কেন? টেমি এমনিতে শিলিগুড়ি থেকে ১০৫ কিলোমিটার।

এরপর দশের পাতায়

টয়ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাহাড়-সমতলের মধ্যে গড়াতে পারে টয়ট্রেনের চাকা। আগামী ১৬ নভেম্বর শনিবার নতুন করে সবুজ পতাকা দেখতে পারে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-দার্জিলিং টয়ট্রেন। পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হওয়ায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার কয়েকটি এলাকা সরেজমিনে পরীক্ষা করেন ডিএইচআরের ডিরেক্টর প্রিয়াংশু। সঙ্গে ছিলেন রেলের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা। মেরামতি সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে তাঁরা সন্তোষপ্রকাশ করাতেই ট্রেন চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

টয়ট্রেন চলার অপেক্ষায় সুকনা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত এলাকার মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার পর পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালিয়ে ট্র্যাক পরীক্ষা করা হয়েছে। সফল হয়েছে সেই পরীক্ষামূলক যাত্রা। নতুন করে কোনও সমস্যা দেখা না দিলে ১৬ নভেম্বর থেকে পুনরায় এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন চলাচল করবে।'

বর্ষার সময় ধসে গিয়েছিল পাগলাঝোরায় ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক। প্রবল বর্ষণ এবং ধসের জেরে তিনধারিয়া, চুনাভাটি সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় পাহাড়-সমতলের মধ্যে টয়ট্রেন চলাচল। পাশাপাশি, নজরদারির অভাবে যে অনেক জায়গায় রেলট্র্যাক দীর্ঘদিন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত, সেটাও সামনে আসে। যার জেরে বর্ষা পরবর্তী সময়েও পাহাড়-সমতলের মধ্যে টয়ট্রেন চলাচল করেনি।

টয়ট্রেন বন্ধের কারণ জানতে চাওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেয় ইউনেসকো। এরপরেই 'টনক' নড়ে রেলের। কাজের অগ্রগতি দেখতে সম্প্রতি তিনধারিয়া যান এডিআরএম (এনজেপি) সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ার। ১৫ অক্টোবরের আগে সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি, যা শেষ হয় মঙ্গলবার। এরপরেই বুধবার পরীক্ষামূলকভাবে এনজেপি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে একটি ট্রেন চালানো হয়।

কয়েকদিন আগে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত টয়ট্রেন বাতিলের কথা জানায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। নতুন করে এই সংক্রান্ত আর কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

লেডিজ স্পেশাল বাসের উদ্বোধন

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : মহিলাদের পথ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) লেডিজ স্পেশাল বাস পরিষেবার। এদিন কোচবিহারের সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার রুটের এই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই সহ অন্য আধিকারিকরা। চেয়ারম্যান বলেন, 'আগামী সপ্তাহ থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে। সপ্তাহের সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে।'

বিক্রয়

শিলিগুড়ি সংহতি মোড়ের কাছে সুসজ্জিত তিন তলা বাড়ি (বড় গ্যারাজ সহ) বিক্রয় করিব। যোগাযোগ - 98320 93348. (C/113404)

মধ্য শান্তিনগর সারদা মোড়ের নিকট 1.5 কাঠা জমি 16 লক্ষ টাকায় বিক্রয়। M : 9832898742. (C/113404)

জ্যোতিষ

বাস্তু ও জ্যোতিষবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। প্রেম, ব্যবসা, মামলা। 16/11 শিলিগুড়ি, 8145448077. (C/113404)

কর্মখালি

B.Tech/Diploma in civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com (M-112613)

Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন - 8000/- Call - 8116610703. (C/113406)

শিলিগুড়ি, সেবক রোডে দরজা এবং U.P.V.C Window-শোরুমের জন্য সেলসম্যান লাগবে। 8001040040. (C/113403)

Wanted Security Guard, Call : T G Guards Pvt. Ltd. 9382982327, 8293790353. (C/113405)

JOB VACANCY'S

Network Manager, Team Leader, Workshop Supervisor, Back Office Staff (female) required for Yamaha Showroom, Sevoke Road, Ph. :- 9851000666/ 7908203407. (C/113404)

কিডনি চাই

কিডনি চাই AB+, বয়স - 30-40 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 8016140555. (C/113372)

অ্যাফিডেভিট

আমার জমির খতিয়ান নং 28/1, JL No. 211, মৌজা- পান্থাবাড়ি, নাম ভুল থাকায় গত 20-10-24 2nd court (s), কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mahammad Miya এবং Alimuddin Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। একমুখা, চিলকিরহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111887)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম ভুল থাকায় 14.11.24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারিতে Affidavit করে Samip Roy Basunia এবং Samip Ray Basunia এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/113368)

তৈরি হচ্ছে পাতার স্টল, বাঁশের তোরণ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : জিরো পয়েন্ট। বক্সা পাহাড়ে যাঁদের আসা যাওয়া রয়েছে এই জিরো পয়েন্ট সম্পর্কে তাঁদের প্রায় সবারই জানা। বক্সা পাহাড়ে যেতে হলে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এরপর হাঁটাপথ। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটক, সবার জন্যই একই ব্যবস্থা। এই জিরো পয়েন্টেই বসানো হয়েছে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের তোরণ। অন্য যে কোনও অনুষ্ঠানের তুলনায় এই উৎসবের তোরণের কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। কাপড়, থার্মোকল বা ফোম দিয়ে নয়, এই তোরণ তৈরি বাঁশ দিয়ে। বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দারাই উৎসবের জন্য এই তোরণ তৈরি করেছে। জিরো পয়েন্টের সঙ্গে বক্সা দুর্গের কাছেও একটি তোরণ তৈরি করা হয়েছে। তবে সেটা ছোট।

শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের জন্য এভাবেই সেজে উঠছে বক্সা। উৎসবের যে স্টলগুলো বক্সা ফোর্টের কাছে তৈরি হচ্ছে, সেগুলোও 'প্লাস্টিক ফ্রি'। বাঁশের কাঠামো দেওয়া স্টলে ছাউনি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে।

উৎসবের অন্যতম আয়োজক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সংগঠনের কোঅর্ডিনেটর ওসান লেপচা বলেন, 'উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল ডুকপা জনজাতির সংস্কৃতি সংরক্ষণ। ডুকপাদের বিভিন্ন বিষয় যে হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলো ধরে রাখা। সেজন্য উৎসব প্রাঙ্গণ ওই জনজাতির মতো করেই সাজানো হচ্ছে। আধুনিকতা সেখানে আসল বিষয় নয়। ঐতিহ্যই আসল।'

শুক্রবার দুপুরে বক্সা ফোর্টের পাশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে।

বক্সা ফোর্টের পাশে তৈরি হচ্ছে পাতা দিয়ে স্টল।

সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলে আদিত্য

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : ছোটবেলায় ফুটবল মাঠে বাবার দেখানো বিভিন্ন কেরামতির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত ছেলেটা। সেখান থেকেই ফুটবলের প্রতি অদম্য আগ্রহ। তারপর আট বছর বয়সে স্থানীয় দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। সেখান থেকে কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব আর সদ্য ঘোষণা হওয়া সন্তোষ ট্রফির জন্য নির্বাচিত বাংলা দলে সুযোগ। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়ার আদিত্য থাপার গল্পটা খানিক এইরকমই। যদিও খোদ আদিত্য এখানে থামতে রাজি নন। তাঁর লক্ষ্য ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে সেন্টার মিডফিল্ড পজিশনে মাঠ কাঁপানো।

গত মঙ্গলবার এবারের সন্তোষ ট্রফির জন্য ২২ জনের দল ঘোষণা করেছেন কোচ সঞ্জয় সেন। সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আদিত্য। এই খবর আসার পরেই খুশির হাওয়া আদিত্যর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রশিক্ষক এবং সহ ফুটবলারদের মধ্যে। এই মুহূর্তে কল্যাণীতে রয়েছেন আদিত্য। বাংলা দলের সঙ্গে সেখানেই অনুশীলনে ব্যস্ত। অনুশীলনের ফাঁকে তাঁকে ফোনে ধরা হলে তিনি বলেন, 'এতজন ট্রায়াল দিয়েছিল। তার মধ্যে সুযোগ পাওয়ায় খুবই আনন্দ হচ্ছে। টুর্নামেন্টে সুযোগ পেলে নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করব।'

আট বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলার সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে ফুটবল শেখার জন্যে ভর্তি হওয়া। সেখানে দীর্ঘদিন খেলার পর গত এক বছর ধরে কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে খেলা। ১৬ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম খেলা। তার আগে অনুশীলনে কোনও ফাঁক রাখতে রাজি নন আদিত্য। প্রতিদিন ছয় থেকে আট ঘণ্টা অনুশীলনের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন ফিটনেসের ওপরেও।

অনুশীলনে ব্যস্ত।

আদিত্যর বাবা উত্তম থাপা পেশায় ব্যবসায়ী এবং দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সভাপতি। তাঁর কথায়, 'বাবা হিসেবে খুবই গর্ব হচ্ছে।' ওই অ্যাকাডেমির সচিব অমিত গুপ্তর বক্তব্য, 'এইরকম প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আদিত্য বাংলা দলের হয়ে খেলবে, সেটা খুবই আনন্দের ব্যাপার।'

আজও স্বমহিমায় 'বুড়িমার বাজি'

নিউজ ব্যুরো

পশ্চিমবঙ্গে বাজির বাজারে একটি বিশ্বস্ত এবং সবার প্রিয় নাম 'বুড়িমার বাজি'। বিগত কয়েক বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যে 'বুড়িমার বাজি'র চাহিদা তুঙ্গে। দীপাবলি, ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজোতে সবার পছন্দের বাজি হল 'বুড়িমার বাজি'। বুড়িমা ফায়ার ওয়ার্কস-এর বর্তমান কর্ণধার সুমিত দাস জানালেন উৎকৃষ্ট মানের বাজি দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁরা ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ক্রেতাদের দিক থেকে তাঁরা বাজির মান নিয়ে কোনও অভিযোগ পাননি। বিগত কয়েক বছর ধরে পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে বর্তমানে বোমা সহ সব শব্দবাজি নিষিদ্ধ। তবে শব্দবিহীন আলো ঝলমলে আতশবাজির বাজারে বুড়িমা স্বগর্বে বিরাজমান। বুড়িমার আসল নাম অন্নপূর্ণা দাস। যিনি সংসার চালানোর জন্য বাজির ব্যবসাতে নেমে সফল হন।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৪৮-১৫১-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ০৮.১১.২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক নং ১. [illegible]

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২৭-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ১২.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য [illegible] (MLD-144/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] (MLD-145/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] ০৪.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-141/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] ২,১৭,১৫,৩০০.৭৩ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৪.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। (MLD-143/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিই/সিওএন/২০২৪/প্রকিউ/০৫, তারিখ: ২৫-১০-২০২৪-এর জন্য সংশোধনী নং. ০২

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Office of the Registrar
Notice inviting e-Tender

Following e-Tenders are invited from reputed Vendors, for details please visit https://wbtenders.gov.in

SL NO.	NIT NO.	TENDER ID
1.	66/R-2024	2024_DHE_769080_1
2.	67/R-2024	2024_DHE_769095_1
3.	69/R-2024	2024_DHE_769112_1

Registrar (Addl. Charge)

অ্যান্টি-ফগিং ট্র্যাকশন মোটরগুলির জন্য বগির পরিবর্তনের ব্যবস্থা

[illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

[রুল ৮(১)] সারফেইসি রুলের অন্তর্ভুক্ত দখল নোটিশ

[illegible]

কোচবিহার, জেলা-কোচবিহার, জমির পরিমাপ-২.১ ডেসিমেল।
সীমানা :
উত্তর : শ্রী মানস সরকারের জমি
দক্ষিণ : সর্বজনীন পথ তারপর শ্রী শ্যামল ডাকুয়ার জমি
পূর্ব : গুড়িয়াহাটি রোড
পশ্চিম : শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র করের জমি
স্বা:
(অনুমোদিত আধিকারিক)
অনুমোদিত আধিকারিক
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
কোচবিহার অঞ্চল

আজ টিভিতে

শুভ বিবাহ ১ ঘণ্টার পর্ব রাত ৯টায়, **স্টার জলসায়।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ওয়ান, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধে ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধে ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধে ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.৩০ শিবশক্তি (রিপিট), ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধে ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধে ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.৩৫ গুরু, ৮.১০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, ১০.৫০ আমার মায়ের শপথ

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ শতরূপা, ২.৪৫ অনুতাপ, বিকেল ৫.৪০ সুলতান, রাত ১০.৫০ ভ্রান্তিবিলাস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ যুদ্ধ, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.০০ প্রতিকার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পৃথিবীর শেষ স্টেশন

১৪ ফেরে রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

ভালাত্তি বেলা ১১.১৪ **জি সিনেমায়**

ফল বিকেল ৪.৪০ **স্টার গোল্ড থ্রিলস-এ**

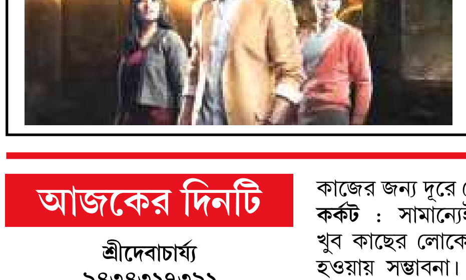
দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন বিকেল ৪টা **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KANGUVA
(Hindi)
*ing : Boby Deol, Suriya Sivakumar, Disha Patani
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **বৃষ :** হঠাৎ কোনও পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হতে পারে। **মিথুন :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কোনও জরুরি কাজের জন্য দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সম্ভাবনা। **সিংহ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। **কন্যা :** শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। **তুলা :** দাদার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি বাড়বে। **বৃশ্চিক :** হিংস্র পশু থেকে সাবধান। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। খেলোয়াড়রা ভালো সুযোগ পাবেন। **ধনু :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। **মকর :** মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। পরিবারের কোনও সদস্য আজ আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। **কুম্ভ :** বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসা খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ। চোখের সমস্যা কেটে যাবে। **মীন :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। পড়াশোনায় আর্থিক বাধা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৯ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ২৪ কার্তিক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪, ২৯ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক সুদি, ১২ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৫।৫৪, অঃ ৪।৫০। শুক্রবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৩।৪। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৩৪। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৮।১১ পরে বরীয়ানযোগ শেষরাত্রি ৫।১২।বিষ্টিকরণ অপরাহ্ন ৪।১০ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১০।৩৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৪।১৪ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৩৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৩।৪ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৩৮ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৮।১১ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫০ গতে রাত্রি ৬।২৬ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। গোস্বামিমতে প্রদোষে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। গুরুনানকের জন্মতিথি ও পুজোপাঠ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫২ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪২ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪২ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ট্যাবের টাকা পায়নি ৮১ জন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ট্যাব কেনার জন্য রাজ্য সরকার ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে আসছে। কিন্তু চলতি বছরে এবার প্রথম দ্বাদশ শ্রেণির পাশাপাশি একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদেরও সরকার ট্যাবের টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তাই নয়, পুজোর আগে ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে সরকার টাকা দিয়েও দিয়েছে। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের মতো কোচবিহার জেলারও বিভিন্ন স্কুলের একাধিক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢোকেনি। বিশেষ সূত্রে খবর, কোচবিহার জেলা সদরের একটি মেয়েদের স্কুলের এক ছাত্রীর টাকা মুর্শিদাবাদের একজনের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। সেই নম্বরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেই অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করা হয়েছে। যাতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরের ব্যক্তি সেই টাকা তুলতে না পারেন। জেলা শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই তারা টাকা পেয়ে যাবে।'

> **গণ্ডগোল**
>
> - কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলের একাধিক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি
> - জেলা সদরের একটি মেয়েদের স্কুলের এক ছাত্রীর টাকা মুর্শিদাবাদের একজনের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে
> - সেই নম্বরকে চিহ্নিত করা হয়েছে
> - অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করা হয়েছে

জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, জেলার সাতটি স্কুলের ৮১ জন ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢোকেনি। যা নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পুণ্ডিবাড়ি আরজিএল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অলোকচন্দ্র ভাট বলেন, 'আমার স্কুলে ৪২০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। যাদের ট্যাবের টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু এদের মধ্যে ৫৩ জন টাকা পায়নি। শুনেছি তাদের টাকা অন্য কোনও অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী এই ছাত্রছাত্রীদের তথ্য পুনরায় দপ্তরে পাঠিয়েছি। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এরা টাকা পেয়ে যাবে।'

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর সূত্রে খবর, জেলায় একাদশ ও দ্বাদশ মিলিয়ে এবার ৪৩ হাজার ৪৯৪ জন পড়ুয়া রয়েছে। যাদের প্রত্যেকের ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে পাওয়ার কথা। এর মধ্যে একাদশ শ্রেণির ২৪ হাজার ৭৫৫ জন ও দ্বাদশ শ্রেণির ১৮ হাজার ৭৩৯ জন পড়ুয়া আছে। সবমিলিয়ে এই ট্যাব কেনা বাবদ জেলার ছাত্রছাত্রীদের ৪৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা পাওয়ার কথা। বাকিরা ঠিকমতো টাকা পেলেও জেলার সাতটি স্কুলের ৮১ জন ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢোকেনি বলে অভিযোগ। এর মধ্যে কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির আরজিএল স্কুলের ৫৩ জন, হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ১২ জন, মধুপুর লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুলের সাতজন, হলদিবাড়ি দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের পাঁচজন, কোচবিহারের পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুলের দুজন, মাথাভাঙ্গার মোহনপুর সাবিত্রী বিদ্যামন্দিরের একজন ও প্রেমেরডাঙ্গা হাইস্কুলের একজন পড়ুয়া রয়েছে। পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নবনীতা শিকদারের কথায়, 'আমার স্কুলে ৫৬ জন ছাত্রীর ট্যাবের টাকা পাওয়ার কথা। বাকিরা পেলেও দুজন ছাত্রী টাকা পায়নি। শুনেছি তাদের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। এর মধ্যে একজনের অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করা গেলেও অন্য অ্যাকাউন্টের হদিস এখনও পাওয়া যায়নি।'

মাঠ ভর্তি আগাছার মাঝে ফুটেছে নামহীন ফুল। হাজরাহাটের পূর্ব বালাসি এলাকায়। বৃহস্পতিবার শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

কোচবিহার শুটকাবাড়ি পার্কে বাচ্চাদের পিকনিক। বৃহস্পতিবার

শিশু দিবস উপলক্ষ্যে পিকনিক

কোচবিহার ব্যুরো

১৪ নভেম্বর : বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিশু দিবস পালিত হল। বৃহস্পতিবার কোচবিহার-১ ব্লকের বাসিন্দা রশিদুল হকের উদ্যোগে শতাধিক শিশুকে নিয়ে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় একটি উদ্যানে সারাদিন খেলাধুলো ও মধ্যাহ্নভোজন করে কচিকাঁচারা বেজায় খুশি। এদিকে, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফে চকচকা শিশুনিকেতনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি ও আঁকা প্রতিযোগিতায় এলাকার শিশুরা অংশ নিয়েছিল।

গিতালদহ ইন্টিগ্রেটেড মডেল স্কুলের পরিচালনায় গিতালদহ বিকাশ সমিতির আর্থিক সহায়তায় শিশু দিবস পালিত হয়। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরির আমলাগুড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকারা উপস্থিত হন। এদিকে, তুফানগঞ্জ মাতঙ্গিনী শিশুনিকেতনের উদ্যোগে জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে খুদেদের নিয়ে নাচ-গান, আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও তাদের সঙ্গে অভিভাবক ও প্রতিবেশীদের সম্পর্ক কীরকম হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা হয়।

দেহ উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : ছয়দিন নিখোঁজ থাকার পর ভাপা পিঠা ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ থানার নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়ি এলাকার বাঁশঝাড় থেকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত বাবলু দাস (৩৮) তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামারপট্টি এলাকার বাসিন্দা। গত শনিবার বাড়িতে বাজার রেখে বেরিয়ে যাওয়ার পর বেপাত্তা হয়ে যান। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দীর্ঘদিন বন্ধ স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহের সংঘের অফিস

তালা খোলাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ নভেম্বর : সেপ্টেম্বর মাস থেকে বোর্ড মেম্বার বদলের দাবিতে তালাবন্ধ চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ সমবায়ের অফিস। বৃহস্পতিবার তালা খোলাকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দুই পক্ষের ঝামেলা কার্যত মারামারির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশকে ময়দানে নামতে হয়। বোর্ড মেম্বাররা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাঁদের বদলাতে হবে এই দাবি তুলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৬ এবং ১১ নম্বর সংসদের গোষ্ঠীর সদস্যরা গত সেপ্টেম্বর মাসে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন। এরপর সংঘের কর্মচারী, বোর্ড সদস্য এবং অভিযোগকারী সদস্যরা সকলেই বিভিন্ন দফায় এই নিয়ে প্রধান থেকে মেখলিগঞ্জের বিডিও এমনকি জেলাতেও অভিযোগ জানান।

> **ধুন্ধুমার**
>
> - বৃহস্পতিবার তালা খোলাকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়
> - দুই পক্ষের ঝামেলা কার্যত মারামারির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।
> - ধস্তাধস্তির সময় এক মহিলার জামাকাপড় ছিঁড়ে যায় বলে অভিযোগ

কিন্তু তারপরেও কোনও সুরাহা তো মেলেইনি, বরং অভিযোগ পালটা অভিযোগে সমস্যা আরও বাড়তে থাকে। এতে সমস্যায় পড়েন বাকি সংসদগুলির স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। কারণ অফিসের বিভিন্ন কাজকর্ম, লোন নেওয়া, পরিশোধ করা সবটাই প্রায় এতে বন্ধ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার বাকি সংসদগুলির স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তালা খুলতে এলে ১১ নম্বর সংসদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কিছু মহিলা তাঁদের বাধা দেন। আর এতেই ঝামেলার সূত্রপাত।

এই বিষয়ে সংঘ সমবায়ের সেক্রেটারি বানু বেগম বলেন, 'মোট ১৪টি সংসদে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা আছেন। দীর্ঘদিন থেকে ৬ এবং ১১ নম্বরের সদস্যরা অফিসে তালাবন্ধ রাখায় বাকি সংসদের সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সকলে একত্রিত হয়ে তালা খুলে দেন। এদিন ৬ নম্বর সংসদের সদস্যরা আসেননি। ১১ নম্বরের কিছুজন এসেছিলেন তালা খোলায় বাধা দিতে। কিন্তু ওই সংসদেরই বাকিরাও তালা খুলতে আসেন। আর এই নিয়ে ঝামেলা।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ সমবায় অফিসে পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

চ্যাংরাবান্ধার প্রধান ইলিয়াস রহমান অবশ্য এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'যে যা ইচ্ছা বলতেই পারে। কিন্তু আমি তালা ভাঙার সময় অফিসে ছিলাম না। যাঁরা তালা দিয়েছিলেন তাঁদের দাবি ছিল আমায় বোর্ড সদস্য বদল করে দিতে হবে। কিন্তু এটা আমার ক্ষমতায় নেই একথা তাঁদের বলেও কোনও লাভ হয়নি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ওদেরই দিন।। শিশু দিবসে ইসলামপুরের একটি প্রাথমিক স্কুলে। ছবিটি তুলেছেন মণীশ দত্ত।

রাসমেলার পর নিয়মিত চলবে ফোয়ারা

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : বৈরাগীদিঘির ফোয়ারা নিয়ে ক্ষোভ মিটছে কোচবিহারবাসীর। কারণ রাসের পর থেকেই প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে সারা বছর নিয়মিত চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফোয়ারাটিকে বেশ কিছুক্ষণ চলতে দেখা যায়। গত রাস উৎসবের পর দীর্ঘদিন বাদে ফোয়ারাটি আবার চলছে দেখতে পেয়ে উৎসুক জনতা ফোয়ারাটি দেখতে বৃহস্পতিবার দিঘির পাড়ে ভিড় জমায়।

মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সামনে থাকা ঐতিহ্যবাহী বৈরাগীদিঘির প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে সাত বছর আগে তিন কোটির বেশি টাকা খরচ করে অত্যাধুনিক ফোয়ারা তৈরি করেছিল জেলা প্রশাসন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে ফোয়ারার শো হবে। দর্শকরা টিকিট কেটে তা দেখবেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে হাতেগোনা বিশেষ করে রাসমেলার কয়েকদিন শুধুমাত্র ফোয়ারা চালানো হয়। করোনার সময় দুই-আড়াই বছর সেটাও চালানো হয়নি। এই অবস্থায় গত বছর রাসমেলার সময় ফোয়ারাটি শেষ চালানো হয়েছিল। তারপর থেকে সেটি আবার বন্ধ হয়েই পড়ে রয়েছে। এই নিয়ে কোচবিহারবাসীর ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে, এত টাকা দিয়ে ফোয়ারা তৈরি করার পর তা সারাবছর কেন চালানো হয় না কেন? ফোয়ারাটি এতদিন ডিজেল দিয়ে জেনারেটর মারফত চালানোর ব্যবস্থা ছিল। তাতে তেল খরচ প্রচুর ছিল। এই কারণে সেটি সারাবছর চালানো সম্ভব ছিল না। ফোয়ারাটি চালানোর জন্য প্রশাসন বিদ্যুৎ দপ্তরে নতুন করে আবেদন করে সংযোগ নেওয়ার জন্য।

> আমাদের বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়ার কাজ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই ফোয়ারাটিকে বিদ্যুতের মারফত চালানো হবে। রাসমেলার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত দু'দিন করে ফোয়ারাটি চালানো আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।'
>
> **কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *মহকুমা শাসক*

কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়ার কাজ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই ফোয়ারাটিকে বিদ্যুতের মারফত চালানো হবে। রাসমেলার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত দু'দিন করে ফোয়ারাটি চালানোর আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।'

বোনকে ফুসলিয়ে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার দাদা

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৪ নভেম্বর : বাড়িতে কীর্তনের অনুষ্ঠান আছে বলে জানিয়ে নিজের ১৩ বছরের কাকাতো বোনকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে বাঁশ বাগানে ধর্ষণ করে পালিয়ে গেল এক বিবাহিত তরুণ। ওই কিশোরীর পরিবার ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। এরপর অভিযান চালিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্যাতিতাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এই খবর চাউর হতেই স্তম্ভিত সকলে। সম্পর্কে দাদা হয়ে একজন কীভাবে এই কাজ করতে পারে সেকথা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না প্রতিবেশী সহ এলাকার বাসিন্দারা।

ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার বাসিন্দা বছর ২৪-এর ওই তরুণ নিজের বাড়িতেই বাঁশের ডুলি সহ নানান জিনিস বানিয়ে সংসার চালায়। বেশ কয়েক বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক অশান্তির কারণে স্ত্রী এক ছেলেকে নিয়ে প্রায় আট-নয় মাস ধরে বাপের বাড়িতে থাকছেন। বুধবার সন্ধ্যায় ওই তরুণ তার কাকার বাড়িতে গিয়ে বাড়িতে কীর্তনের অনুষ্ঠান আছে বলে ওই নাবালিকাকে জানায়। পাশাপাশি, মা তাকে সেখানে নিয়ে যেতে বলেছে বলে ওই তরুণ তাকে বলে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকা দাদার কথামতো তার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর অভিযুক্ত তাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে বাঁশ বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

নাবালিকাটি কোনওভাবে রাস্তায় এসে কাঁদতে থাকে। সেসময় স্থানীয় এক টোটোচালক তাকে দেখে কী হয়েছে বলে জানতে চান। তারপর তিনি মেয়েটিকে ওই তরুণের বাড়ি পৌঁছে দেন। ওই তরুণের বাবা-মা মেয়েটিকে একথা কাউকে জানাতে নিষেধ করে তাকে বাড়িতে রেখে আসেন বলে অভিযোগ। কিন্তু নাবালিকা তার মাকে সব কথা খুলে বলে। এরপর ওই নাবালিকার মা গোটা ঘটনা জানিয়ে বুধবার রাতেই ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই নির্যাতিতাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সিংমারি নদীর বোচারঘাটের এই সেতুর সামনে লাগানো হয়েছে সতর্কতা বোর্ড।

চার সেতুতে ভারী যানবাহন নিষিদ্ধ

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৪ নভেম্বর : কয়েক মাসের ব্যবধানে শীতলকুচি ব্লকের দুটি লোহার সেতু ভেঙে পড়ে। এছাড়া সেখানকার আরও চারটি সেতু নড়বড়ে থাকায় যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা আশঙ্কা করেছিলেন বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'সেতুগুলির একাধিক জায়গায় ফাটল থাকলেও সংস্কারের বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। সেতুর পিলারে মরচে ধরেছে। বাইক, টোটো উঠলেই কেঁপে ওঠে।' গত মাসে এই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হবার পরেই নড়েচড়ে বসে শীতলকুচি ব্লক প্রশাসন।

খবরে প্রকাশিত আক্রারহাট বাজার সংলগ্ন বুড়া ধরলা নদীর সেতু, খেজুরতলা সংলগ্ন দেওশাল সেতু, ভাঐরথানা-পঞ্চারহাট সড়কে সিংমারি নদীর ওপরের সেতু এবং ভাবেরহাট শিব মন্দির সংলগ্ন সেতু পরিদর্শন করেন ইঞ্জিনিয়াররা। ওই সবক'টি সেতু প্রায় ২৫ বছর আগে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল। পরিদর্শনে দেখা যায় ওই চারটি সেতুর পিলারগুলিতে মরচে ধরে দুর্বল হয়ে গেছে। এছাড়া সেতুর একাধিক জায়গায় ভেঙে গিয়ে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে। ভেঙে গিয়েছে সেতুতে থাকা রেলিংগুলিও। আর সবকিছু দেখে বাসিন্দাদের যে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তাতে সিলমোহর দেন ইঞ্জিনিয়াররাও। আর তারই ফলাফল হিসেবে ওই চার সেতুতে এবার ভারী যানবাহন ওঠা নিষিদ্ধ করল ব্লক প্রশাসন। শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাসের কথায়, 'ব্লক প্রশাসনের তরফে ভারী যানবাহন চলাচল রুখতে লাগানো হয়েছে সতর্কতা ফলক। ওই ফলক ছাড়াও ওখানে যাতে বড় যানবাহন না ওঠে এজন্য সেতুর সামনে বসানো হয়েছে লোহার পিলার।' এবিষয়ে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'সেতুগুলি বাম আমলে তৈরি। ওই সময় সেতুর কাজের মান ভালো না হওয়ায় ভেঙে পড়ছে সেতুগুলি। নতুন করে সেতু তৈরির প্রোপোজাল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।'

তবে সেতুগুলিতে দীর্ঘদিন বড় যানবাহন উঠতে না পারলে ভোগান্তির শিকার হতে হবে এই ব্লকের প্রায় লক্ষাধিক বাসিন্দাদের। তাই দ্রুত সেতুগুলি সংস্কারের দাবি তুলেছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ বর্মনের কথায়, 'রাতের অন্ধকারে সেতুর গর্তে যানবাহনের চাকা আটকে দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাতে সেতু দিয়ে হেঁটে যেতেও ভয় পান বাসিন্দারা। ভারী যানবাহন ওঠা নিষিদ্ধ করায় সেতু ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা কম।' তবে এভাবে বেশিদিন না রেখে দ্রুত সেতুগুলি মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। কারণ কৃষিপণ্য বাজারে তুলতে হলে এলাকায় ভারী যানবাহন ঢোকাতে হবে।

কালভার্ট তৈরির দাবি

গোপালপুর, ১৪ নভেম্বর : দুই বছর কেটে গেলেও ভাঙা কালভার্টের জায়গায় নতুন কালভার্ট তৈরি হয়নি। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধানধুনিয়া গ্রামে। যার জেরে যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় গ্রামবাসীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সুটুঙ্গা নদীর নালার উপর নির্মিত কালভার্ট প্রায় দুই বছর আগে জলের তোড়ে ভেঙে যায়। এরপর নতুন করে কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় গ্রামবাসী সমস্যায় পড়েছেন। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কাজ হয়নি। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান লক্ষ্মীকান্ত বর্মনের আশ্বাস, 'যাতায়াতের জন্য নতুন সাঁকো তৈরি করা হবে। নতুন কালভার্ট তৈরির বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কালভার্ট ভেঙে যাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সাঁকো তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই সাঁকো বেশিদিন টেকেনি। জলের তোড়ে কালভার্টটি ভেসে যায়। বর্তমানে ভাঙা কালভার্টের স্থানে কোনও সাঁকো নেই। যার ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে শতাধিক মানুষ ভোগান্তির শিকার। স্থানীয় শৈলেন বর্মনের কথায়, 'কালভার্ট ভেঙে যাওয়ায় গ্রামের মানুষ ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন। এলাকার সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন দরকারে গোপালপুর বাজার ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসতে হয়। কিন্তু কালভার্ট ভাঙা থাকায় প্রায় তিন থেকে চার কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হয়।'

আরেক বাসিন্দা অমল বর্মন জানান, মাঝিরবাড়ি থেকে গোপালপুর বাজারে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। নয়ারহাট ও গোপালপুরের প্রচুর মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন। তবে বর্তমানে কালভার্ট ভাঙা থাকায় তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। প্রশাসনের কাছে তিনি দ্রুত নতুন কালভার্ট তৈরির আবেদন জানিয়েছেন। একই দাবি গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণকান্ত বর্মনের। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

মতিউলের তৈরি গাড়ির দাম ২ লক্ষের বেশি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : অষ্টম শ্রেণি পাশ যোগ্যতায় ব্যাটারিচালিত চার চাকা গাড়ি তৈরি করে গত বছর মতিউল মহম্মদ (৩৩) তাক লাগিয়েছিলেন। এবার তিনি আরও একটি গাড়ি তৈরি করছেন। গাড়ির কাজ শেষ হওয়ার আগে গাড়ি কেনার জন্য দূরদূরান্তের মানুষ ইতিমধ্যে যোগাযোগ করছেন। তাঁর তৈরি দ্বিতীয় গাড়ির দাম দুই লক্ষ টাকার বেশি উঠেছে। আর এতেই এলাকাজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

মতিউল বলেন, 'অদম্য ইচ্ছে আর জেদ থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা যায়। এখনও দ্বিতীয় গাড়িটি পুরোপুরি তৈরি নয়। তবে মেখলিগঞ্জের মানুষের গাড়িটির প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ দেখে দারুণ খুশি হয়েছি। ইতিমধ্যে পাঁচজন গাড়িটি কেনার জন্য যোগাযোগ করেছেন। গাড়িটির জন্য তাঁরা আমাকে দুই লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দিতে চাইছেন। কিন্তু এখনও বিক্রির বিষয়ে কিছু ভাবিনি।'

নিজের তৈরি গাড়িতে মেখলিগঞ্জের তরুণ মতিউল। বৃহস্পতিবার।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার পূর্বপাড়া আমন্ত্রণ ভবন সংলগ্ন এলাকায় মতিউলের একটি গ্যারাজ আছে। তাঁর তৈরি গাড়ি দেখতে এলাকার বাসিন্দারা ভিড় জমাচ্ছেন। পেট্রোল, ডিজেলের দাম দিন-দিন বেড়ে চলেছে। মধ্যবিত্ত মানুষের সাধ থাকলেও তাই অনেক সময় গাড়ি কেনার সাধ্য থাকে না। মতিউলের তৈরি গাড়িটি পুরোটা লোহার। তিনি মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি লেখাপড়ায় ইতি টানেন। এরপর গ্যারাজে কাজ করতে শুরু করেন। গয়েরকাটায় ১১ বছর গ্যারাজে কাজ করেন তিনি। পরে মেখলিগঞ্জ পূর্বপাড়ায় নিজের গ্যারাজ তৈরি করেন।

চলতি বছর কালীপুজোর সময় থেকে তিনি দ্বিতীয় গাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। মতিউলের গাড়িতে চালক সহ চারজনের বসার জায়গা থাকছে। গাড়িতে ব্যাটারির মান অনুযায়ী একবার চার্জ দিলে আনুমানিক ১৮০ কিমি পথ যাওয়া যাবে বলে মতিউলের দাবি। ব্যাটারি একবার চার্জ করতে মাত্র ৪০ টাকা খরচ হবে। এখনও পর্যন্ত গাড়িটি তৈরি করতে মতিউলের প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তবে গাড়িতে রং করা, সিট ও গ্লাস লাগানো বাকি আছে। গাড়ির সামনে ইঞ্জিনের জায়গাটিকে ব্যাটারি রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। পেছনে জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা থাকছে।

রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৪ নভেম্বর : আটপুকুরি উচ্চবিদ্যালয়ে পালিত হচ্ছে হীরক জয়ন্তী বর্ষ। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ওই স্কুলে আয়োজিত হল রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরে ১৩ জন মহিলা সহ ৫৫ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত মাথাভাঙ্গা মহকুমা ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে চোখ, দাঁত সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। শিবিরে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, স্কুলের শিক্ষকরাও তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভাস্কর দে'র কথায়, 'হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে গোটা বছরই খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান সহ নানা অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। তবে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সহ সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেই রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্যোগ। এতে গ্রামের অনেকে তাদের চোখ, দাঁত সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারলেন। রক্তের প্রয়োজনে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। আর তাই ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট দূর করতে আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস।'

সিতাই উপনির্বাচন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ

কম ভোটের কারণ খুঁজবে তৃণমূল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রত্যাশার তুলনায় কেন কম ভোট পড়ল? এ নিয়ে দলীয় স্তরে ময়নাতদন্ত করবে তৃণমূল। শুধু তাই নয়, খুব তাড়াতাড়ি বিধানসভার ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠকে বসে ভোট কম পড়ার কারণ খুঁজে বের করবে তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, অঞ্চল ও বুথ সভাপতিদের আগাম সতর্ক করার পরও কেন এত কম ভোট পড়ল, কোন বুথে কত শতাংশ ভোট হয়েছে, যেসব বুথে কম ভোট পড়েছে সেগুলিতে কেন কম হল, এজন্য দলের অঞ্চল ও বুথ নেতাদের কোনও খামতি ছিল কি না, বৈঠকে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হবে। উপনির্বাচন শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দলের এমন কঠোর সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলের অন্দরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে ভোট কম পড়ার ক্ষেত্রে বিজেপির দাবি, তাদের কর্মী-সমর্থকদের একটা বড় অংশকে ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে তৃণমূল ভোট দিতে আসতে দেয়নি। সেজন্যই কম ভোট পড়েছে বলে তারা মনে করছে।

সিতাই বিধানসভায় উপনির্বাচন হলেও একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিল কোচবিহার জেলা তৃণমূল। এবার ভোটের আগে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) সিতাই বিধানসভার ১৭টি অঞ্চলের ৩০০ জন বুথ সভাপতিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন কোনও বুথ থেকেই যেন ৯০-৯৫ শতাংশের নীচে ভোট না পড়ে। এজন্য তাঁদের আগাম সংশ্লিষ্ট বুথের সব ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছিল। এমনকি বুথের যে সব ভোটার কর্মসূত্রে অন্যত্র রয়েছেন, ভোট দেওয়ার জন্য তাঁদেরকেও যাতে আনা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। কোনও বুথের ভোট নির্দিষ্ট শতাংশের তুলনায় কম হলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন অভিজিৎ। কিন্তু বুধবার ভোট শেষে দেখা যায় সিতাইয়ে ভোট পড়েছে ৭১.৩০ শতাংশ। কেন এত কম ভোট পড়ল তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জোরদার চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দলের জেলা সভাপতি বলেন, 'যাতে ভোট বাড়ে সেজন্য ৯০-৯৫ শতাংশ টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশার তুলনায় কিছুটা কম ভোট পড়েছে। ঘাটতি খুঁজতে অঞ্চল ও বুথ সভাপতিদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। খুব শীঘ্রই তাঁদের নিয়ে বৈঠকে বসব। ভোট কম পড়ার কারণ খুঁজতে সাংসদের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি।'

কম ভোট পড়া নিয়ে বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, তৃণমূলের সন্ত্রাসের জন্যই এই অবস্থা হয়েছে। এ ব্যাপারে হিপ্পির মন্তব্য, 'প্রাথমিক আলোচনায় যেসব কারণ উঠে এসেছে তার মধ্যে এবারের নির্বাচন একপেশে হয়েছে। বিরোধীদের কার্যত দেখা যায়নি। তাই ভোট নিয়ে মানুষের তাপ-উত্তাপ দেখা যায়নি। বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের অনেকে মনে করেন, ভোট দিয়ে কী হবে, তাদের দল তো জিতবে না। তাই অনেকে বুথমুখো হননি। এছাড়া, পরিযায়ী শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই বাড়ি ফেরেননি। প্রাথমিকভাবে এসব কারণ উঠে এসেছে।

এ নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের কথায়, 'ভোটের আগে থেকেই হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে মানুষকে তো ভোট দিতে আসতেই দেয়নি তৃণমূল। বুথে আমাদের এজেন্টদের তৃণমূল দুষ্কৃতীরা আধ ঘণ্টাও বসতে দেয়নি। না বেরিয়ে গেলে তাঁদের মেরে ফেলত। পুলিশ-প্রশাসন-তৃণমূল সব এক হয়ে গিয়েছে। সিতাইয়ে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। এরপরও যে ৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে, তার মধ্যে ২০ শতাংশ ভোট তৃণমূল ছাপ্পা দিয়েছে।'

প্রত্যাশা অপূর্ণ

- ভোট বাড়াতে অঞ্চল ও বুথ সভপতিদের টার্গেট দিয়েছিল তৃণমূল
- কিন্তু দলের তৃণমূল স্তরের নেতৃত্বে সেই টার্গেট পূরণ করতে পারেননি
- কম ভোট পড়ার কারণ খুঁজতে তাঁদের কাছে কৈফিয়ত তলব করছে দল
- খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের নিয়ে বৈঠকেও বসতে চলছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব

“ সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। ভোটের আগে থেকেই হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে মানুষকে তো ভোট দিতে আসতেই দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। এজেন্টদের বসতে দেয়নি। পুলিশ-প্রশাসন-তৃণমূল সব এক হয়ে গিয়েছে।

সুকুমার রায় জেলা সভাপতি
বিজেপি, কোচবিহার

“ নির্বাচন একপেশে হয়েছে। কার্যত বিরোধীদের মাঠে দেখা যায়নি। তাই মানুষের তাপ-উত্তাপ ছিল না। বিরোধী দলের অনেকেই মনে করেন, ভোট দিয়ে কী হবে? তাদের দল তো জিতবে না। তাই অনেকে বুথমুখো হননি।

অভিজিৎ দে ভৌমিক
জেলা সভাপতি, কোচবিহার তৃণমূল

সিতাই বাজারে চলছে ভোট নিয়ে আলোচনা। বৃহস্পতিবার।- সংবাদচিত্র

চর্চায় কার পাল্লা ভারী

প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার সিতাই বাজারের এক চায়ের দোকানে বসে দৈনিক সংবাদপত্র হাতে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে উপনির্বাচনের হালহকিকত জানার চেষ্টা করছিলেন সিতাইয়ের বাসিন্দা মমিনুল মিয়াঁ। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় ঝড় তুলেছিলেন বাকিরাও। সেই আলোচনায় কার পাল্লা ভারী, কে কোথায় কতটা সুবিধা করতে পারল সবকিছুর সঙ্গে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রাধান্য পেল তা হল নির্বিঘ্নে ভোটের সমাপ্তি।

গণ্ডগোলের কারণে সিতাই বরাবরই কোচবিহার জেলার মধ্যে শিরোনামে থাকে। পঞ্চায়েত ভোট হোক বা বিধানসভা নির্বাচন, সবসময়ই নানা রকমের গণ্ডগোলের সাক্ষী থেকেছে সিতাই। তবে এবারের উপনির্বাচনের চিত্রটা ছিল একেবারেই আলাদা। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া সেভাবে কোনও হিংসার ঘটনা দেখা যায়নি গোটা সিতাই বিধানসভা এলাকায়। আর এতে বাকিদের মতো অবাক হয়েছেন স্থানীয়রাও। স্বাভাবিকভাবেই ভোটের ফলাফলের থেকেও বেশি চর্চা এখন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই। রাজনৈতিক মহলেও এখন এই নিয়ে জোর আলোচনা।

বৃহস্পতিবার সিঙ্গিমারি নদীর ওপর কামেশ্বরী সেতু পার হতেই দেখা গেল রাস্তার দু'ধারে মাঠে থাকা ধান পেকে রয়েছে। রোদ পড়ায় তা সোনার রং ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে অনেকে ফসল ঘরে তুলতে ধান কাটা শুরু করেছেন। তাঁদের কর্মব্যস্ততা জানান দিচ্ছে বুধবারের উপনির্বাচন তাঁদের ওপর সেভাবে কোনও প্রভাব ফেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দা পিংকি সাহার কথায়, 'খুব শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়েছে। এরকমভাবে ভোট হলেই ভালো হয় সকলের।' আরেক বাসিন্দা শিক্ষক ভগীরথ বর্মন বলেন, 'যারাই জিতুক সিতাই এলাকায় উচ্চশিক্ষার স্বার্থে একটি কলেজ এবং সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য হাসপাতালটির উন্নয়ন করা প্রয়োজন।' এরপর তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলোচনায় উঠে এল শাসকদলের পাল্লা ভারীর প্রসঙ্গ। তাঁদের কথায়, 'বিরোধীরা সেভাবে মাঠে নেই তাই শাসকদলই ফের ক্ষমতা ধরে রাখবে।' তবে যারাই এবারের ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের দাবি যে সিতাইয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন সে বিষয়ে একমত সকলে।

বদনাম ঘোচাতে স্বাস্থ্যমেলা বাতিল করলেন উদয়ন

চাঁদা নিয়ে ক্ষোভের আঁচ

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ১৪ নভেম্বর : বেলা গুহ দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দিনহাটা শহরে স্বাস্থ্যমেলা হচ্ছে। কিন্তু সমিতির কর্তা উদয়ন গুহ ঘোষণা করেছেন এবছর আর মেলা হবে না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর যুক্তি, দিনহাটায় এমন ধারণা তৈরি হয়েছে, স্বাস্থ্যমেলায় সাহায্যের বিনিময়ে তাঁরা চিকিৎসকদের একাংশ ও নার্সিংহোমের বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করছেন না। সেই ধারণা দূর করতে এবার স্বাস্থ্যমেলা বাতিল করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমেলা নিয়ে প্রকাশ্যে এমন অভিযোগ আজ পর্যন্ত কেউ করেননি। তাহলে আগ বাড়িয়ে উদয়ন কেন এমন কথা বললেন সেই প্রশ্ন উঠেছে। উদয়নের যুক্তি শুনে আড়ালে অনেকেই মুচকি হাসছেন আর বলছেন, ব্যাপারটা ঠাকুরঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি- প্রবাদের মতোই হয়ে গেল।

বুধবার বিকেলে দিনহাটার আপনঘরে স্থানীয় একাধিক ক্লাব ও গণসংগঠনগুলিকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন উদয়ন। সেখানেই স্বাস্থ্যমেলা বাতিলের কথা ঘোষণা করেন তিনি। তারপরই শোরগোল পড়ে যায় সর্বত্র। মন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্যমেলার বদলে বড় আকারে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে। সেখানে স্থানীয় শিল্পীরাও অংশ নিতে পারবেন। বাইরের শিল্পীরাও অনুষ্ঠান করবেন। যদিও তাতেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বসুর কথা, 'আসল কথাটাই হল টাকা কামাই করা। এতদিন স্বাস্থ্যমেলার নামে টাকা তোলা হত, এবারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে আরও বেশি করে টাকা তোলা হবে।'

স্বাস্থ্যমেলায় বহু চিকিৎসক আসেন। কয়েকশো মানুষ সেখানে নামী ডাক্তারদের কাছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পান। অনেকে বিনামূল্যে চশমা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ পান। হয় রক্তদান শিবিরও। ওই মেলায় যাত্রা, নাচ, গানও অনুষ্ঠিত হয়। সেই স্বাস্থ্যমেলা বাদ দিয়ে উৎসবের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। স্বাস্থ্যমেলা ও অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাঁদা তোলা হত। শুধু চিকিৎসক, নার্সিংহোম বা ওষুধ ব্যবসায়ী নয়, সব ধরনের ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের কাছ থেকেও চাঁদা নেওয়া হত।

বাসিন্দাদের একাংশের ধারণা, এই স্বাস্থ্যমেলায় চিকিৎসক ও নার্সিংহোম থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে হাজারো অন্যায়ের অভিযোগ থাকলেও প্রতিবাদ করে না তৃণমূল। এনিয়ে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সেই আঁচ পেয়েই এবার স্বাস্থ্যমেলা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ধাওয়া করে উদ্ধার ৪৮ গোরু, ধৃত দুই

জামালদহ, ১৪ নভেম্বর : একেবারে যেন সিনেমা। একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল এক গোরুবোঝাই কনটেনার। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে ওই কনটেনারটি রাজারহাট মোড়ে ট্রাফিক ব্যারিকেড ভেঙে পালায়। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়িটিকে আটকানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। এরপর পার্শ্ববর্তী গোপালেরহাট এলাকাতেও ট্রাফিক ব্যারিকেড ভেঙে বেরিয়ে যায় কনটেনার। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্টে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ হাজির হয়। সন্দেহজনক কনটেনারটিকে আটকাতে না পেরে পুলিশ ধাওয়া করতে শুরু করে গাড়িটিকে। পরবর্তীতে জামালদহ সংলগ্ন মাঝিরবাড়ি এলাকায় গাড়িটিকে আটক করা হয়। চ্যাংরাবান্ধার পানিশালায় কনটেনারটিকে নিয়ে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। কনটেনার থেকে ৪৮টি গোরু উদ্ধার হয়। বৈধ কাগজ না থাকায় পুলিশ গাড়িতে থাকা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'প্রাথমিক তদন্ত হয়েছে। ডালখোলা থেকে গোরুগুলিকে কনটেনারে তোলা হয়। পাচারের জন্য মাথাভাঙ্গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ধৃতদের নাম মহম্মদ নাসিম ও মণিরুল হক। তারা ডালখোলার বাসিন্দা।'

গোরুগুলিকে গাড়িতে পা বেঁধে চাপাচাপি করে আনা হচ্ছিল। এতে পাচারকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সকলে।

এদিকে, এদিন ওই কনটেনারের সঙ্গে জামালদহ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন রাজ্য সড়ক ১৬এ-তে একটি চার চাকার গাড়িকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রাকেশ রায়ের কথায়, 'ওই চার চাকার গাড়িতে গোরুর গাড়ির মালিক কিংবা দালাল ছিল। আমরা কনটেনার সহ ওই গাড়িটিকে আটকানোর চেষ্টা করলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা আমাদের অফার করা হয়।'

কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এদিন অভিযান চালিয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ গোরুগুলিকে উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পাঁচ বুথে পুনর্নির্বাচন দাবি কংগ্রেসের

প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ১৪ নভেম্বর : উপনির্বাচন পর্ব মিটতেই র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তুলে সিতাই বিধানসভায় ফের ভোটের দাবি তুললেন কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ। তাঁরা নদীর এপারে থাকা ওকড়াবাড়ির ৬/২৬৬, ৬/২৬৮, ৬/২৭২, ৬/২৭৫ এবং গিতালদহ-২-এর ভোরামের ৬/২৮৭ নম্বর বুথে পুনরায় ভোট নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। বুধবার রাতেই কংগ্রেস প্রার্থী সিতাই বিধানসভা পর্যবেক্ষককে এ ব্যাপারে ই-মেল করেন। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস থেকেও তাঁকে (পর্যবেক্ষক) ই-মেল করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট মাসুদ হাসান বলেন, 'আমরা ওকড়াবাড়ির চারটি ও গিতালদহ-২ এর একটি বুথে ফের ভোটগ্রহণের দাবি জানিয়ে এই কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষককে ই-মেল পাঠিয়েছি। কিন্তু এনিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা অবধি এবিষয়ে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।' এনিয়ে জেলা নির্বাচন দপ্তর থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কংগ্রেসের পাঁচ বুথে পুরভোটের দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁর কথায়, 'ভোটের আগের থেকেই কংগ্রেস অসত্য অভিযোগ করে বাজার গরম করতে চাইছিল। যারা বুথে বুথে এজেন্ট দিতে পারে না, তাদের এসব দাবি মানায় না।'

কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ

বুধবার সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচন মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে। একটি মাত্র বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংগীতা রায়ের বচসা বেধেছিল। গোসানিমারিতে বিরোধী এজেন্টদের হুমকি ও ইভিএমে থাকা প্রতীকের উপর সেলোটেপ লাগানোর মতো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া তেমন বড় কোনও ঘটনার খবর মেলেনি। এমনকি দিনভর বিজেপি, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট প্রার্থীর কাছ থেকেও বড় ধরনের কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে ভোটপর্ব মিটতেই কংগ্রেস প্রার্থীর পুনরায় ভোটের দাবি নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করেছে।

বুধবার ভোট শেষে বামফ্রন্ট প্রার্থী অরুণকুমার বর্মাও কোনও অভিযোগ জানাননি। ফ্রন্ট সূত্রে খবর, তাঁরা বিধানসভার কোনও বুথেই পুনরায় ভোটের দাবি তোলেননি। এমনকি বিজেপি শিবিরও এ নিয়ে নীরব। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে বিজেপি প্রার্থী দীপক রায়কে ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

পরিবেশ দূষণের অভিযোগে বিক্ষোভ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৪ নভেম্বর : নিয়মিত কারখানা থেকে বের হওয়া তামাক পাতার গুঁড়ো বাতাসে মিশে দূষিত করছে পরিবেশ। ওই তামাক পাতার উগ্র গন্ধে কারখানা ঘেঁষা স্কুলের পড়ুয়া ও স্থানীয় বাসিন্দাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে ক্রমাগত কষ্ট বাড়ছে। এমনই অভিযোগে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশগুড়ি হাইস্কুল লাগোয়া একটি তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। এ নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের মুখে কুলুপ। গ্রাম পঞ্চায়েত বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা এ ব্যাপারে মাথাভাঙ্গার মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণে উদ্যোগী হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বাবুল হোসেনের অভিযোগ, তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ কারখানাটি থেকে বের হওয়া শুকনো তামাক পাতার গুঁড়ো বাতাসে মিশে এলাকাবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত করছে। লাগোয়া স্কুলের পড়ুয়ারাও নিয়মিত এই সমস্যার মুখে পড়ছে। জনবহুল এলাকায় তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষ পরিবেশের ক্ষতির দিকটি বিবেচনা না করায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। একই দাবিতে বুধবার এলাকাবাসী মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনের নানা স্তরে স্মারকলিপি দেন। এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলম বলেন, 'ওই কারখানা থেকে বের হওয়া শুকনো তামাক পাতার গুঁড়ো বাতাসে ছড়িয়ে শিশু থেকে নানা বয়সি মানুষজন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তামাক পাতা মজুত রাখায় কোনও সমস্যা নেই। তবে সেগুলি প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে যাতে বাতাসে পাতার গুঁড়ো না ছড়ায় সেজন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলবে।'

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশন (জিকো)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মন বলেন, 'বাইশগুড়ির গ্রামবাসীরা তামাক পাতার গুঁড়োযুক্ত বাতাসের প্রতিবাদে কোম্পানির বিরুদ্ধে যেভাবে সরব হয়েছেন তা পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। আমাদের সংগঠন থেকে এ ব্যাপারে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সহ প্রশাসনিক নানা মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের পাশে থাকছে।'

এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ নীরব। এমনকি, নিজের নাম জানাতেও অস্বীকার করেন সংশ্লিষ্ট কারখানার ম্যানেজার। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায় বলেন, 'ওই কারখানা থেকে যেভাবে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে মাথাভাঙ্গার মহকুমা শাসকের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব।'

বাইশগুড়ি হাইস্কুল লাগোয়া তামাক প্রক্রিয়াকরণ কারখানার সামনে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।

মদের গাড়িতে তল্লাশি

মেখলিগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ থেকে ধাপড়া ১৫ কিলোমিটার পথ মদ পাচারের করিডরে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই রাস্তায় একটি ছোট গাড়ি থেকে ৪০ বোতল দেশি মদ উদ্ধার হয়। ঘটনায় গাড়িটি আটক করা হলেও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। বেআইনি মদ মজুত ও বিক্রিতে মহিলাদের সামনে রাখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'বেআইনি মদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।' এই পথে ছোট গাড়িতে যেভাবে মদ ও পেট্রোল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ যাত্রীরা। মেখলিগঞ্জ ও কুচলিবাড়ি থানা যৌথ অভিযান চালিয়ে এই কারবার বন্ধ করার দাবি উঠছে। এক শিক্ষক জানান, এই রাস্তায় যাতায়াতের ভরসা ছোট গাড়ি। কিন্তু তার মধ্যে বেশকিছু গাড়িতে প্রায়শই পেট্রোল ভর্তি ড্রাম তোলা হয়। এছাড়া, বাজারের ব্যাগ থেকে বিস্কুটের বাক্সেও মদের বোতল নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও চোখে পড়ে। এভাবে যাত্রীবাহী গাড়িতে পেট্রোল নিয়ে যাওয়ার সময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বড়সড়ো ক্ষতির শঙ্কা থেকেই যায়। এই কারবার বন্ধে সবার আগে চালকদেরও সচেতনতা জরুরি। প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মেখলিগঞ্জ ব্লক নেত্রী কবিতা রায় বলেন, 'যত্রতত্র বেআইনিভাবে মদ বিক্রির ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ছাত্র ও তরুণ সমাজে কুপ্রভাব পড়ছে। নারী নির্যাতন, খুনখারাবি বাড়ছে। তাই, অবিলম্বে এসব বন্ধ জরুরি।'

জমি হারানোর আশঙ্কায় প্রশাসনের দ্বারস্থ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৪ নভেম্বর : জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কায় এবার আন্দোলনের পথে হাঁটছেন গিলাডাঙ্গার বাসিন্দাদের একাংশ। জলঢাকা নদীর চরের জমি আবাদ করে গিলাডাঙ্গা ও পার্শ্ববর্তী খেরভাঙার গ্রামের প্রায় শ-দুয়েক পরিবারের ভাতের জোগান হয়। নদীর বুক থেকে দেদার বালি উত্তোলন করা হলে চরের আবাদি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা। তাই মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গিলাডাঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির মাঝে জলঢাকা নদী থেকে ইজারার মাধ্যমে বালি উত্তোলনের প্রস্তুতি শুরু হতেই বৃহস্পতিবার জোট বেঁধে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তাঁরা। জলঢাকা নদীর বালি যাতে কেউ উত্তোলন করতে না পারে সেজন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক, মাথাভাঙ্গা-১'এর বিডিও ও সংশ্লিষ্ট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরে লিখিত আর্জি জানানো হয়।

বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। বিএলএলআরও রাজা দাশগুপ্ত বলেন, 'বাসিন্দাদের আপত্তির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে। সেখান থেকে যা নির্দেশ আসবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গোপালপুরের বালি ব্যবসায়ী মুকুন্দ বর্মন সরকারিভাবে জলঢাকা নদীর বালি উত্তোলন করার ইজারা পেয়েছেন। তিনি নদীর যে অংশে বালি তোলার ছাড়পত্র পেয়েছেন ওই অংশটি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি মৌজার অন্তর্গত। বালি উত্তোলনের এলাকা প্রায় আট একর। কিন্তু ওই বালি ব্যবসায়ী ও তাঁর সহযোগীরা গিলাডাঙ্গার দিক থেকে বালি উত্তোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন বলে অভিযোগ। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বালি তোলার কাজও শুরু হওয়ার কথা। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই অংশ থেকে বালি তোলা হলে নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা বন্যার কবলে পড়বেন। এলাকার বাসিন্দা অমল বর্মন বলেন, 'আমার ১৫ বিঘা জমি আছে নদীর চরে। নদীগর্ভ থেকে বালি তোলা শুরু হলে জীবিকা সংকটে পড়বে।' একই কথা বলেন আরেক বাসিন্দা কালীপদ বর্মন। তাঁর কথায়, 'জলঢাকা নদীর বালি আমরা তুলতে দেব না। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব।' তাই এদিন তাঁরা শীতলকুচির প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মনের কাছেও এই নিয়ে অভিযোগ জানান।

যদিও ওই বালি ব্যবসায়ীর সহযোগী গণেশ বর্মন বলেন, 'নদীর যে অংশ থেকে বালি তোলার ছাড়পত্র মিলেছে সেখান থেকেই বালি তোলা হবে। শুধু গিলাডাঙ্গার দিক থেকে বালি পরিবহণ করা হবে। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।'

টুকরো খবর

দুই অগ্নিকাণ্ড

শীতলকুচি, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট পঞ্চায়েতে খারিজা ধাপেরচাত্রা গ্রামে ও বড় গদাইখোড়া গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রথম ক্ষেত্রে হরেকৃষ্ণ বর্মনের বাড়িতে আগুন লাগে। প্রথমে স্থানীয়রা পরে শীতলকুচি দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। বড় গদাইখোড়া গ্রামে একটি পোলট্রি ফার্মে আগুন লেগেছিল। ফার্মের মালিক রফিজুল মিয়াঁ জানান, সেখানে আড়াই হাজার মুরগি ছিল। আগুনে সব মারা গিয়েছে। গভীর রাতে শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল বলে তাঁর অনুমান।

মিলল পরিচয়

নিশিগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : বুধবার বিকালে নিশিগঞ্জ আমতলা নদীর পাড় থেকে উদ্ধার হওয়া দেহটির পরিচয় মিলল। মৃত ব্যক্তি নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নলঙ্গীবাড়ির বাসিন্দা তপন বর্মন (৩৮)। পরিবারের লোকেরা রাতেই নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে এসে দেহটি শনাক্ত করে। দশদিন আগে তপন মাঘপালা গ্রামে কালীপুজোর মেলায় ফাস্ট ফুডের দোকানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। মেলা শেষে সোমবার বাড়ি ফেরার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেননি। দু'দিন পর বুধবার বাড়ির কাছেই নদীর ধারে দেহ উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের হাতে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

ঝুলন্ত দেহ

নিশিগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : বুধবার রাতে নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রুনিবাড়ি গ্রামে বলরাম মালাকার (২৬) নামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মর্গে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বলরাম ভিনরাজ্যে মিস্ত্রির কাজ করতেন। দুর্গাপুজোয় বাড়ি এসেছিলেন। শোওয়ার ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের লোকজন। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

ধর্মীয় সভা

পারডুবি, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিন্দুস্তান মোড়ে মানবধর্ম প্রচারক সংঘের উদ্যোগে সংঘের মাঠে ধর্ম বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংঘ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন অধিবাসের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মানবকল্যাণে গীতার মুখ্য বিষয় নিয়ে দু'দিনের আলোচনা সভা চলবে। শুক্রবার রাতে সভা শেষ হবে।

স্বাস্থ্য শিবির

দেওয়ানহাট, ১৪ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার কোচবিহার-১ ব্লকের উত্তর নবাবগঞ্জ বালাসি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়ুর্বেদ সচেতনতা ও চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ সুপ্রকাশ কুণ্ডু, ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা ও ডাঃ সুভাষ সোরেন শিবিরে স্থানীয় প্রায় শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করেন। আয়ুষ বিভাগের জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অঞ্জনকুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

সচেতনতা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১৪ নভেম্বর : কোচবিহার কার্ডিও ডায়াবিটিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড ডায়াবিটিস ডে পালিত হল। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস পালন করা হয়। ডায়াবিটিস রোগ সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দা, রোগী ও পরিজনদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেলার খেলা

জেতালেন দৈমালু

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : হরিণচওড়া ফুটবল লাভার্সের ১৬ দলীয় ফুটবলে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি এসএসবি ১-০ গোলে হরিণচওড়া প্রভাতি ক্লাবকে হারিয়েছে। হরিণচওড়া প্রভাতি ক্লাব ফুটবল মাঠে দৈমালু ব্রহ্ম গোল করেন। ম্যাচের সেরা এসএসবি-র অভিষেক সাইকিয়া। শনিবার খেলবে অসমের মাঝগাঁও পোটা ও মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ।

কঠোর নবান্ন

ম্যানুয়াল হাজিরা পদ্ধতি আর রাখা যাবে না বলে জানিয়ে দিল নবান্ন। অর্থ দপ্তরের সিনিয়ার ডেপুটি সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বায়োমেট্রিক হাজিরাকেই উপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হবে।

দুর্ঘটনায় পুলকার

বৃহস্পতিবার কলকাতার বাইপাসে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেলারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি পুলকার। এই ঘটনায় এক পড়ুয়া ও পুলকারচালক জখম হন।

নাবালিকাকে ধর্ষণ

জন্মদিনের পার্টিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় এক তরুণের বিরুদ্ধে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

প্রস্তাব

কয়লা পাচার মামলায় বৃহস্পতিবার সিবিআই আদালতে চার্জ গঠনের প্রস্তাব দিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। নির্দিষ্ট মামলা ও ধারা গ্রহণ করেছেন বিচারক।

হুঁশিয়ারিই সার, প্রতিবাদ শুধু সমাজমাধ্যমে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : প্রতিরোধের হুঁশিয়ারিই সার বিজেপির। নিয়মরক্ষার প্রতিবাদ শুধু কি সমাজমাধ্যমে? প্রশ্ন বিজেপিতে। বুধবার রাজ্যের ছয় বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট লুঠ ও সন্ত্রাসের অভিযোগের পর এদিন রাজ্যের কোথাও সরকারিভাবে কোনও প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দেখা যায়নি বিজেপিকে। ভোট লুঠের অভিযোগ তোলা হলেও কমিশনে পুনর্নির্বাচনের দাবিও জানায়নি বিজেপি। যদিও ভোটের আগে একাধিকবার শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, এবার আর তৃণমূলকে অবাধে ভোট লুঠ করতে দেব না। প্রয়োজনে প্রতিরোধ হবে।

নির্বাচনের দিন উত্তরে মাদারিহাটে দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে দক্ষিণে নৈহাটি সংলগ্ন ভাটপাড়ায় খুনের ঘটনায় দিনভর উত্তপ্ত ছিল ভোটবাজার। কিন্তু সেই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর থেকে দক্ষিণে কোনও প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা নিদেনপক্ষে কোনও পথ অবরোধের মতো কর্মসূচিতেও দেখা গেল না বিজেপিকে।

দিনভর তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটলুঠের অভিযোগে সরব থাকলেও বাস্তবে এই ধরনের

বিজেপিতেই প্রশ্ন

কোনও কর্মসূচিই চোখে পড়েনি বিজেপির। ব্যারাকপুর বিজেপির এক নেতা বলেন, 'এই ধরনের কোনও কর্মসূচির কোনও নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়নি। ভোট শেষ করে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরোতেই তো রাত ১০টা বেজে গেল। ঘেরাও কখন হবে?'

বৃহস্পতিবার দিনভর সিতাই, মাদারিহাট থেকে মেদিনীপুর, তালডাংরা বা নৈহাটি বা হাড়োয়ার মতো কেন্দ্রে সরকারিভাবে বিজেপির কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উপনির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক রাজ্য নেতা আক্ষেপ করে বলেন, 'কীভাবে প্রতিবাদ হবে?' আমরা ভোট লুঠ সন্ত্রাস নিয়ে মিডিয়ায় অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু ১টি বুথেও পুনর্নির্বাচন চেয়ে কমিশনে দাবি জানাইনি।'

তবে, এদিন নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'গোটা রাজ্যেই ভোট লুঠ করে তৃণমূল। তৃণমূল কোথাও ভোট করে না। আর করলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে ভোট লুঠ করে।' দিল্লি থেকে রাজ্যের ভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদ করেছেন রাজ্যে বিজেপির অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। তিনি বলেছেন, 'পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড সহ দেশের একাধিক রাজ্যে উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণ হলেও একমাত্র এই রাজ্যের নির্বাচনেই সন্ত্রাস অব্যাহত। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূলই দায়ী। মালব্যর মন্তব্যে চূড়ান্ত হতাশা প্রকাশ করে দলের এক নেতা বলেন, 'দিল্লি থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতা সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট করার আগে উপনির্বাচনে তৃণমূলের ভোট সন্ত্রাস নিয়ে রাজ্যে দলের ভূমিকার বিষয়ে একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।'

আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা...

শিশু দিবসে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

'রাশিয়া থেকে রাসায়নিক অস্ত্র আনা হয়েছে'

প্রাণহানির আশঙ্কা অর্জুনের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাসায়নিক অস্ত্রে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁকে হত্যা করতে চক্রান্ত করেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরে এই অভিযোগ করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। এদিকে অর্জুনের এই আশঙ্কাকে 'পাগলের প্রলাপ' বলে কটাক্ষ করে তাঁর বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছেন তৃণমূলের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

চার বছর আগের একটি মামলার সূত্রে এদিন ভবানী ভবনে সিআইডির কাছে হাজিরা দিতে যাওয়ার আগে ব্যারাকপুরে অর্জুন সিং বলেন, 'আমি, শুভেন্দু অধিকারী সহ চার বিজেপি নেতাকে হত্যা করতে রাশিয়া থেকে রাসায়নিক আনা হয়েছে। সিআইডি জেরার জন্য আমাকে যে চেয়ারে বসাবে, সেখানে আগে থেকে ওই রাসায়নিক স্প্রে করা থাকবে। তার জেরে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।' এরপরেই হুঁশিয়ারি দিয়ে অর্জুন বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি সিআইডির কাছে হাজিরায় এসেছেন। কিন্তু আগামী ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে তাঁর যদি কোনও শারীরিক ক্ষতি বা প্রাণসংশয় হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে সিআইডি। অর্জুনের দাবি, তাঁকে কৌশলে হত্যা করার জন্য অনেকদিন ধরে চক্রান্ত করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপোর (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) সরকার। সেই কারণেই চার বছরের পুরোনো মামলায় তাঁকে তলব করেছে সিআইডি। যদিও অর্জুনের এই আশঙ্কা ও অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই বলেই মনে করে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য এসব গিমিক করে কোনও লাভ নেই। আমাদের কাউকে মেরে ভোটে জিততে হবে না। ওঁর হাতে যদি সত্যি এই ধরনের কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করান।'

> আমি, শুভেন্দু অধিকারী সহ চার বিজেপি নেতাকে হত্যা করতে রাশিয়া থেকে রাসায়নিক আনা হয়েছে। সিআইডি জেরার জন্য আমাকে যে চেয়ারে বসাবে, সেখানে আগে থেকে ওই রাসায়নিক স্প্রে করা থাকবে। তার জেরে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
>
> -অর্জুন সিং

অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে বোমা হামলায় আহত হয়েছিলেন অর্জুন। শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলা ও প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে মনে করে বলেই তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সম্প্রতি তাঁর নিরাপত্তা বাড়িয়েছে।' চার বছরের পুরোনো ওই মামলায় নৈহাটি উপনির্বাচনের আগের দিন গত ১২ নভেম্বর অর্জুনকে তলব করেছিল সিআইডি। তলব এড়াতে আদালতে গিয়ে সিআইডির হাজিরার নির্দেশকে পরিকল্পিত চক্রান্ত দাবি করে হাজিরা এড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালতের কাছে রক্ষাকবচ চান অর্জুন। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, ভোটের জন্য ১২ তারিখের পরিবর্তে ১৪ নভেম্বর অর্জুনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারবে সিআইডি। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৮ ডিসেম্বর। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অর্জুনের দাবি মেনে কোনও রক্ষাকবচ দেয়নি আদালত। ফলে গ্রেপ্তারির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অর্জুন। যদিও মামলা চলাকালীন অর্জুনের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে মৌখিকভাবে জানিয়েছে আদালত। এদিকে, অর্জুনকে সিআইডির তলব প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের প্রোটেকশন আছে। হাইকোর্ট জেরার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে। এরপর ডাকলে ক্ষতি কী?'

এক্তিয়ার-বহির্ভূত : অধ্যক্ষ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ও বর্তমান এসটিএফ প্রধান বিনীত গোয়েলের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যপালের রিপোর্ট তলবকে 'এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ' বলে মন্তব্য করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আক্রমণ করে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'নিজের এক্তিয়ার সম্পর্কে রাজ্যপালের বোঝা উচিত। বিনীত গোয়েলের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট চাওয়া অর্থহীন।' এরপরেই রাজভবনের মহিলা নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ইঙ্গিত করে বিমান বলেন, 'তাঁর পদত্যাগ চেয়েও অনেকে দাবি জানিয়েছেন। সেই অভিযোগের বিষয়ে তিনি কী করবেন?' অধ্যক্ষ বিমানের মন্তব্যের পালটা সমালোচনা করেছে বিজেপি।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে বিনীতের বিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের এই রিপোর্ট তলব প্রসঙ্গেই এদিন বিধানসভায় এই মন্তব্য করেন বিমান। যদিও তাঁর এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শমীক বলেন, 'বিধানসভার অধ্যক্ষ তৃণমূলের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টের মতো কথা বলছেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে কোনও বিষয়ে রিপোর্ট চাইতেই পারেন। রাজ্যপাল কার কাছে রিপোর্ট চাইবেন সেটা দেখার এক্তিয়ার তৃণমূলের স্পিকারকে কে দিয়েছে?'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভার অধিবেশনের মুখে অধ্যক্ষের মন্তব্যে রাজ্য ভবনের সঙ্গে আবার সংঘাতে রাজ্য। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা বিধানসভার অধিবেশন।

মুঙ্গেরে অস্ত্র কারখানার হদিস, ধৃত ২

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : কয়েকদিন আগে শিয়ালদা থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করেছিল কলকাতা পুলিশ। ওই ঘটনায় ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিহারের মুঙ্গেরের তারাপুরে হানা দিয়ে অস্ত্র কারখানার হদিস পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স। বুধবার রাতে তারাপুরে একটি খাবারের থালা বানানোর দোকানে হানা দেয় এসটিএফ। ওই দোকানেরই মাটির তলায় চেম্বার করে অস্ত্র তৈরি করা হত।

সেখানেই তল্লাশি চালিয়ে ৬টি ৭এমএম পিস্তলের যন্ত্রাংশ, ৬টি পিস্তলের বাট এবং একটি লেদ মেশিন উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়াও ড্রিলিং মেশিন সহ অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মহম্মদ মোনাজির হোসেন ও মহম্মদ নাসিম নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় আর কে কে যুক্ত তা জানতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

লক্ষ্যপূরণে কোমর বেঁধে দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজ্যে মহিলাদের মধ্যে বিজেপির সদস্য হতে আগ্রহ বাড়ছে। এমনই দাবি বঙ্গ বিজেপি নেতাদের। একদিকে যখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কারণে মহিলাদের মন জয় করা নিয়ে শাসকদল তৃণমূলের লাগাতার দাবি রয়েছে, তখন বিজেপির সদস্য হতে রাজ্যে মহিলাদের আগ্রহ বাড়ার খবর রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ।

দলের এই অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা বঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদে'র কাছে দাবি করেন, এখনও পর্যন্ত তাঁদের যা সদস্য সংগ্রহ হয়েছে, তা সন্তোষজনক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখনও পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রহ করা সদস্যদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। যদিও এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে এই নিয়ে খোলসা করে কিছু বলতে পারেননি তিনি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যু তো আছেই, সেই সঙ্গে আরজি কর ঘটনার ইস্যুতেই রাজ্যের মহিলাদের বিজেপির সদস্য হওয়ার আগ্রহ বাড়ছে।

দিল্লি সূত্রের খবর, এরাজ্যে বঙ্গ বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই ব্যাপারে বারবার বার্তা পাঠিয়ে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। এরাজ্যে দলের ভারপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষককেও এই বিষয়ে কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা।

সম্প্রতি কলকাতায় এসে দলের 'চাণক্য' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বঙ্গ বিজেপি নেতাদের ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন। ২১ নভেম্বর দলের এই অভিযান শেষ হওয়ার কথা। যদিও শমীকবাবু জানিয়েছেন, 'এই মাসের ২১ তারিখে অভিযান কেমন হল, তা নিয়ে পর্যালোচনায় বসব আমরা। এমনিতেই আমাদের এই রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান পুজো, উপনির্বাচন সহ বিভিন্ন কারণে দেরিতে শুরু হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে দল অনেক আগেই এই অভিযান শুরু করেছে। আমরা মোটামুটি পুজোর পরে এই নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছি।'

বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, ১ কোটি সদস্য তো দূর অস্ত, এখনও পর্যন্ত তার ১০ শতাংশেও পৌঁছোতে পারেনি। বঙ্গ বিজেপি নেতাদের সদস্য সংগ্রহের প্রত্যেককে লক্ষ্যমাত্রা দল বেঁধে দিলেও এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছোতে পারেননি তাঁরা। এদিন তার কিছুটা আভাস মিলল দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষের কথায়। দলের অন্যান্য রাজ্য নেতার মতো বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে সদস্য সংগ্রহের কোনও টার্গেট বেঁধে দেননি। তবুও দলের স্বার্থে দক্ষ এই সংগঠক নিজেই দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়েছেন।

তিনি বলেন, 'কী আর করা যাবে। দলের স্বার্থে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়েছি। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে অনেকটাই সাহায্য করতে পেরেছি। এদিনও বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এই কর্মসূচিতে দলের লোকেদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। শুক্রবারও আসানসোল যাব। সেখানেও দলের স্বার্থে এই সদস্য সংগ্রহ অভিযান করব। তারপর আমার মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় যাওয়ার কথা আছে।'

বঙ্গ বিজেপি সদস্য সংগ্রহ অভিযানে কেন তেমন সাড়া পাচ্ছে না দল? এই প্রশ্নে অবশ্য দিলীপবাবু বলেন, 'আসল ব্যাপারটা তা নয়। মাঝে পুজো, উপনির্বাচনের ভোট প্রচার ও তারও আগে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে দলের লাগাতার প্রচার এসব কারণেই সদস্য সংগ্রহ অভিযান আমরা এখানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় দেরিতে শুরু করেছি। দলের নেতা-কর্মীরা এই কাজে সেভাবে মাঠে নামতে পারেননি। তাছাড়া রাজ্য দলের নেতৃত্বে রদবদল নিয়েও কিছুদিন ধরেই জোর চর্চা চলছে।' তাঁর মতে, এসব কিছুরই একটা প্রভাব আছে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

বেসরকারি হাসপাতালকে নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরের

স্বাস্থ্যসাথীর তথ্য এবার ডিসপ্লে বোর্ডে

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বার বার নাজেহাল হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এই নিয়ে তাঁদের সতর্ক হতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি ঠিক হয়নি।

আরজি কর ইস্যুতে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতির কারণে সাধারণ মানুষকে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য দৌড়োতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও নানা আছিলায় চিকিৎসা পেতে তাঁদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আবার বিভিন্ন চিকিৎসায় বিল অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় নিজেদেরই সেই বিল মেটাতে হয়েছে। এই নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশিকা পাঠিয়ে নবান্ন জানিয়ে দিয়েছে, এবার থেকে স্বাস্থ্যসাথী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ডিসপ্লে বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই ডিসপ্লে বোর্ডে তথ্য আপলোড করার কাজ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।

যা থাকবে

- স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে কী কী পরিষেবা দেওয়া হয়
- ওই পরিষেবা বাবদ রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছে
- স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য কতগুলি বেড রয়েছে
- হাসপাতালে ভর্তির জন্য কতজন রোগী আবেদন করেছেন

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে কী কী পরিষেবা দেওয়া হয়, ওই পরিষেবা বাবদ রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছে, ওই হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য কতগুলি বেড রয়েছে ও তার মধ্যে কতগুলিতে রোগী রয়েছেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তির জন্য কতজন রোগী আবেদন করেছেন এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ওই ডিসপ্লে বোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে হবে।

প্রতিদিন তথ্য আপডেট করতে হবে। কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোম এই নির্দেশ অমান্য করলে রাজ্য সরকার আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তি হতে সমস্যায় পড়লে তাঁরা ওই হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারেন। স্বাস্থ্য দপ্তর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ভর্তি হতে গিয়ে ডাক্তারদের আন্দোলন চলাকালীন সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হওয়া নিয়ে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নম্বরে অভিযোগ জমা হয়েছিল। তারপর এই নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবারই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই নিয়ে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকেই বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিকে এই ডিসপ্লে বোর্ড টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপরই বৃহস্পতিবার এই নিয়ে নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

প্রশ্নবাণ

- মান্না দে'র গাওয়া বিখ্যাত গান 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা' লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। গানটির সুরকার কে?
- আলাস্কার এস্কিমোদের পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ নিয়ে রবার্ট ফ্লহার্টি একটি ধ্রুপদি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, তার নাম কী?
- বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয় নাম হিসেবে ব্যতিক্রমী হল ইন্ডিয়া। এটা কোন বিখ্যাত বিদেশি ক্রিকেটারের মেয়ের নাম?

আগের দিনের উত্তর

ডোনাল্ড ট্রাম্প, জমিরুদ্দিন খাঁ, ভজহরি মুখার্জি

ঠিক উত্তরদাতা : অরূপ মাহাতো- পুরুলিয়া, আবেশ কর্মকার, অমিত চক্রবর্তী, আদৃতা দত্ত- শিলিগুড়ি, নিবেদিতা হালদার- বালুরঘাট, সমাদৃতা চন্দ- ভোলারডাবরি, শংকর সাহা- পতিরাম, আব্দুল মালেক সেখ- নদিয়া, সুপর্ণা অধিকারী- দিনহাটা, ভাস্কর ঘোষ- শিবমন্দির, কালিদাস সাহা- কামাখ্যাগুড়ি, নীলরতন হালদার- মালদা।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

অস্বস্তি সিপিএমে

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : পরপর নির্বাচনে এরাজ্যে সিপিএমের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও দলীয় নেতাদের কার্যকলাপে ক্রমশ অস্বস্তিতে পড়েছে দল। তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ বা এরিয়া কমিটির সম্মেলনে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দলের ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়েছে সিপিএম। বেশ কয়েকটি জেলায় এরিয়া কমিটির সম্মেলনে ভোটাভুটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে দলীয় নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। খোদ টালিগঞ্জ-২ এরিয়া কমিটির সম্মেলনে বচসা থেকে হাতাহাতির মতো ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বিব্রত আলিমুদ্দিন। এই অবস্থা ঠেকাতে দলের তরফে জেলায় জেলায় কড়া বার্তা পাঠানো হয়েছে। দলীয় নেতাদের এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, দলের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে, পার্টিতে শৃঙ্খলাই শেষ কথা। বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনগুলিকে সংগঠিত করতে এই ধরনের উপদলীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। দলকে ঐক্যবদ্ধ এবং আন্দোলনমুখী করে তুলতে হবে। বুথস্তর থেকে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি শোচনীয়। এই বিষয়ে বহুবার দলের অন্দরে চর্চা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খোদ কলকাতার এরিয়া কমিটিতেই এই ধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ আলিমুদ্দিন। এই পরিস্থিতিতে দলের তরফে জেলায় জেলায় শৃঙ্খলারক্ষার বার্তা দিল সিপিএম।

তদন্তের আর্জি

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের অ্যানাস্থিশিয়া বিভাগের চিকিৎসক দীপ্র ভট্টাচার্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। ৭ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের একটি হোটেল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। মামলাকারীর বক্তব্য, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার দুর্নীতি, হুমকি সংস্কৃতি, কর্মক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। আরজি করের ঘটনার পর সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতেও প্রতিবাদ করেছিলেন দীপ্র। মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে পাঠানো বার্তাতেও এই বিষয়গুলি জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে এই বিষয়গুলি বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে। আরজি করের ঘটনাতেও নয়া রহস্য এনেছে। তাই তাঁর মৃত্যুর রহস্য জানতে সিবিআই তদন্ত চাওয়া হয়েছে।

ধান কাটার ব্যস্ততা। নলহাটির আকালিপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। শারীরিক বেশ কিছু সমস্যায় তিনদিন আগেই বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার ইডির বিশেষ আদালতে র‍্যাশন দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় এই বিষয়ে জানিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী। তবে ইডির তরফে এদিনও তাঁর জামিনের বিরোধিতা করা হয়।

বজ্র আঁটুনি

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিচার প্রক্রিয়ার চতুর্থ দিন। এদিন আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিনই কলকাতার পুলিশ কর্তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। ওই ঘটনার পরেই তাকে আদালতে নিয়ে আসার গাড়ি পরিবর্তন করা হয়। কালো কাচ ও জাল দিয়ে ঢাকা গাড়িতে আদালতে আনা হয় সঞ্জয়কে। এদিনও ওই গাড়িতেই সঞ্জয়কে আদালতে নিয়ে আসার পর র‍্যাফ এবং কলকাতা পুলিশ আদালত চত্বর ঘিরে ফেলে। গাড়িটি ঘিরে ফেলার যে কৌশল কলকাতা পুলিশের তরফে করা হয় তাতে সঞ্জয়ের উপস্থিতিটুকুও ওই চত্বরে উপস্থিত থাকা মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি।

ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : লটারির মাধ্যমে দুর্নীতির ঘটনায় ফের সক্রিয় হল ইডি। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের ধারণা, লটারির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত করের টাকা সরকারি কোষাগারে না গিয়ে হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়।

শুক্রবার, ২৯ কার্তিক ১৪৩১, ১৫ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৭৬ সংখ্যা

পাহাড় পরিকল্পনা

হঠাৎ কিছু করেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সদ্য দার্জিলিং সফরের পিছনেও ছিল সুচিন্তিত পরিকল্পনা। যদিও শুভেন্দু অধিকারী নাকি সরকারি সূত্রে জেনেছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচি নাকি আচমকা। নবান্নের কাছে বিজেপির সমর্থনে একটি সমাবেশের ভয়ে নাকি মমতা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা বেআব্রু হয়ে যাবে মুখ্যমন্ত্রীর তিনদিনের সফরে পাহাড় নিয়ে তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে।

তিনি যখন পাহাড়ে গেলেন দেশের নজর তখন মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। বাংলায় আবার কৌতূহল রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে। এই ভোটে আরজি কর মেডিকেলের প্রভাব পড়বে কি না, জানার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। অথচ উপনির্বাচনের এই আবহ থেকে যেন নিজেকে দূরে রাখলেন তৃণমূল নেত্রী। কোথাও প্রচারে যাননি। ভোটের আগে চলে গেলেন দার্জিলিংয়ে। যাওয়ার পথে শুধু কলকাতায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানালেন।

তাঁর সফরের সময় পাহাড়ের পরিস্থিতি কী? জিটিএ-তে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ক্ষমতাসীন। এই দলের গাঁটছড়া আছে তৃণমূলের সঙ্গে। গত লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন আমলা গোপাল লামা প্রার্থী ছিলেন এই জোটের তরফে। দুই শাসকদলের প্রার্থী কিন্তু জেতেননি। তেমন কোনও সাংগঠনিক শক্তি না থাকলেও দার্জিলিং লোকসভা নির্বাচনে ফুটেছে পদ্মফুল। পরিস্থিতিটা পাহাড় ও রাজ্যের দুই শাসকের কাছে উদ্বেগজনক নয় কি?

কিন্তু দুশ্চিন্তাটা প্রকাশ্যে চলে আসা কোনও শাসকের কাছে কাম্য নয়। মমতা তাই বেছে নিলেন এমন সময়, যখন অধিকাংশের নজর ভোটের দিকে। পোড়খাওয়া নেত্রী জানেন, তিনি যতই পাহাড় তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বলে প্রচার করুন না কেন, তৃণমূলের এককভাবে দার্জিলিং জয় বাস্তবে শুধু মুশকিল নয়, অসম্ভবই। ইতিমধ্যে চা শ্রমিকদের বোনাস, পাহাড়ের জমিতে পাট্টা, জনজাতি উন্নয়ন বোর্ডগুলির বরাদ্দ বন্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তেতে আছে পাহাড়।

সেই উত্তাপ যে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ও তৃণমূল উভয় দলকে পুড়িয়ে দিতে পারে, তা টের না পাওয়ার মতো অজ্ঞ বা অর্বাচীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন। ইতিমধ্যে পাহাড়ে আরেকটি দল গঠনের আভাস ফুটে উঠেছে। যে দলের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন হামরো পার্টির নেতা তথা ব্যবসায়ী অজয় এডওয়ার্ড। সেই দলের ছাতার তলায় বিমল গুরুং, মন ঘিসিংরা না থাকলেও পাহাড়বাসীর একাংশের জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সফরের তৃতীয় দিনে তাই মমতার মুখে শোনা গেল, চার বছর পরপর পাহাড়ে একজন করে নতুন নেতা আসে। তাতে ঝামেলা হয়। উন্নয়ন হয় না। তিনি অনীত থাপাকেই যেন পাহাড়ের সর্বময় নেতার আসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। জিটিএ'র প্রধান তো বটেই, সমস্ত জনজাতি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনায় অনীতের নেতৃত্বে নজরদারির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে এখন তাই অনীতের বিরোধিতা করা কঠিন হয়ে যাবে।

রাজ্য সরকারের কাছে অনেক বকেয়া পড়ে থাকায় জিটিএ-তে অসন্তোষ ছিল। যা ছড়িয়ে পড়ছিল পাহাড়বাসীর মনে। সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান হল মমতার সফরে। সরকারি বরাদ্দ বন্ধ থাকায় উন্নয়ন বোর্ডগুলির অচলাবস্থার কারণে ক্ষোভ ছড়িয়েছিল বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। বোর্ডগুলির পুনর্গঠন ও আবার বরাদ্দের সিদ্ধান্ত জানিয়ে সেই সমস্যাতেও মুখ্যমন্ত্রী যেন প্রলেপ দিলেন।

নেপালের চায়ের কারণে দার্জিলিং চায়ের সংকট রোধে নীতি প্রণয়নের কথা শোনা গেল মমতার মুখে। কিন্তু চা শ্রমিকদের বোনাস জটিলতা নিয়ে নীরব থাকলেন। কেননা, ওই সমস্যায় হইচই শুধু বিরোধীদের। তাঁর পাহাড় সফর যে কতটা পরিকল্পিত, এরপর বুঝতে আর অসুবিধা হয় না।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

পথ আঁধার, তবু হাঁটা থামালে চলবে না

ইরানের প্রতিবাদী মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিবাদ চলছে। বিশ্বে ছবিটা বাড়ছে।

তৃষ্ণা বসাক

'আমি আমার শরীর ছেড়ে এসেছি, যেমনভাবে লোকে জ্বলন্ত বাড়ি ছেড়ে যায়। আমার শরীর আর নিরাপদ জায়গা ছিল না। আর নিরাপদ ছিল না...'

(আলেকজান্দ্রা নিকোড, সুইস কবি, অনুবাদ - লেখক)

মেয়েদের শরীর নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অস্বস্তির শেষ নেই। সে প্রতিষ্ঠান কখনও পরিবার, কখনও সমাজ, কখনও রাষ্ট্র। তার গানও কি তার শরীর?

ধরা যাক হেলিনের কথা। তুরস্কের মেধাবী তরুণী হেলিন বলিক ইস্তাম্বুলে মাত্র ২৮ বছর বয়সে মারা যান। টানা ২৮৮ দিন অনশন করে ৩ এপ্রিল ২০২০ সালে। তাঁর গানের গ্রুপ ইয়োরাম ব্যান্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাঁদের স্বর রুদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তরুণদের মধ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল এর্দোগান সরকারকে।

কিংবা কুর্দিস্তান থেকে তেহরানে আসা মাসা আমিনী। ইরানের নীতিপুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছিল হিজাব ঠিক করে পরেনি বলে। তার চুল দেখা যাচ্ছিল। নির্মম অত্যাচারে তার মৃত্যু হয়। বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে ওঠে তার চুল। নিজেদের চুল কেটে নিশান বানিয়ে মেয়েরা পথে নামে। মেয়েদের চুল নিয়ে সমস্যা কি সব দেশেই? আমাদের বাঙালি পরিবারেও মেয়েদের শেখানো হয় চিরুনিতে ওঠা চুল থুতু দিয়ে ফেলতে, যাতে তারা উড়তে না পারে, উড়ে গিয়ে জুড়ে বসতে না পারে পুরুষের পঞ্চব্যঞ্জনে!

''ভাত বাড়ার সময় একটা চুলও যেন থালার ওপর না পড়ে,

একটা চুলও যেন পড়ে না মাটিতে কিংবা জলে,

ছেঁড়া চুলগুলো দল বেঁধে যেন না ওড়ে হাওয়ায়-

ওদের দেখে আমার মেয়েরা কুশিকশা পেতে পারে,

ভাবতে পারে 'আহা আমাদেরও ওড়ার কথা ছিল!''

আবার সেদিন ঠিকমতো হিজাব না পরার জন্যে ইরানের নীতিপুলিশ সামান্য কড়কে দিতে চেয়েছিল মেয়েটিকে। তা বলে সে সব খুলে বসে থাকবে অন্তর্বাস মাত্র পরে! তারপর থেকে সেই মেয়েটিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিক। এমন 'অনাছিস্টি' কাণ্ড করলে তাকে মুছে ফেলাই তো দস্তুর!

অনেকে আবার বলছেন এই যে নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ- এ নাকি মোটেই ইরানের উদ্ভাবন নয়। এর উদ্গাতা, ফেমেন, ইউক্রেনের একটি নারী অধিকারবাদী সংগঠন যার জন্ম ২০০৮ সালে। ইউক্রেনের সেক্স ট্যুরিজম আর নারী পাচারের বিরোধিতা করে তারা নগ্ন শরীরে। সদস্যারা নিজেদের পরিচয় দেয় 'সেক্সটিভিস্ট' হিসেবে। নারীর শরীরকেই পোস্টার হিসেবে ব্যবহার করলে খুব সহজেই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তৈরি করা যায় দ্রুত জনমতও। তবে সব আন্দোলন সব দেশে সফল হবে কি না তা বলা কঠিন।

২০১৪ সালে গবেষক টমাস ডেভিস বিখ্যাত 'আরব বসন্ত সহ' অন্যান্য গণ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করে যে গবেষণা করেন, তাতে তিনি ধরে ধরে দেখান বাহরাইন, মিশর, সিরিয়া ও লিবিয়ায় কেন গণ আন্দোলনগুলো ব্যর্থ হল। অধ্যাপক ব্রায়ান মার্টিনও এই বিষয়ে অনেকগুলো কেস স্টাডি করেন। দুজনের গবেষণার সিদ্ধান্ত কাছাকাছি। মার্টিন 'জাস্টিস ইগনাইটেড : ডায়নামিকস অফ ব্যাকফায়ার' নামের বইতে লিখেছেন সাফল্যের পথে হাঁটা আন্দোলনও ব্যর্থ হতে পারে আন্দোলনে ক্ষতিকর কোনও উপাদানকে যদি প্রতিপক্ষ (শাসকেরা) শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। দুই, ক্ষতিকর উপাদানের ছুতোটিকে ব্যাপক জনগণের মধ্যে যদি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। একে তিনি বলেছেন 'বুমেরাং এফেক্ট', 'ব্যাকফায়ার এফেক্ট', 'পলিটিকাল জিউ-জিৎসু এফেক্ট'।

তবে এসবের পরোয়া না করেই ইউক্রেনের প্রতিবাদের ধরনটি পৌঁছে গেছে ইরানে। এই হাতের মুঠোয় পৃথিবীর দিনে প্রতিবাদের ঢেউ কীভাবে দেশের সীমা ছাড়িয়ে যায় তা তো আমরা সাম্প্রতিক আরজি কর কাণ্ডেই দেখেছি, যেখানে তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা বিশ্ব।

২

নারী মানেই জরায়ু?

একইভাবে কোরিয়ার ৪বি আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করেছে আমেরিকার তরুণীদের। কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে ট্রাম্পের জয়ে মুষড়ে পড়েছেন মার্কিন মুলুকের অনেক মেয়েই। ট্রাম্প সরকারের রক্ষণশীল নীতি যে নারীর অধিকার সংকুচিত করবে এমন আশঙ্কা তাঁদের আছে। তাই তাঁরা সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার মেয়েদের মতো তাঁরা ৪বি আন্দোলনে যাবেন। এই পোস্টটি মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় ২ কোটি ভিউ এবং প্রায় ৫ লাখ রিঅ্যাকশন পেয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়াতে ২০১৯ সালে 'মি টু' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শুরু হয় ফোর বি আন্দোলন। গোপনে নারী শরীরের ভিডিও তোলার প্রতিবাদে, যার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের শরীরকে যৌন বস্তু হিসেবে নয়, বরং একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে শেখানো। 'আমরা নারীরা আর কোনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অংশ হতে চাই না। আমরা নিজেদের দেহ এবং জীবনের মালিক।'

দক্ষিণ কোরিয়াতে এ আন্দোলনটি বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কারণ অনেকের ধারণা এর ফলে দেশে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগের। আসলে 'ফোর বি' আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল, নো ডেট উইথ মেন, নো ম্যারেজ, নো সেক্স, নো গিভিং বার্থ। অর্থাৎ, পুরুষদের সঙ্গে কোনও ডেটিং, প্রেম, যৌন সম্পর্ক বা সন্তানধারণ চলবে না।

দক্ষিণ কোরিয়া হচ্ছে সেই দেশ যেখানে মেয়েদের প্লাস্টিক সার্জারির হার অত্যন্ত বেশি। এর জন্য দায়ী সে দেশের পুরুষতন্ত্রের বেঁধে দেওয়া সৌন্দর্যের মাপকাঠি। পুরুষের চোখে লোভন ও মোহন হবার চক্করে পড়ে মেয়েরা তাদের স্তন, নিতম্ব, ঠোঁট কাটাকুটির মধ্যে যায়।

এই ফোর বি আন্দোলন সেখানে একটা বড় ধাক্কা দিয়েছে। কমে গেছে প্লাস্টিক সার্জারির সংখ্যা। বিউটি প্রোডাক্টস বেচা সংস্থাগুলি চাপের মুখে পড়েছে। দেখা যাক মার্কিন মেয়েরা এই ফোর বি করে কতটা অভিঘাত তৈরি করতে পারে।

৩

আলো ক্রমে আসিতেছে

'পুলিশ আসে, শাসক আসে, রক্তজবা শুকায় ঘাসে

খাঁচার টিয়াও বলছে এখন 'কেস তুলে নে, কেস তুলে নে'

তারপরে কী? খটখটিয়ে চলল আবার সেলাই মেশিন

ঘরের কোণে

উপড়ে আসা বোতামগুলো ফিরছে এখন শার্টের বুকে

...

আইন সেলাই সাক্ষী সেলাই রক্ত এবং জমাট সেলাই

কবি ও তার কাব্য সেলাই

নদী এবং নাব্য সেলাই...'

(বকুলমন্দ্রিত সিরিজের কবিতা, শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়)

আন্দোলন যত তীব্রই হোক, শেষকথা বলে আইন। দাবিকে আইনি রূপ দিতে না পারলে সব মহতী বিনষ্টি। দেশে দেশে যখন নারীরা রাস্তায় নেমেছে, সমাজমাধ্যমে সোচ্চার হচ্ছে, রাত দখলে যাচ্ছে, তখন নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটে গেল বোম্বে হাইকোর্টের একটি রায়ে। শুধু স্ত্রী নয়, স্বামীকেও সামলাতে হবে ঘরের কাজ এমন রায় দিয়েছেন বিচারপতি নীতিন সাম্ব্রে ও শর্মিলা দেশমুখ একটি দাম্পত্য মামলার প্রেক্ষিতে। সেখানে স্বামী অভিযোগ করেন স্ত্রী সারাক্ষণ নিজের বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে ফোনে ব্যস্ত থাকেন, ঘরের কাজ করতে চান না, এইজন্যে তিনি বিবাহবিচ্ছেদ চান।

স্ত্রীর অভিযোগ ছিল দুজনেই চাকরি করে একই সময়ে ফেরেন কিন্তু ঘরের কাজের সব দায় একা তাঁর। তাঁকে ফোনে কথা বলতে দেখলেই স্বামী দুর্ব্যবহার করেন, গায়ে হাত তোলেন এবং বেশিরভাগ সময়েই শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকেন।

হাইকোর্ট বলেছে স্বামীর অভিযোগ ভিত্তিহীন। ঘরের কাজের দায়িত্ব শুধু মেয়েদের- এমন ধারণা আদিম, নেতিবাচক এবং এই আধুনিক সমাজে খাটে না। স্ত্রীকে নিজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধা দেওয়াও একধরনের মানসিক নির্যাতন।

'আকাশ অন্ধকার,
অন্ধকারে বসবাসকারী পাখিরা
শরীরের ভার মুক্ত করে উড়ছে,
ওড়ার জন্য
কতবার মরতে হবে আমাকে?
কেউ আমার হাত ধরবে না।
...
তাড়াতাড়ি করো
তোমার নিজস্ব পথে যাও।'

(ঘন কালো আলোর ঘর, হান কান / অনুবাদ- সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়)

পথ দীর্ঘ, অন্ধকার ও বন্ধুর, কিন্তু পথ আছে। শুধু হাঁটা থামালে চলবে না।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৮৭৫

মুন্ডা জনজাতির বিদ্রোহী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্ম আজকের দিনে।

২০২০

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

অর্জুন সিং, শুভেন্দু অধিকারীর মতো চারজন বিজেপি নেতাকে মেরে ফেলতে চাইছে রাজ্য। এজন্য রাশিয়া থেকে রাসায়নিক বিষ আনা হয়েছে। তিন-চার মাসের মধ্যে আমার মাল্টি অর্গান ফেলিওর হলে রাজ্য দায়ী থাকবে।

- অর্জুন সিং

ভাইরাল/১

শৈফালি নাগপাল একজন মেকআপ আর্টিস্ট। পরনের পোশাকে রক্তের দাগ। চোখে ভয় ধরানো কনট্যাক্ট লেন্স। সেই ভয়ংকর চেহারায় রাস্তায়, পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বড়-ছোট সবাইকে ভয় দেখাচ্ছেন। মহিলার প্র্যাংক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। প্রতিক্রিয়া মিশ্র।

ভাইরাল/২

স্টান্ট দেখাতে গিয়ে এক মদ্যপ রেললাইনের ওপর গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ির চাকা হঠাৎ লাইনে আটকে যায়। সেই সময় ওই লাইন দিয়ে একটি মালগাড়ি আসছিল। দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়ে দেন চালক। অল্পের জন্য বেঁচে যায় গাড়িটি। পুলিশ গাড়ি ও চালককে আটক করেছে।

জনমত

বাগডোগরা বিমানবন্দরের নামকরণ নিয়ে মতামত

সিস্টার নিবেদিতার নামাঙ্কিত হোক

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের সূচনা করলেন। এই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিমানবন্দরের নামকরণ নিয়েও চর্চা চলছে। আমার মতে, এই বিমানবন্দরের নামকরণ হোক সিস্টার নিবেদিতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

সিস্টার নিবেদিতার আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি সম্বন্ধে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিং শহরে দেহ রেখেছিলেন এবং দার্জিলিং পুরসভা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে। সিস্টার নিবেদিতা লেবংয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বোনের 'রায় ভিলা' ভবনে বসবাস করতেন, যা বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধীনে। যাইহোক, এই নামটি বিবেচনা করার জন্য সর্বস্তর থেকে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

উত্তরবঙ্গ বিমানবন্দর করা যেতে পারে

সম্প্রতি বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় দুই বছর সময় লাগবে। এখন নতুন চেহারার বিমানবন্দরের নামকরণের জন্য বহু প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে। প্রত্যেকেরই কিছু যুক্তি আছে। আমার মতে, বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম 'উত্তরবঙ্গ বিমানবন্দর' রাখা যেতে পারে।

ধ্রুব সরকার, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

চিলারায়ের স্মৃতিতে হলে ভালো হয়

অনেকেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন নাম হিসেবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পর্বতারোহী তেনজিং নোরগের নাম প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু একজন উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবে আমার মনে হয় বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম বিশ্ববীর চিলারায়ের নামে করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা তিনি ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন বিখ্যাত বীর। বিশেষত গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তক হিসেবে তিনি খ্যাত।

চিলারায় গোটা বিশ্বের কাছে শ্রেষ্ঠ বীরের মর্যাদা পেলেও তাঁর নিজের দেশ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেয়নি আজও। এমনকি উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসেও তিনি তেমন জায়গা পাননি বললেই চলে। তাই বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম চিলারায়ের নামেই করা হোক।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ক্ষুধা ও বেকারত্বের জ্বালা যখন ট্রেনের যাত্রী

বালুরঘাট, মালদা, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা-- সব স্টেশনেরই ছবিটা এখন এক। পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় নানা প্রশ্ন জোগায়।

সনাতন পাল

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগেই দলবেঁধে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেশ কিছু তরুণ বালুরঘাট স্টেশনে এসে হাজির। দেখে মনে মনে ভাবছি, 'এতগুলো ছেলে একসঙ্গে এভাবে কোথায় যাচ্ছে?' তারপরে ভাবলাম একটা বার জিজ্ঞেস করে দেখাই যাক। জিজ্ঞেস করতেই পাশ থেকে একজন বলল, 'দিল্লি যাচ্ছি।'

সবাই দিল্লি! কিন্তু কেন? শুনে একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমরা সবাই কাজের জন্য দিল্লি যাচ্ছি। এখানে কাজ নেই তো কী করব?' পাশের জন তো ছলছল চোখে বলেই ফেলল, 'ছোট বাচ্চাটা আমাকে ছেড়ে থাকতেই চায় না, আমারও না। কিন্তু কী করব? পেটের দায়ে যেতেই হবে।'

হেমন্তের সোনালি রোদ্দুরের মধুর ছোঁয়া আর ভোরের কুয়াশা মাখা উত্তরের হিমেল বাতাসের পরশ এবং পরিজনদের মায়া যেমন ওদের প্রিয়জনদের কাছে বেঁধে রাখতে পারেনি, তেমনি মাঠভরা সোনালি ধানের খেত ওদের ভরসা জোগাতে পারেনি। ক্ষুধার জ্বালা আর চাহিদার কাছে সবকিছুই হেরে গিয়েছে। তাই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। জীবিকার জন্যই মানুষ যেমন ঘর বাঁধে, সেই জীবিকার কারণেই ওরা ঘর ছেড়ে চলেছে হাজার হাজার মাইল দূরে। যেখানে নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে কান পাতলেও প্রিয়জনের কান্নার শব্দ শোনা যায় না-- হৃদয় দিয়ে শুনতে হয়। বালুরঘাট, মালদা, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা সহ উত্তরের সব স্টেশনেরই ছবিটা প্রায় এক।

ভারতীয় রেল জীবনরেখা নাম নিয়ে যাত্রী এবং মাল পরিবহণ শুরু করেছিল। কিন্তু এখন! উত্তরবঙ্গ থেকে বহন করছে মানুষের বুকভরা যন্ত্রণা, বেকারত্বের জ্বালা আর পরিজনের বাঁধন ছেঁড়ার হৃদয়বিদারক কষ্টটাও বহন করছে। এই জন্য সরকার বাহাদুরকে অন্তত একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার- যে তারা নিজভূমিতে কাজের বন্দোবস্ত করতে না পারলেও ক্ষুধা পরিবহণের জন্য সস্তায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করেছে। সেই সুযোগে উত্তরবঙ্গের গ্রামের অভাবী পরিবারের ছেলেপুলেরা মজুর থেকে শ্রমিক হতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে।

আগেও দেখেছি ভোরবেলায় এরা পতিরামে বাস ধরতে দাঁড়িয়ে থাকত। তবে সংখ্যায় অনেক কম ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটাও বাড়ছে। সঠিক তথ্য সরকারের কাছেও নেই। কেউ ওদের হিসাব রাখে না। গ্রাম থেকে স্টেশনে আসার রাস্তা আর ট্রেন দিয়েই হাততালি কুড়োতে ব্যস্ত। মাটির দিকে তাকালে বোঝা যায়- ভাবনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, আরও অনেক গভীরে গিয়ে ভাবা দরকার।

উত্তরবঙ্গের মানুষ আজও স্বপ্ন দেখি- এখানে কলকারখানা হবে, শিল্প হবে, কাঁটাতারের বাধা ছিন্ন করে দুই বাংলার মধ্যে বাণিজ্য হবে। ফলে বিপুল কর্মসংস্থান হবে। তখন হয়তো কুমারগঞ্জের আলতাফ, বিমান, অমরদের আর কাজের জন্য নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হবে না। তাদের পরিজনদেরও স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে অনেকটা দূরে মিলিয়ে যাবার পরে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরতে হবে না। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হবে।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৮৮

পাশাপাশি : ১। রিভলবার বা বন্দুকের শব্দ, তোপধ্বনি ৩। নিজের সন্তান, পুত্র ৫। লবণাক্ত স্বাদ বা এক ধরনের ফল ৬। শস্যবিশেষ, ভুট্টা ৮। বড় হরিণবিশেষ, মাছবিশেষ, পৌরাণিক অসুরবিশেষ ১০। বাচনিক, মৌখিক ১২। বড় পেরেক, মাছবিশেষ ১৪। মায়ের বাবা ১৫। বলবান ও সাহসী, রণকুশল ১৬। মোটা লাঠি।

উপর-নীচ : ১। যিনি নিন্দা ও আলস্যকে জয় করেছেন, শিব, অর্জুন ২। রমণীয়, অতি সুন্দর ৪। রজ্জু, দড়ি ৭। চাঁদ ৯। প্রতারক ১০। কথার ফাঁক, বাগাড়ম্বর ১১। মেঘের শব্দ বা শক্ত জিনিস চিবানোর শব্দ ৩। জহ্নুমুনির কন্যা, গঙ্গাদেবী।

সমাধান ■ ৩৯৮৭

পাশাপাশি : ১। গোলাম ৩। তড়পানো ৪। নিছক ৫। তড়বড় ৭। গদা ১০। দাদি ১২। কারাগার ১৪। বালাই ১৫। মতবাদ ১৬। তিমির।

উপর-নীচ : ১। গোলযোগ ২। মনিব ৩। তকতক ৬। বরদা ৮। দায়রা ৯। বরবাদ ১১। দিলদার ১৩। বাইতি।

বিন্দুবিসর্গ

মণিপুরে আরও ছয় থানায় আফস্পা

জঙ্গিহানায় ভস্মীভূত পণ্যবাহী ট্রাক। মণিপুরের জিরিবাম জেলায়।

ইম্ফল, ১৪ নভেম্বর : জাতিগত হিংসা-মৃত্যুর ঘটনায় রাশ টানতে মণিপুরের বেশ কয়েকটি এলাকাকে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা)-এর আওতায় নিয়ে এল কেন্দ্র। সোমবার জিরিবাম জেলায় কুকি জঙ্গিরা একটি থানা ও সিআরপিএফের শিবির আক্রমণ করেছিল। আধাসেনার সঙ্গে সংঘর্ষে ১১ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন এক নিরাপত্তাকর্মী। ওই ঘটনার পর মণিপুরে হামলা-পালটা হামলার তীব্রতা বেড়েছে। মেইতেই ও কুকি দুই জনগোষ্ঠী একে অন্যের বিরুদ্ধে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ এনেছে। গত ৩ দিনে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। মহিলা ও শিশু সহ নিখোঁজ ৬।

মঙ্গলবারই মণিপুরে বাড়তি ২০ কোম্পানি সিআরপিএফ পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের একাংশে নতুন করে আফস্পা জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। জিরিবাম ছাড়াও আফস্পার আওতায় এসেছে ইম্ফল পশ্চিম জেলার সেকমাই এবং লামসাং, ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই, জিরিবাম জেলার জিরিবাম, কাংপোকপির লেইমাখং এবং বিষ্ণুপুরের মইরাং এলাকা। এতদিন ইম্ফল, বিষ্ণুপুর, জিরিবাম ও লামফেলের ১৯টি থানা আফস্পার বাইরে ছিল। এবার সেগুলির মধ্যে ৬টি থানা এলাকায় আফস্পা জারি করা হল। বর্তমানে ১৩টি থানা এলাকা বাদে গোটা মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত আফস্পার আওতায় থাকা ৬টি থানা এলাকাগুলিকে ‘উপদ্রুত অঞ্চল’ হিসাবে গণ্য করা হবে। বৃহস্পতিবার জিরিবাম ও চূড়াচাঁদপুরে তল্লাশি চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী একটি ২ ইঞ্চির মর্টার, একটি রাইফেল, একটি ৯ এমএম পিস্তল, ২টি স্বল্পপাল্লার স্থানীয়ভাবে তৈরি কামান এবং ২টি দূরপাল্লার স্থানীয়ভাবে তৈরি কামান সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।

গত ৭ নভেম্বর জিরিবাম জেলায় একটি পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ৩ সন্তানের মা ওই মহিলার ওপর অকথ্য অত্যাচারের ইঙ্গিত মিলেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ভাঙা হাড় সহ মৃতার দেহে ৮টি গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ডমিনিকার সর্বোচ্চ সম্মান প্রধানমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : কমনওয়েলথ অফ ডমিনিকার সর্বোচ্চ সম্মান ডমিনিকা অ্যাওয়ার্ড অফ অনার পেতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনাকালে ডমিনিকাকে ভারতের তরফে সহায়তা এবং দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার ব্যাপারে মোদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এই সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডমিনিকা সরকার। ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত গুয়ানার জর্জটাউনে ক্যারিকম সামিট বসতে চলেছে। সেখানেই মোদির হাতে ওই সম্মান তুলে দেবেন ডমিনিকার প্রেসিডেন্ট সিলভ্যানি বার্টন।

ডমিনিকার প্রধানমন্ত্রী রুজভেল্ট স্কেরিকের কার্যালয়ের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডমিনিকাকে ৭০ হাজার ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোভিড টিকা দিয়েছিলেন। এটি একটি মহতী উপহার যা ডমিনিকা তার ক্যারিবীয় প্রতিবেশীদের পাঠিয়ে সাহায্য করেছিল। মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে ডমিনিকার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডমিনিকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইটি সহ সব ক্ষেত্রে ভারত যেভাবে ভরসা জুগিয়েছে তার স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হবে।

এর আগে গত জুলাই মাসে রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ‘অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রিউ’ পেয়েছিলেন মোদি। তার আগে ভুটানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘অর্ডার অফ দ্য ড্রাগন কিং’ পান তিনি। গতবছর ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লিজিয়ন অফ অনার পেয়েছিলেন মোদি। এই নিয়ে ১৬টি দেশের নাগরিক সম্মান পেয়েছেন তিনি।

সংবিধান পড়েননি মোদি, তোপ রাগার

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : বিজেপি-আরএসএস ভারতের সংবিধানের ওপর আঘাত হানছে বলে বারবার অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতার তোপ, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কখনও ভারতের সংবিধান পড়েননি। তাই তাঁর কাছে সংবিধান নিছকই একটি লাল বই ছাড়া আর কিছুই নয়।’ বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নান্দুরবরে

> মোদিজি এই বইটি শূন্য নয়। এতে ভারতের আত্মা এবং জ্ঞান আছে। বিরসা মুন্ডা, বুদ্ধ, মহাত্মা ফুলে, ড. বিআর আম্বেদকর, মহাত্মা গান্ধির মতো জাতীয় মনীষীদের আদর্শ রয়েছে। আপনি যদি এই বইটিকে খালি বলেন তাহলে আপনি এই মহান মানুষজনকে অপমান করছেন।
>
> **রাহুল গান্ধি**

একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেন রাহুল। এর আগে তাঁর হাতে থাকা লাল রংয়ের ভারতের সংবিধান বই থাকা নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছিল বিজেপি।

এদিনের বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গে নিজের হাতের সংবিধান বইটি তুলে দেখান রাহুল। বইটি দেখিয়ে রাহুল বলেন, ‘মোদি এই লাল বইটি ফাঁকা বলে জানিয়েছেন। বিজেপি এই বইটির লাল রং নিয়ে আপত্তি তুলেছে। কিন্তু বইটির রং নীল না লাল তা নিয়ে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা এই বইটি রক্ষা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। এর জন্য আমরা জীবনও দিতে পারি। আমার হাতে যে বইটি রয়েছে সেটি ফাঁকা বলে মনে করেন মোদি। কারণ, এর মধ্যে কী লেখা আছে সেটা উনি জীবনেও কখনও পড়ে দেখেননি। এর মধ্যে কী আছে সেই ব্যাপারেও ওঁর কোনও ধারণা নেই।’ রাহুলের সাফ কথা, ‘মোদিজি এই বইটি শূন্য নয়। এতে ভারতের আত্মা এবং জ্ঞান আছে। বিরসা মুন্ডা, বুদ্ধ, মহাত্মা ফুলে, ড. বিআর আম্বেদকর, মহাত্মা গান্ধির মতো জাতীয় মনীষীদের আদর্শ রয়েছে। আপনি যদি এই বইটিকে খালি বলেন তাহলে আপনি এই মহান মানুষদের অপমান করছেন।’

মহারাষ্ট্র থেকে বড় বড় শিল্পপ্রকল্প অন্যত্র চলে যাওয়া নিয়েও বিজেপি এবং রাজ্যের মহাযুতি সরকারকে বিঁধেছেন রাহুল। তাঁর অভিযোগ, প্রকল্পগুলি হাতছাড়া হওয়ায় মহারাষ্ট্র থেকে পাঁচ লক্ষ চাকরি চলে গিয়েছে। এদিন কংগ্রেস সভাপতি মহারাষ্ট্রের জন্য ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলি সম্পর্কে দাবি করেন, ‘আমরা যে কাজগুলি করতে পারব শুধুমাত্র সেগুলিরই ঘোষণা করেছি। ইউপিএ সরকার যখন, মনরেগা এনেছিল তখন সবাই আমাদের নিয়ে মজা করেছিল।’

প্রচারের ফাঁকে বাসযাত্রীর সঙ্গে রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেরে।

এফআইআর বেশি বিজেপি শাসিত রাজ্যে, কম বাংলায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : ভারতীয় ন্যায়সংহিতা চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে এফআইআর দায়ের হওয়া সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে সংসদের স্থায়ী কমিটিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে। মঙ্গলবার স্থায়ী কমিটিকে দেওয়া কেন্দ্রের ওই প্রেজেন্টেশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে এফআইআর দায়েরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

উত্তরপ্রদেশে এখনও পর্যন্ত ১,৫৫,৬৪৮টি এফআইআর দায়ের হয়েছে, যা সর্বাধিক। বামশাসিত কেরলে ন্যায়সংহিতার অধীনে দায়ের এফআইআরের সংখ্যা ১,১৯,৪৩৭। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র (১,১৭,৮৩৩টি) এবং মধ্যপ্রদেশ (১,০২,০৪৬টি)। দিল্লিতে ন্যায়সংহিতার অধীনে ১,০০,৮৯১টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। রাজধানী শহর এলাকা হওয়ায় দিল্লির আইনশৃঙ্খলা তথা পুলিশ বিভাগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে রয়েছে।

তবে বিহারে বিজেপি এবং জেডিইউ জোট সরকার থাকা সত্ত্বেও এফআইআরের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট

সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। নীতীশ কুমারের রাজ্যে ন্যায়সংহিতার অধীনে ৭১,৯২৩টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা আরও কম। ৬৬,০৩২টি। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার অধীনে দেশে মোট ১২,১২,২৬৯টি এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, বিজেপিশাসিত ‘ডাবল ইঞ্জিন’ রাজ্যগুলির কয়েকটিতে অপরাধের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। বাংলার বিজেপি নেতাদের একাধিকবার রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলতে দেখা গিয়েছে। বঙ্গ বিজেপি নেতারা বারবার দাবি করেছেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। যদিও কেন্দ্রের রিপোর্টেই জানানো হয়েছে, শাসক জোটের প্রধান শরিক দল যে সমস্ত রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে অপরাধের সংখ্যা বেশি।

বিধায়কের জামিন

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড মামলায় জামিন পেলেন আপের বিধায়ক আমানাতুল্লা খান। ইডি তাঁর বিরুদ্ধে যে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছিল সেটি খারিজ করে দিয়েছে বিশেষ বিচারক জিতেন্দ্র সিং। ১ লক্ষ টাকার বন্ডে আপ বিধায়কের জামিন মঞ্জুর করেন তিনি। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের ৩৬ কোটি টাকার জমি দুর্নীতির মামলায় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে আপ বিধায়ক আমানাতুল্লা খানকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পরে ওয়াকফ বোর্ডে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের মামলাতেও তাঁর নাম যুক্ত হয়। ইডি ২৯ অক্টোবর ১১০ পাতার প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছিল।

তথ্য তালাশ

ঐতিহ্যবাহী দেশ

ঐতিহ্যই বহন করে দেশের পরিচিতি। ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি জড় পদার্থই হয়ে ওঠে দেশের গর্ব। সেসব দেখতে যেমন ভিড় করেন সেদেশের মানুষজন, তেমনই আসেন বিদেশি পর্যটকরাও। এক্ষেত্রে এগিয়ে ভ্যাটিকান সিটির দেশ। পিছিয়ে নেই মোদের দেশ ভারতও। রইল তালিকা...

১. ইতালি : ৫৯
২. চিন : ৫৭
৩. জার্মানি : ৫২
৪. ফ্রান্স : ৫২
৬. ভারত : ৪২

ভারত থেকে হাসিনার বিবৃতিতে রুষ্ট বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৪ নভেম্বর : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে কেটে গিয়েছে তিনমাসেরও বেশি সময়। বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই নিরাপদ আশ্রয় থেকেই লাগাতার যে সমস্ত রাজনৈতিক বক্তব্য এবং বিবৃতি তিনি দিচ্ছেন, তাতে ক্ষুব্ধ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। বিষয়টি তারা ভালো চোখে দেখছে না বলে নয়াদিল্লিকে ইতিমধ্যে জানিয়েও দিয়েছে ঢাকা। বাংলাদেশ মনে করে, দুই দেশের ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্বার্থে শেখ হাসিনাকে এই ধরনের বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা উচিত ভারতের।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র তৌফিক হাসান বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার এবং ভারত সরকারকে শেখ হাসিনার দেশবিরোধী মন্তব্য করার বিষয়টি বারবার জানিয়েছি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গণ অভ্যুত্থানের সময় ভারতে চলে যাওয়ার পর সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেভাবে রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তব্য দিয়েছেন, সেটা বাংলাদেশ সরকার ভালোভাবে দেখছে না। আমাদের দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জন্যও এই ধরনের বক্তব্য প্রদান করা থেকে শেখ হাসিনাকে বিরত রাখা দরকার।’ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোলের কাছে আর্জিও জানিয়েছে ঢাকা। এবার তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্যও ভারতের ওপর কূটনৈতিক স্তরে চাপ দেওয়ার চেষ্টাও করছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

গত ১০০ দিন ধরে শেখ হাসিনা নয়াদিল্লির একটি উচ্চ সুরক্ষাবলয়ে ঘেরা বাংলোয় রয়েছেন। ভারত আগেই জানিয়ে দিয়েছে, শেখ হাসিনা যতদিন খুশি নয়াদিল্লিতে থাকতে পারবেন। হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে আগেও ছিলেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত দিল্লির পান্ডারা রোডে নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। সূত্রের খবর, দিল্লির যে সেফ হাউসে শেখ হাসিনা বর্তমানে রয়েছেন তার নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে এনএসজি। এদিকে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ভারতের কিছু বলার দরকার নেই। সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশেরই নাগরিক।’

> প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গণ অভ্যুত্থানের সময় ভারতে চলে যাওয়ার পর সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেভাবে রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তব্য দিয়েছেন, সেটা বাংলাদেশ সরকার ভালোভাবে দেখছে না।
>
> **তৌফিক হাসান**
> *বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র*

নেহরু স্মরণে রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : দশবছরে এই প্রথমবার মোদি সরকারের কোনও মন্ত্রী সংসদের সেন্ট্রাল হলে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানে হাজির থাকলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ

সিং বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সেখানে হাজির ছিলেন জয়রাম রমেশ, কেসি বেণুগোপালের মতো কংগ্রেস নেতারাও। ছিলেন তৃণমূলের ডেরেক ও’ব্রায়েন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রথমবার নেহরুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিংয়ের মতো একজন শীর্ষস্তরের মন্ত্রীকে হাজির থাকার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে নেহরুকে ‘ভারতের জহর’ বলে আখ্যা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় নেহরুর ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী। শিশুদিবস হিসেবে এই দিনটি পালন করা হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

শিশু দিবসে চাচা নেহরুর মোমের মূর্তির দিকে চেয়ে রয়েছে খুদেরা। বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরমে।

মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর : যোগকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিয়ে আসার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে যিনি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভুত সেই হিন্দু-মার্কিন তুলসী গাবার্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাপ্রধান হতে চলেছেন। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের ভার তুলসীর ওপর ন্যাস্ত করেছেন। বুধবার তা ঘোষণা করে জানানো হয়েছে। এভিল হেইন্সের স্থলাভিষিক্ত হবেন তুলসী। এদিকে, গতকাল হোয়াইট হাউসে ভাবী প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। বিদায়ি ও হবু প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠক হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে মনোনীত হওয়ায় পদাধিকার বলে আমেরিকার ১৮টি গুপ্তচর সংস্থার পরিচালনাও থাকবে তুলসীর হাতে। একসময়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে থাকলেও ২০২২ সাল থেকে তিনি রিপাবলিকান দলে। তুলসী চলতি বছরের গোড়া থেকেই ট্রাম্পের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন। এবার তার পুরস্কার পেলেন।

তুলসী গাবার্ড সম্পর্কে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তুলসীর মধ্যে ভয় বলে কিছু নেই। তাঁর নির্ভিকতা ও বর্ণময় কর্মজীবন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগকে সমৃদ্ধ করবে।

তুলসী হাওয়াইয়ে বড় হয়েছেন। ১৯৮১ সালে তাঁর জন্ম আমেরিকার সামোয়ার লেলোআলোতে। শাকাহারি তুলসী। তাঁর মা হিন্দু। বাড়িতে হিন্দুয়ানার চল। কংগ্রেসে প্রথম হিন্দু এমপি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ভগবদগীতায় হাত রেখে।

উৎসস্থলেই দূষিত গঙ্গা

দেরাদুন, ১৪ নভেম্বর : উৎস থেকে গঙ্গা যত অববাহিকার দিকে গড়িয়েছে, ততই দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এখন উৎসস্থলেই দূষণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। উত্তরাখণ্ড সরকারের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। মূলত নর্দমার জলেই এই দূষণ বাড়ছে।

জাতীয় পরিবেশ আদালতে উত্তরাখণ্ড সরকার জানিয়েছে, নিকাশি জলশোধন কেন্দ্রের বর্জ্য জল গঙ্গায় পড়ায় এই দূষণ ছড়াচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে গঙ্গা দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের ওপর একটি মামলার শুনানিতে এই কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের হলফনামা অনুসারে দিনে ১০ লক্ষ লিটার জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাতে সর্বাধিক ফেকাল কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া রয়েছে ৫৪০/১০০ এমএল। এই ব্যাকটিরিয়া মানুষ ও পশুর মলমূত্র থেকে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মানদণ্ড অনুযায়ী খোলা জায়গায় এই মান হওয়া উচিত ৫০০/১০০। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিস্তৃত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিক্ষোভে পিছু হটল যোগী সরকার

লখনউ, ১৪ নভেম্বর : চাকরিপ্রার্থীদের তীব্র বিক্ষোভের জেরে পিছু হটতে বাধ্য হল উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিপিএসসি) চাকরিপ্রার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে জানিয়েছে, একদিনেই প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস বা পিসিএস পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রয়াগরাজে নিয়োগপ্রার্থীদের তুমুল বিক্ষোভের কারণেই পিএসসি পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে ঠিক হয়েছিল, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর পিসিএস পরীক্ষা নেওয়া হবে। আরও-এআরও প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর তিনটি শিফটে করার কথা বলা হয়েছিল। আপাতত এই পরীক্ষাগুলি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন কড়া নিরাপত্তায় প্রয়াগরাজে পড়ুয়াদের সামনে হাজির হয়ে নতুন ঘোষণা করেন পিএসসির সচিব অশোক কুমার।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও প্রয়াগরাজে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কমিশনকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বলেন তিনি। তবে নতুন সিদ্ধান্ত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ হতাশ। এদিকে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেছেন, ‘যাঁরা এক দেশ, এক ভোটের কথা বলে তাঁরা একদিনে পরীক্ষা নিতে পারছেন না।’

চেন্নাইয়ে ফের আক্রান্ত চিকিৎসক

চেন্নাই, ১৪ নভেম্বর : ক্যানসার আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসায় ক্ষুব্ধ ছেলের চিকিৎসককে ছুরির কোপ। গুরুতর আহত চিকিৎসক আইসিইউয়ে ভর্তি। চেন্নাইয়ের সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে আক্রান্ত হলেন আরও এক চিকিৎসক। এবার আক্রমণকারী একজন রোগী। ঘটনাস্থল সেই চেন্নাই। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটা ২টি ঘটনায় তামিলনাড়ুতে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে

গ্রেপ্তার মনোরোগী

গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগী দেখছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হরিহরণ। সেইসময় আচমকা উত্তেজিত হয়ে পড়েন এক রোগী। ঝাঁপিয়ে পড়েন চিকিৎসকের ওপর। হরিহরণকে মার খেতে দেখে দৌড়ে আসেন হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা। রোগীকে বাগে আনতে হিমসিম খেতে হয় তাঁদের। পরে ওই রোগীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে।

হাসপাতালের একটি সূত্র জানিয়েছে, ভরত নামে ওই রোগী কয়েকমাস ধরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসছিলেন। বুধবারও বহির্বিভাগে এসেছিলেন তিনি। হরিহরণের আঘাত গুরুতর নয়। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

শিশুর চোখে ভুল অস্ত্রোপচার, তদন্ত

লখনউ, ১৪ নভেম্বর : সাত বছরের শিশুর বাম চোখে অস্ত্রোপচারের কথা। হল ডান চোখে। উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডার এক নামী হাসপাতালে মঙ্গলবার এই ভুল অস্ত্রোপচার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। চিকিৎসকের লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানিয়েছেন শিশুর বাবা। পরিজনেরা গৌতম বুদ্ধ নগরের মুখ্য মেডিকেল অফিসারের কাছে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুর বাবা নীতিন ভাতি জানিয়েছেন, তাঁর ছেলের বাম চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে থাকায় তিনি ছেলেকে আনন্দ স্পেকট্রাম হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তার আনন্দ ভার্মা বলেছিলেন, শিশুর বাঁ চোখে প্লাস্টিকের মতো কিছু রয়েছে, অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেজন্য ৪৫ হাজার টাকা পড়বে। নির্দিষ্ট দিনে অস্ত্রোপচারের পর সন্তান বাড়িতে এলে মায়ের চোখ কপালে ওঠে। ভুল চোখে যে অস্ত্রোপচার হয়েছে তা প্রথম তাঁর নজরে পড়ে।

মহিলা পুলিশের বাড়তি ছুটি

ইটানগর, ১৪ নভেম্বর : ওড়িশার পর অরুণাচলপ্রদেশ। পেমা খান্ডু সরকার ঋতুকালীন সমস্যা মেটাতে মহিলা পুলিশকর্মীদের জন্য প্রতিমাসে একদিন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করেছে। এই ছুটি ঋতুচক্রের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে নিতে পারবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এই ছুটি মাসে একদিনই পাওয়া যাবে।পুলিশ প্রশাসনের আশা, এর ফলে মহিলা পুলিশকর্মীরা কাজে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

নির্দল প্রার্থীর গ্রেপ্তার ঘিরে মরুঝড়

জয়পুর, ১৪ নভেম্বর : তিনি নির্দল প্রার্থী। শাসক বিজেপি বা বিরোধী কংগ্রেসের ব্যানারও তাঁর নামের পাশে নেই। তবুও ওই নির্দল প্রার্থী নরেশ মীনাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে রীতিমতো ‘মরুঝড়’-এর সম্মুখীন হতে হল রাজস্থানের পুলিশ-প্রশাসনকে। ওই প্রভাবশালী নেতার মারমুখী সমর্থকদের রোষ থেকে বাঁচতে শেষপর্যন্ত পালটা বলপ্রয়োগের রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে পুলিশকে। বুধবার টঙ্ক জেলার দেওলি-উনিয়ারা আসনে উপনির্বাচন চলাকালীন একটি বুথের বাইরে নির্বাচনি আধিকারিক এসডিএম অমিত চৌধুরীকে ঠাসিয়ে চড় মেরেছিলেন নরেশ। ওই কাণ্ড ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল। বিক্ষুব্ধ এই কংগ্রেস নেতা আগেও একাধিক বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন। টিকিট না পাওয়ায় তিনি কংগ্রেসও ছেড়েছিলেন দুবার।

কর্তব্যরত নির্বাচনি আধিকারিককে শারীরিকভাবে নিগ্রহ

রাজস্থানে ভোটের দিন এসডিএম-কে চড়

করার অভিযোগে বুধবার রাতেই সামরাবাটা গ্রামে নরেশকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের বাধার মুখে শেষমেশ ফিরে আসতে হয়েছিল পুলিশকে। সমর্থকরা তাণ্ডব চালান গোটা গ্রামে। ২৪টি বড় গাড়ি এবং ৪৮টি মোটরবাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। নরেশের সমর্থকদের রুখতে বৃহস্পতিবার ভোরে গ্রামে ঢোকে রণসজ্জায় সজ্জিত এসটিএফের বিশাল বাহিনী। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন গুণধর নির্দল প্রার্থী। নেতার গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন তাঁর সমর্থকরা। পুলিশকে বাধা দিতে রাস্তার ওপর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় টায়ার। কিন্তু তাতে নরেশ মীনার গ্রেপ্তারি আটকানো যায়নি। জানা গিয়েছে, তাঁর নামে ২৩টি মামলা চলছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আজমের রেঞ্জের আইজি ওম প্রকাশ জানিয়েছেন, হিংসার অভিযোগে অন্তত ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মীনা এদিন গ্রেপ্তার হওয়ার আগেও বলেছিলেন, ‘আমি আত্মসমর্পণ করব না।’ পুলিশকে ঘিরে ফেলে রাস্তা অবরোধ করার নির্দেশও দেন সমর্থকদের। মীনা বলেছেন, ‘এসডিএম ভুল কাজ করেছেন। তাই আমি ওঁকে চড় মেরেছি।’

ভাবের ভাষা হয়ে উঠুক কাজের ভাষা

ডঃ বঙ্গজ মণ্ডল
সহকারী শিক্ষক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার

'হাতের কাছে যাহা থাকে, যাহাকে লইয়া অহরহ কারবার করিতে হয়, তাহার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় না।'

('ভাষার অত্যাচার'-সুকুমার রায়)

এটা একটা অসুখ। রাতারাতি সেরে ওঠার উপায় নেই। এ রোগ বাংলা ভাষার। দীর্ঘকালের। অধিকাংশ মানুষ মাতৃভাষায় বাচনে-ভাষণে যতটা সাবলীল, লেখায়-সাহিত্য সমাবেশে ততটা নয়। অথচ, রাজ্যের বেশিরভাগ স্কুলের পঠনপাঠন বাংলায়। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি বাদে সমস্ত বিষয় বাংলায় পড়ালেখা হয়। স্বাভাবিকভাবে সেই ভাষায় গতিশীল হয়ে ওঠার কথা। বাস্তবে যদিও তা হয়নি।

আধুনিক শিক্ষা শিষ্যকেন্দ্রিক। পড়ুয়ার সুবিধা-অসুবিধা বুঝে নিতে হবে শিক্ষকদের। তাদের কাছে ভালোবাসার মাধ্যমে পৌঁছাতে হয়। যার পোশাকি নাম 'পিকক মডেল'। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর 'প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন' (Formative Evaluation) ও 'পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন' (Summative Evaluation)-এর মাধ্যমে পাঠকালীন মান নির্ণয় হয়। 'পরীক্ষার্থী' হিসেবে কতটা শক্তপোক্ত হতে পেরেছে, দেখা হয়। মূল্যায়নে যাতে ভালো নম্বর পায়, সেদিকে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশ থাকে। সর্বভারতীয় বোর্ড ও অন্য রাজ্যের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে এই সরলীকরণ।

ফলে, 'পরীক্ষার্থী' হিসেবে ছাত্ররা এখন বেশি নম্বর পায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, 'শিক্ষার্থী' হিসেবে তারা কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারছে। শিক্ষাবিজ্ঞান মতে, বাবলিং-কুইং পিরিয়ড বা বকবককালীন (১১/২-২ বছর) একজন শিশু প্রায় ৬০০০ শব্দ জানে, কিন্তু বলতে পারে না। বলে দিলে দেখিয়ে দেয়। একইরকমভাবে ৬ বছর বা তার বেশি সময়ে বাংলায় লিখতে-পড়তে যতটা পারুক না কেন, অনেক কথা সে বলতে পারে। এই কথা বলাটা শেখে পরিবারে। পরিবেশে। এখানেই তফাত তৈরি হয়। যে পরিবার সচেতন, সেই পরিবারের শিশুর কথ্যভাষা বা বোল অনেকটা গোছানো। আর যেসব শিশু অসচেতন পরিবারে বেড়ে ওঠে, তাদের কথা বা লেখার ভাষা- দুটোই ভুলে ভরা থাকে।

প্রথম দলের শিশুর বাংলা ভাষা, ভাবের সঙ্গে কাজের হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় দলের শিশু দুটোতেই পিছিয়ে পড়ে। ব্যতিক্রম হয় না, তেমন নয়। সেজন্য সরকারি স্কুলে লটারি সিস্টেমে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। অন্তত দ্বিতীয় দলের শিশু পরিবার থেকে না শিখুক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কিছু শিখে পরবর্তী প্রজন্ম সঠিকভাবে যেন গড়তে পারে।

মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র স্কুলবই থেকে বাংলা পাঠক্রমের ক্লাসভিত্তিক নির্বাচিত অংশ পড়লে একজন ভালো বাংলা লিখতে-পড়তে পারবে, তা নয়। ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। নাচ-গান-নাটক-সাহিত্য-সিনেমা-ভাস্কর্য, এমনকি খেলাধুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগ থাকা দরকার। এসবে সরাসরি অংশ নিতে না পারলেও দেখা বা শোনার মধ্য দিয়ে ধারণা তৈরি হয়। যা থেকে পড়ুয়ার মনে উন্নত রুচি-শুচি আসে। বাংলা ভাষা ও ভাবের সংগঠনে বড় ভূমিকা নেয়।

ছবি আঁকলে বুদ্ধি বাড়ে, হাতের লেখা ভালো হয়। গান আবেগের ভাষা। গাইলে বা শুনলে মনে কাব্যিক ভাব আসে। লোকসংগীত বা পল্লিগীতি তুলনায় বেশি মনোরম। ছোট থেকে আঞ্চলিক লোকগান শুনলে কোমল ভাব আসে। নাটক দেখলে বা তাতে অভিনয় করলে কথার ভিত শক্তপোক্ত হয়। খেলাধুলো করলে শরীর গঠনের পাশাপাশি জয়-পরাজয়ের 'জেদি ভাষা' শেখা যায়।

মায়ের সঙ্গে কথা যেন শব্দ গাঁথা ফুলের মালা। মায়ের ভাষার সঙ্গে শিশুর ভাষার একটা মিল থাকে। যে শিশু মায়ের সঙ্গে যত বেশি কথা বলবে, তত বলিষ্ঠ ভাষা শিখবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম পত্রপত্রিকা পড়া। রোজ সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস করো। সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ো। এতে ভাষায় দখল আসে। নতুন শব্দ শেখা যায়। একইসঙ্গে চারপাশে ঘটে চলা ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারবে।

যে কোনও জায়গা থেকে নতুন শব্দ শিখলে সেটা নির্দিষ্ট খাতায় লিখে রাখতে পারো। তারপর অভিধান বা ডিকশনারি খুলে সঠিক বানান দেখে মিলিয়ে নাও। পরে সেটার অর্থ, সমার্থক ও বিপরীত শব্দগুলো পাশাপাশি লিখে রাখো। সেগুলো মাঝেমধ্যে দেখলে মনে গেঁথে থাকে। সব শব্দ লিখে রাখা সম্ভব নয়, শুধু অপরিচিতগুলোর ক্ষেত্রে এই পন্থা ব্যবহার করা যায়। এছাড়া হাতের সামনে অভিধান রাখো। প্রয়োজনে বারবার খুলে দ্যাখো।

ভাষা গঠনের দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণ শেখায় জোর দিতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক শব্দতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বগুলো জানা জরুরি। এতসবের পর যদি বানান ভুল হয়ে যায়, তাহলে ভাষার ব্যবহার যতই ভালো হোক না কেন, তুমি সফল নও। সঠিক বানান গঠন করতে ধ্বনি-বর্ণ-অক্ষর-শব্দ-পদ-বাক্য জেনে পড়ালেখা জরুরি।

শিক্ষা দপ্তরের কাছে একটি প্রস্তাব, অন্তত পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে একটি করে 'আকাদেমি বানান অভিধান' দেওয়া হোক। তাহলে শিক্ষার্থীদের নতুন বা সঠিক বানান শেখার অভ্যাস তৈরি হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। সেখানে বহু ভুল বাংলা ব্যবহার হচ্ছে। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, মিশ্রভাষার আধিক্য, বিশেষত ইংরেজি ও হিন্দির প্রভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমছে। 'কাজের ভাষা' হিসেবে ইংরেজি, হিন্দি এগিয়ে যাওয়া একটা বড় কারণ। অধিকাংশ অভিভাবক নিজের সন্তানকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন, বাংলা না শিখলেও চলবে। ইংরেজিতে পাকাপোক্ত হওয়া জরুরি। অথচ এটা তাঁদের বোঝা উচিত, মাতৃভাষায় দুর্বল হওয়া মোটেই গর্বের নয়। যে যত ভাষা জানবে, সে তত এগিয়ে থাকবে প্রতিক্ষেত্রে।

অভিভাবক-শিক্ষক-সমাজের মিলিত প্রচেষ্টায় পড়ুয়ারা সঠিক বাংলা শিখতে আগ্রহী হবে নিশ্চয়ই।

'সব ভাষার মধ্যে একটি দানব আছে। তার কাজ হল ভাষার ভেতরে থেকে তাকে তছনছ করা, ভাষার ভেতরের ও বাইরের রূপ বদলে দেওয়া।' (ভাষার মানচিত্র-হাসান আজিজুল হক)

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। এই দানব বাইরের নয়, ঘরের। একে প্রতিহত করতে হবে। নয়তো যে সব শব্দ অভিধান থেকে কলমে উঠে এসে প্রতিকারের কথা বলে, মুখের কথায় ব্যবহার, রোজকার কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কথা বলে, সেগুলো পাতাতেই সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে। পাঠক্রমের সাহিত্য পাঠ্যবইয়ে থেকে যাবে। সম্প্রতি 'ধ্রুপদি ভাষা'র মর্যাদা পাওয়া বাংলা ভাষা, শুধু অতীত ইতিহাস ও কৌলীন্যে 'ধ্রুপদি'-ই থাকবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।। ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মন ভরল দর্শকদের। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের চলতি বছরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় দীনবন্ধু মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক পরিবেশন করে ছাত্রীরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি সার্কেল) অম্বরীশ ভট্টাচার্য। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিতা ঘোষ বলেন, 'দুই মাস ধরে শিক্ষকরা এই অনুষ্ঠানের জন্য পড়ুয়াদের প্রস্তুত করিয়েছেন। তাঁদের সবার মিলিত উদ্যোগেই এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব হয়েছে।'

পড়ুয়া টানতে শিশু দিবসে বড় আয়োজন

রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ

পূর্ব চকোয়াখেতি প্রাথমিক বিদ্যালয়

অভিজিৎ ঘোষ

বড় মঞ্চের সামনে বসার জায়গা ভর্তি কানায় কানায়। মাইকে বাজছে রবীন্দ্রসংগীত। মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করছে এক খুদে। সারাদিনের অনুষ্ঠানে ছোটদের আবৃত্তি, নাচ, গানের অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন অভিভাবক সহ এলাকার সাধারণ মানুষও। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতায় আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের পাশে মাঠে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ। পড়ুয়াদের মধ্যে পাপিয়া রায়, বিবেক বৈদ্যরা এদিন নাচ পরিবেশন করেছে। প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে রূপাঞ্জনা দে'র গান। আবৃত্তি করেছে রাজদীপ দাসরা।

বৃহস্পতিবার শিশু দিবসে এত বড় আয়োজন শেষ কবে এখানে হয়েছিল, মনে করতে পারছেন না স্থানীয়রা। সরকারি স্কুলে এমন অনুষ্ঠান সচরাচর চোখেও পড়ে না। একসময় ওই এলাকার একমাত্র প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় ছিল এটা। তবে কয়েকবছরে আশপাশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে। সরকারি অনুদানের ওপর ভরসা করে চলা রবীন্দ্র প্রাথমিকের পক্ষে বেসরকারি ধাঁচের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। যার ফলে পড়ুয়া সংখ্যা কমেছে একটু একটু করে। বর্তমানে সংখ্যাটি ৪৭।

নতুন বছরে সাধ্যমতো খামতি মিটিয়ে আরও বেশি সংখ্যায় পড়ুয়া টানতে বিশেষ পরিকল্পনা করেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যার অঙ্গ, শিশু দিবসে বড় আকারে অনুষ্ঠানের আয়োজন। শুধুমাত্র পঠনপাঠন নয়, শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সংস্কৃতিচর্চাও প্রয়োজন, মনে করে কর্তৃপক্ষ। অঘোষিত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে 'অভিনবত্ব'-এর ছোঁয়া লাগাতে চাইছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের দাবি, এভাবে অভিভাবকদের নজরকাড়া সহজ হয়। আলিপুরদুয়ার শহরে কিছু সরকারি এবং সরকার পোষিত প্রাথমিক স্কুল এভাবে সাফল্যের মুখ দেখেছে। গ্রামের স্কুলগুলো একই রাস্তায় হাঁটতে চাইছে।

রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক রাসবিহারী সরকার বলছিলেন, 'বর্তমানে আমাদের প্রথম লক্ষ্য, পড়ুয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেজন্য নতুন বছরে ভর্তির জন্য বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার সাঁটা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। আশা করছি, অভিভাবকরা সাড়া দেবেন।' সরকারি স্কুলে কী কী পরিষেবা পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। এরই সঙ্গে বর্তমান পড়ুয়াদের স্বার্থে পঠনপাঠনের মান উন্নয়নে জোর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের শিক্ষিকা প্রিয়াংকা সেন জানালেন, নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি এধরনের অনুষ্ঠান এবং যোগ, আঁকা ও জিকে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আলাদাভাবে। পড়ুয়াদের মনোরঞ্জনের জন্য বছরে একবার বনভোজনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

একই লক্ষ্য নিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব চকোয়াখেতি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চিলাপাতা ও উত্তর চকোয়াখেতির মতো জনজাতি অধ্যুষিত স্কুলটিতে কয়েকদিন আগে পড়ুয়া ছিল ৬৫ জন। তবে নতুন শিক্ষাবর্ষে সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। আগ্রহ দেখাচ্ছেন অভিভাবকরা।

শিশু দিবসে এদিন চারটি আলাদা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্কুলটি। নাচ, গান পরিবেশনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সমাজকে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া। প্রধান শিক্ষক কালিদাস সরকারের কথায়, 'এখানে বাচ্চাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে, সেটা মেলে ধরার সুযোগ দিতে চাই আমরা। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ওরা দ্রুত শিখছে। স্কুলের পরিবেশ কেমন, অভিভাবকদের কাছে সেই বার্তা দিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়। বাচ্চারা বিভিন্ন ইস্যুতে বড়দের সচেতন করেছে।'

খুদেরা মনীষী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাজে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল এদিন। এছাড়া পুলিশ, চিকিৎসকের মতো বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত সাজে দেখা গিয়েছিল কয়েকজন। আরোহিতা ওরাওঁ নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী শিক্ষিকা সেজে স্কুলের ভূমিকা কী, সেখানে কী কী হয়, কেন বাচ্চাদের স্কুলে আসতে হয়- সেসব নিয়ে গ্রামবাসীকে সচেতন করে। মহিমা ওরাওঁ পুলিশ, কবির চিকবড়াইক চিকিৎসকের সাজে সচেতনতার বার্তা দিয়েছে এলাকাবাসীকে। স্কুলগুলোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। অংশ নিয়ে খুশি খুদে পড়ুয়ারাও।

আনন্দ পরিসরে আবৃত্তি, কুইজ

গৌতম দাস

লাগাতার ক্লাস করতে করতে যাতে একঘেয়েমি না আসে, তাই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে তুফানগঞ্জের ধলডাবরি ২ নম্বর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়। পড়ুয়াদের সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে 'আনন্দ পরিসর' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই প্রতিষ্ঠানে। শনিবার সকাল ১১টা থেকে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। কেউ নাচ, কেউ কবিতা পাঠ, আবার কেউ মনীষীদের জীবনযাপন নিয়ে আলোচনা করে সেখানে। বাকিরা দর্শকাসনে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করে।

পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে প্রশ্ন বেছে নিয়ে হয় কুইজ। এই আয়োজন পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে আগ্রহী করে তোলে বলে মনে করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রথম শ্রেণির লোকনাথ সাহা বলছিল, 'পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন করে আনন্দ পরিসর অনুষ্ঠান হওয়ায় আমরা ভীষণ খুশি।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৬৭ সালে গড়ে ওঠে ধলডাবরি ২ নম্বর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ১২১। শিক্ষক রয়েছেন চারজন। পড়ুয়াদের সুঅভ্যাস তৈরি, সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছে স্কুলটি। স্কুল শুরুর আগে নিয়মিত পড়ুয়ারা চারপাশ সাফাই করে। তারপর জাতীয় সংগীত গাওয়া শেষে ঘোষণা করা হয় দিন পরিচিতি। পরবর্তী ধাপে খুদেরা মহাপুরুষদের বাণী পাঠ করে। সবশেষে শুরু হয় পঠনপাঠন।

পঞ্চম শ্রেণির আবদুল মোতালেবের কথায়, 'আনন্দ পরিসর সত্যিই আমাদের আনন্দ দেয়।' দ্বিতীয় শ্রেণির অনুপ সাহা জানাল, এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভয় কেটেছে অনেকটা।

প্রধান শিক্ষক মৃণালকান্তি সাহা বলেছেন, 'পড়ুয়াদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এক বছর ধরে প্রতি শনিবার এই অনুষ্ঠান করছি। অভিভাবকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া মিলেছে। আনন্দ পরিসরের দিন উপস্থিতির হার বাকিদের তুলনায় বেশি থাকে।' আগামীদিনে এই অনুষ্ঠান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ক্যাম্পাস উৎসব জমজমাট

দেবদর্শন চন্দ

মহাবিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় পড়ুয়াদের পরিবেশনা অধ্যাপকদের ফিরিয়ে দিল কলেজ জীবনের স্মৃতি। সেরা বিভাগের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তাঁরা ভাসলেন নস্টালজিয়ায়। দু'দিনব্যাপী ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিটের অনুষ্ঠান, অধ্যাপকদের অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা, শেষ দিনে স্নেহা মুখোপাধ্যায়ের সংগীতানুষ্ঠানে জমজমাট রইল কোচবিহারের ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ প্রাঙ্গণ। সিনিয়ারদের সঙ্গে আলাপচারিতা, সৌহার্দ্য বিনিময়, এক মঞ্চে অভিনয়- সবমিলিয়ে জমজমাট উৎসব উপভোগ করলেন পড়ুয়ারা। সোম এবং মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান দেখতে সকাল থেকেই পড়ুয়াদের ভিড় ছিল কলেজ ক্যাম্পাসে। দিন গড়িয়ে সন্ধে নামার পরেও তাঁদের উদ্দীপনায় কমতি চোখে পড়েনি।

এই কলেজের ক্যাম্পাস উৎসবের বিশেষ চমক ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিট। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ বিভাগের উৎসাহ, আবেগ ছিল পুরোদম। প্রস্তুতি চলেছে বেশ কয়েকদিন ধরে।

অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁরা কেউ দিয়েছেন সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা। কেউ বা দিলেন সম্প্রীতির বার্তা। পড়ুয়াদের পরিবেশনা দেখে আপ্লুত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা।

সোমবার ছিল ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের নবীনবরণ ও ক্যাম্পাস উৎসবের প্রথমদিন। গত বছরগুলির মতো এবারেও ক্যাম্পাস উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিটে অংশ নিয়েছিল ভূগোল, ইতিহাস, বাংলা, সংস্কৃত সহ বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা।

সেদিন দুপুরে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রফিকউজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন অন্য অধ্যাপকরাও।

বিভাগীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নিজেদের বিভাগের প্রতিটি সিমেস্টারের পড়ুয়ার সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা একটি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন। এরপর প্রায় ১০-১৫ দিনের মহড়া শেষে নৃত্যনাট্য কিংবা নাটক পরিবেশন করলেন। যাঁরা ডিপার্টমেন্টাল স্পিরিটে অংশ নেননি, তাঁরাও দর্শকাসনে বসে উপভোগের পাশাপাশি উৎসাহ দিলেন সহপাঠীদের।

মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ বিভাগীয় অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ হয়। প্রথম স্থান অধিকার করে সংস্কৃত বিভাগ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান যথাক্রমে ভূগোল ও বাংলা বিভাগ। সেরার শিরোপা জিতে উচ্ছ্বসিত সংস্কৃত বিভাগের পড়ুয়া থেকে অধ্যাপকরা।

সন্ধ্যায় বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে কলেজ পড়ুয়াদের পাশাপাশি ভিড় জমান সদ্য প্রাক্তনরা। ভূগোল বিভাগের পড়ুয়া শুভদীপ আইচের কথা, 'আমাদের বিভাগের তরফে সম্প্রীতির বার্তা দিতে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। বিভাগের সকলের পরিশ্রমে অনুষ্ঠান ভালোভাবে হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে সবাই একসঙ্গে বসে উপভোগ করেছি।'

একটুকু ছোঁয়া থাক রঙে রসে রাস হোক

কুমার মৃদুলনারায়ণ
কোচবিহার রাজপরিবারের প্রতিনিধি

ভারতের মেলাগুলির মধ্যে কোচবিহারের মদনমোহনের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে রাসমেলা অন্যতম বৃহত্তম এবং বহু পুরোনো। এই মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোচবিহার রাজবংশের সাড়ে চারশো বছরের অনেক স্মৃতি। সানাইয়ের সুর, জিলিপির গন্ধে আজও এই উৎসব মুখরিত। এই মেলা লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে মিলনমেলায় পরিণত। শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের বন্ধন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জয়গানে এই মেলা জাতীয় মেলা ও উৎসবের এবং ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়ার দাবিদার।

বিনোদনের সামগ্রী সেজে ওঠার অপেক্ষায়। বৃহস্পতিবার রাসমেলার মাঠে। ছবি : জয়দেব দাস

টমটমওয়ালা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বাইরে কেন

তবে প্রশ্ন থেকে যায়, প্রথাগতভাবে সব নিয়ম আচার মানা হলেও শুধুমাত্র রাজপরিবারের উত্তরসূরিদের (রাজগণ) পূজার্চনা থেকে বাইরে রাখাটা কতটা যুক্তিযুক্ত? ঐতিহ্যগত পরম্পরায় বাবা মদনমোহনের রাস উৎসবে ও পুজোয় তাঁদের যোগদানে নিঃসন্দেহে চিরন্তন ঐতিহ্য ও পরম্পরা বজায় থাকত। চিরন্তন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে বা ধরে রাখতে এটা করা জরুরি।

মেলার সূচনা

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (রাজত্বকাল : ১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) ভেটাগুড়িতে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের রাসপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাবেলায় মানসাই নদী পেরিয়ে নতুন রাজধানী ও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই আরাধ্য দেবতা মদনমোহন ঠাকুরের পুজো দিয়ে রাস উৎসব ও মেলার সূচনা করেন। মনে করা হয় রাসমেলার সূচনা তখন থেকেই, তবে সালটা বিতর্কিত। কারণ মদনমোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতভেদ আছে।

একের মধ্যে দুই

কারও মতে, কামরূপের বিক্রমাদিত্য মহারাজা নরনারায়ণ এবং অনেকের মতে, মহারাজা রূপনারায়ণ। তবে সেই সময় রাস উৎসব হত না এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। ঠাকুর মদনমোহন মন্দিরে একেকভাবে অধিষ্ঠিত। কামরূপক্ষেত্রের রত্নপীঠে তিনি তন্ত্রমতে ভৈরবরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর ভৈরবী দেবী চণ্ডী বা গোসানি। তাঁর সিংহাসন সংলগ্ন রয়েছেন পাট দেউতি এবং পাশের মন্দিরে পূজিতা দেবী ভবানী। বৈষ্ণবগুরু শংকরদেবের মতে, একের মধ্যে দুই রূপ বিদ্যমান, তাঁকে ভিন্নরূপে দেখার প্রয়োজন নেই।

স্থান পরিবর্তন

মহারাজারা যখন রাজধানী পরিবর্তন করেন সঙ্গে তাঁদের আরাধ্য দেবতা মদনমোহন ঠাকুরেরও স্থান পরিবর্তন হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের রাজত্বকালে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী কোচবিহার নগরের কেন্দ্রস্থলে বৈরাগীদিঘির পাড়ে মদনমোহন ঠাকুরের বর্তমান মন্দির তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে, পুরোনো রাজপ্রাসাদের মদনমোহন বিগ্রহ সহ অন্য দেবদেবীর বিগ্রহও নতুন মন্দিরে এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময় থেকেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাসমেলা বসে।

প্যারেড গ্রাউন্ড

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যে কলেরা মহামারি আকার ধারণ করলে এবং বৈরাগীদিঘির জল দূষণমুক্ত রাখতে রাজ আদেশে মেলাকে লাইনের মাঠে (প্যারেড গ্রাউন্ডে) স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে মদনমোহনের পুজো হয় মন্দিরের মাঠে এবং মেলা হয় রাসমেলা মাঠে (প্যারেড গ্রাউন্ড)।

পূতনার মূর্তিতে রঙের টান। মদনমোহনবাড়িতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

রাজার বদলে

১৯২৮ সালে রাসমেলায় প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়। বহুকাল থেকেই রাজপরিবারের আরাধ্য দেবতা ঠাকুর মদনমোহনের রাস উৎসব পুজো দিয়ে শুরু করতেন কোচবিহারের মহারাজারা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড গঠন হলে তার সভাপতি মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর রাস উৎসবের সূচনা করতেন পুজো দিয়ে। সেটা বহাল ছিল মহারাজা বিরাজেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে সরকার সংশোধনী এনে দেবত্র ট্রাস্টের সভাপতি হিসেবে জেলা শাসককে নিযুক্ত করে রাস উৎসবের পুজো ও যজ্ঞ করিয়ে আসছেন। সরকার ঘোষিত হেরিটেজ শহরের হেরিটেজ গরিমাকে বজায় রাখতে এই ব্যতিক্রমী নিয়মেরও পরিবর্তন দরকার।

ঐতিহ্যের নমুনা

আমরা দেখছি, পুরীর শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীন রীতিনীতি আজও একইভাবে পালিত হয় পুরীর গজপতি মহারাজার হাত ধরে। আজও জয়পুরের মহারাজা দোল উৎসবের আগে হোলিকা দহন করেন। পশ্চিমবঙ্গের মহিষাদলের রাজা আজও রথের আগে ঝাড়ু দেন। রাজপুতানা, গুজরাটেও এখনও সেই ঐতিহ্য পরম্পরাগতভাবে অটুট রয়েছে, তাহলে কোচবিহার নয় কেন?

সম্প্রীতির জয়

কোচবিহার রাজবংশের আরাধ্য দেবতা মদনমোহন ও কুলদেবী ভবানীর পুজোর সময় যদি রাজপরিবারের উত্তরসূরির হাত ধরে হত তাহলে ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা বজায় থাকত। অটুট থাকত ইতিহাস-ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। আমরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ ভাগ করে নিতাম। পাশাপাশি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্যের যে পদগুলি ফাঁকা

রয়েছে, রিলিজিয়াস অ্যাক্ট অনুযায়ী সেগুলো পূরণ করা হোক এবং পুরোনো যে পরিবারগুলি এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত ছিল বা আগে তাঁদের বাড়িতে প্রতিনিয়ত ভোগ পাঠানো হত সেই বন্ধ প্রথাও ফিরিয়ে আনা হোক। এখন যখন আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন পুরোনো পরিবারগুলিতে আমন্ত্রণ তো পাঠানোই যায়। সেটাও চালু করা হোক। কোচবিহার রাজবংশের স্মৃতিবিজড়িত এই পুরোনো উৎসব ও মেলার চিরন্তন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক। জয় হোক মানবতার, জয় হোক সম্প্রীতির, অক্ষুণ্ণ থাকুক চিরায়ত ঐতিহ্য।

উৎসবের নিয়মে বদল আসুক

- রাজবংশের আরাধ্য দেবতা মদনমোহন ও কুলদেবী ভবানীর পুজো রাজপরিবারের উত্তরসূরির হাত ধরে হোক
- যে পরিবারগুলি এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত, বাড়িতে ভোগ পাঠানো হত তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হোক
- উৎসব ও মেলার চিরন্তন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক
- পুরী, জয়পুর, রাজপুতানা, গুজরাট, মহিষাদলে এখনও পরম্পরা অটুট থাকলে কোচবিহার নয় কেন

বারান্দায় দেবতা। আশীর্বাদ দিতে ব্যস্ত পুরোহিত। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

কোচবিহারে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উৎসব

কোচবিহারে যে রাসচক্রটি ঘোরানো হয় সেটি এক মুসলিম পরিবার তৈরি করে। আবার চক্র ঘুরিয়ে পুণ্যার্জনটি বৌদ্ধ ধর্মের একটি রীতি। রাসচক্রে হিন্দু দেবদেবীর ছবি থাকে। সব মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়, মহারাজারা এই রাসচক্রের মাধ্যমে সব ধর্মের মানুষকে মিলেমিশে রাখার এক পরিকল্পনা করেছিলেন, আলোকপাত করলেন রাজপুরোহিত **হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**।

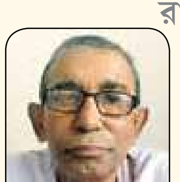

কোচবিহারের কুলদেবতা মদনমোহনের সঙ্গে রাধা নেই। এখানে মদনমোহনের বিগ্রহ একাই থাকেন। তবে দেবী শক্তি হিসেবে মা দুর্গার আরেক রূপ ভগবতীর পুজো করা হয়। মদনমোহনের ঘরের বাঁদিকেই ভগবতী রয়েছেন। রাজ আমল থেকেই এই নিয়ম চলছে। পুরীতেও রাধা নেই। মহারাজাদের চালু করা পুজোগুলিতে বিশেষ কিছু রীতি রয়েছে। বিশেষ করে রাসযাত্রার পুজোতে সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি বার্তা দিয়ে গিয়েছেন মহারাজারা।

যে রাসচক্রটি ঘোরানো হয় সেটি এক মুসলিম পরিবার তৈরি করে। আবার চক্র ঘুরিয়ে পুণ্যার্জনটি বৌদ্ধ ধর্মের একটি রীতি। রাসচক্রে হিন্দু দেবদেবীর ছবি থাকে। সব মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় মহারাজারা এই রাসচক্রের মাধ্যমে সব ধর্মের মানুষকে মিলেমিশে রাখার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি রাস উৎসবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে বৈষ্ণব ও শাক্ত, দুই মতেই পুজো হয়। অর্থাৎ সবাই এখানে মন খুলে পুজো দেন ও আশীর্বাদ নেন। কোনও ভেদাভেদ নেই। প্রায় ২৫ বছর রাসযাত্রার পুজো করেছি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য গতবছর পুজো করতে পারিনি। এবারও পারব না।

শাস্ত্র ও রাজপরিবারের নিয়ম, এই দুটি মিলিয়েই এখানকার পুজো হয়। রাসপূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যারতির পর 'পসার ভাঙা' হবে। তারপর পুজো শুরু। নিয়ম মেনে যজ্ঞও হয়। আগে মহারাজারা রাসচক্র ঘোরাতেন। পরবর্তীতে সেই দায়িত্ব দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক পালন করেন। পুজো শেষে দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হলে কাতারে কাতারে মানুষ এসে আশীর্বাদ নেন।

রাস উৎসবের দিনগুলিতে আমরা পুরোহিতরাও চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে থাকতাম। এই ক'দিন মদনমোহন বারান্দায় থাকেন। তাই সামনে থেকেই সবাই দেখার সুযোগ পান। সেখানে পুজো দেওয়া, পুণ্যার্থীদের চরণামৃত দেওয়ার জন্য থাকতে হত। এবার অন্য পুরোহিতরা থাকবেন। কোচবিহারের মহারাজারা অনেক দূরদর্শী ছিলেন। তাঁরা এমনভাবে মদনমোহন মন্দির তৈরি ও রাস উৎসবের সূচনা করেছিলেন যে, এটিকে কেন্দ্র করে সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তাই সব ভেদাভেদ ভুলে প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে আসেন।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর

চাপের মধ্যে দায়িত্ব সামলানোর রাসমেলা

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ,
চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা

ছোটবেলায় যখন বাবা-মায়ের হাত ধরে রাসমেলায় ঘুরতাম, তখন কোনওদিনই ভাবিনি একসময় এসে এই মেলা আয়োজনের দায়িত্ব পালন করব। মেলার আয়োজন করতে গিয়ে যখন একবার রাসমেলার মাঠ, একবার এমজেএন স্টেডিয়াম, আরেকবার পুরসভার অফিসে ছোটাছুটি করছি, তখন ছোটবেলার সেই রাসের স্মৃতিগুলো খুব মনে পড়ে।

আমাদের একটি গোরুর গাড়ি ছিল। ডাওয়াগুড়িতে গ্রামের বাড়ি থেকে সেই গোরুর গাড়িতে চেপে রাসমেলায় আসতাম। পাড়ার সবাই মিলে ১৪-১৫টি গোরুর গাড়িতে একসঙ্গে মেলায় আসত। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের সামনে সেই গাড়িগুলি সার দিয়ে রাখা হত। গাড়িতে ঝুলত কেরোসিনের লণ্ঠন।

অল্প সময় মেলা ঘুরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার রীতি তখন ছিল না। তখন মেলা ঘোরা মানেই সারারাত পার হয়ে ভোর হয়ে যাওয়া। প্রথমে মেলায় ঘুরে খাওয়াদাওয়া হত। তারপর যাত্রা, পুতুলনাচ, ভাওয়াইয়া গানের আসর- এসব শুনতাম। সেগুলি শেষ হতে হতে ভোর হয়ে যেত। তারপর দলবল নিয়ে ঘুমঘুম চোখে গোরুর গাড়িতে করে আবার বাড়ি ফেরা। সার্কাসেও অনেক বদল এসেছে। আমরা যখন ছোটবেলায় সার্কাস দেখতাম তখন সেখানে বন্যপ্রাণী বেশি ছিল। বাঘ, সিংহ, হাতি, ভালুক থাকত। এখন তো সেসব নেই।

খাবারেও অনেক বদল। ছোটবেলায় আমরা মেলায় বেড়াতে এসে দই-চিঁড়া খেতাম। এখন তো হরেকরকমের ফাস্ট ফুডের চাপে সেগুলি আর নেই। তবে একটা খাবারের একই রকম চাহিদা রয়ে গিয়েছে। সেটা হল ভেটাগুড়ির জিলিপি। তখনও যেমন স্বাদ ছিল, এখনও ঠিক সেই স্বাদ। যখন একটু বড় হলাম, তখন বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় আসতাম। যানবাহন তেমন ছিল না। মনে আছে একবার হেঁটে হেঁটে বন্ধুদের সঙ্গে ডাওয়াগুড়ি থেকে রাসমেলায় এসেছিলাম। কয়েক ঘণ্টা মেলায় হাঁটার পর যখন বসে বসে যাত্রা দেখছি, তখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। বন্ধুদের সবারই একই অবস্থা। যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত ফুরিয়ে আকাশে সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

এখন মেলার আয়োজনের জন্য প্রায় এক মাস আগে থেকে মারাত্মক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকছে কি না, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হয়। এখন মেলায় আনন্দের থেকে দায়িত্ব অনেক বেশি থাকে। দায়িত্বের মাঝেই অবশ্য মেলার আনন্দ উপভোগ করি। মেলার মাঝে কর্মীদের নিয়ে জিলিপি সহযোগে আড্ডায় বসি। পরিবারের সদস্যরাও মেলায় বেড়াতে আসে। তাদের সঙ্গেও সময় কাটাই। তবে সব সময় মাথায় থাকে মেলা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। মদনমোহনের আশীর্বাদে এবারও নিশ্চয়ই ভালোভাবেই মেলা হবে। আবারও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে রাজ ঐতিহ্যের রাসমেলার কথা।

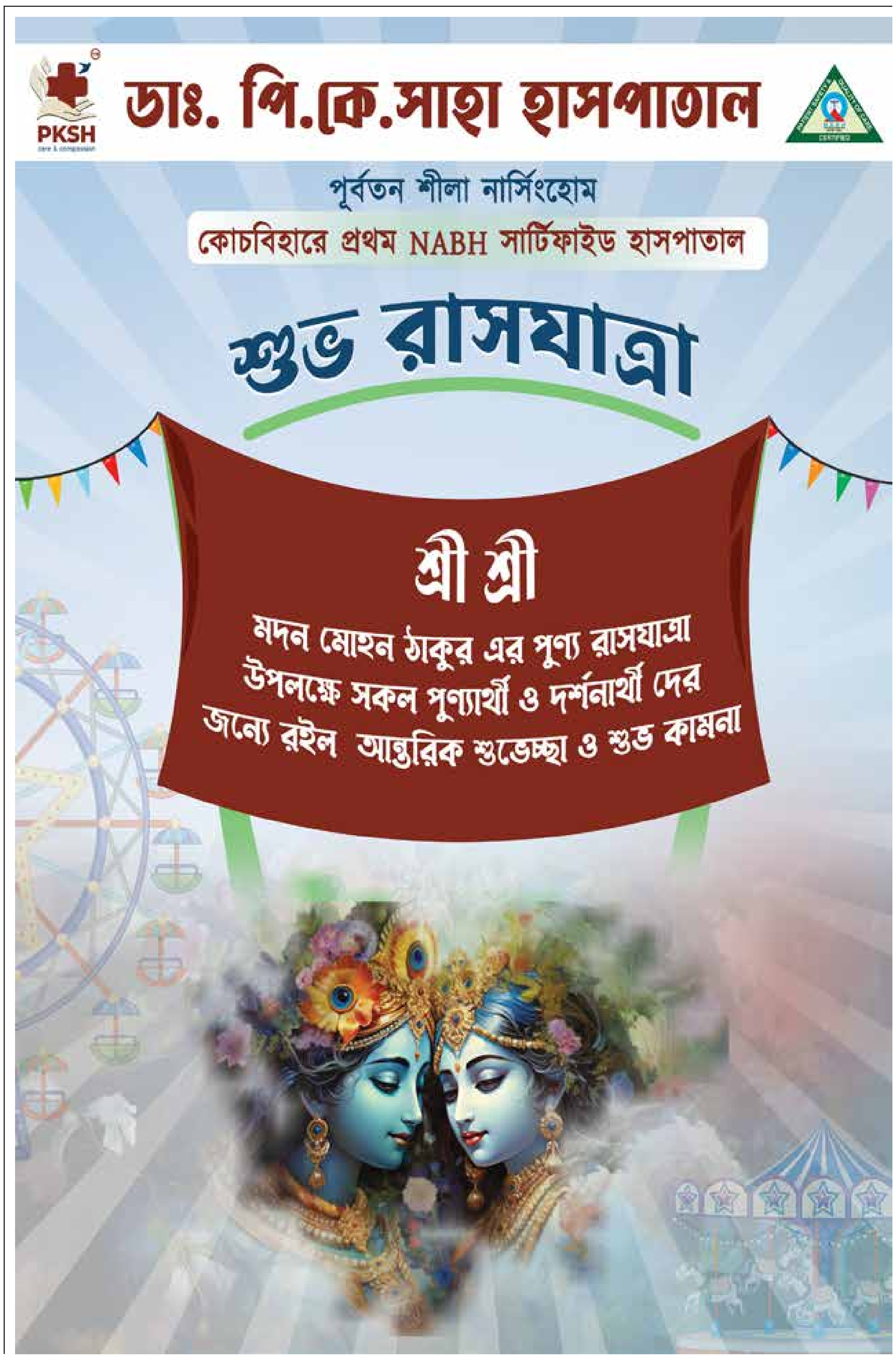

প্রচারে দেখা যায়নি বংশী ও নগেনকে

ভোট কোনদিকে, ধন্দে পদ্ম-ঘাসফুল

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ১৪ নভেম্বর : কোচবিহার জেলার যে কোনও নির্বাচনেই গ্রেটারের দুই নেতা বংশীবদন বর্মন ও নগেন রায়ের ভোট ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। হারজিত অনেকটা নির্ভর করে তাঁদের ওপর। কিন্তু সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে দুজনকেই প্রচারে নামতে দেখা যায়নি। তাই ভোটব্যাংক কোনদিকে গেল, তা নিয়ে চিন্তায় শাসক ও বিরোধী দুই শিবির। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দুই নেতার ভূমিকা কী হবে, কোনদিকে ভোট যাবে, তা নিয়ে চিন্তায় দুই ফুল।

এবিষয়ে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বলেন, 'এটা বিধানসভা উপনির্বাচন ছিল তাই হয়তো প্রচারে নামেননি। আগামীতে রাজ্য নেতৃত্ব যেভাবে নির্দেশ দেবে সেভাবেই কাজ হবে।' অপরদিকে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের কথায়, 'বিধানসভা উপনির্বাচনে আমাদের স্ট্যাটেজি ছিল বাড়ি বাড়ি প্রচার। তাই কোনও নেতা আসেননি, কাউকে ডাকাও হয়নি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সবাইকে নিয়েই চলা হবে।'

কোচবিহার জেলার ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের রাজবংশী ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর। এই ভোটগুলো নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা নেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন ও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। আর তাই লোকসভা নির্বাচন হোক কিংবা বিধানসভা নির্বাচন, ভোট এলেই দেখা যায় তৃণমূল ও বিজেপি নেতারা এই দুই নেতার বাড়িতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বংশীবদন বর্মনকে একাধিক সরকারি পোস্ট দিয়েছে। নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ান তিনি।

অপরদিকে নগেন রায়কে বিভিন্ন নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশে দেখা যেত। পাশাপাশি বিজেপি তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে। তবে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ থাকায় নগেন রায় ভোটের সময় নিষ্ক্রিয় ছিলেন বলে সূত্রের খবর। আর পরবর্তীতে কোচবিহার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নিশীথ প্রামাণিককে হারিয়ে তৃণমূল জয়ী হতেই কোচবিহারে এসে মুখ্যমন্ত্রী নগেন রায়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। এসবের মধ্যেই বুধবার সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচন হয়। কিন্তু এবারের এই উপনির্বাচনে তৃণমূল কিংবা বিজেপি কারও প্রচারেই দেখা যায়নি দুই দলের দুই জোটসঙ্গী বংশীবদন বর্মন ও নগেন রায়কে। আমন্ত্রণ জানায়নি দুই দল। ফলে বুধবার উপনির্বাচনে এই দুই গ্রেটার নেতার ভোটব্যাংক ঠিক কোনদিকে গেল, তা নিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে।

বংশীবদন বর্মন অবশ্য বলেন, 'প্রচারে না গেলেও আমরা আমাদের কর্মী-সমর্থকদের বলে দিয়েছি যাতে তৃণমূলকে ভোট দেয়। ২০২৬ সালে কী হবে সেটা এখন বলা যাবে না।' তবে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় গোটা বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

সব সরকারি প্রকল্পে সিঁধ দুষ্কৃতীদের

উত্তরের জামতাড়া

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর : বাংলায় একখানা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে, 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। কিন্তু সত্যিই কি চোরেদের মধ্যে মাসতুতো ভাইয়ের সম্পর্ক থাকে? প্রশ্নটা কুরে-কুরে খেত অনেকদিন ধরেই। ট্যাব কেলেঙ্কারি কাণ্ডে চোপড়ার গ্রাউন্ড জিরোতে না গেলে এই প্রশ্নের উত্তরটা বোধহয় জীবনে অধরাই থেকে যেত।

ট্যাব দুর্নীতির দায়ে একদিন আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন এখানকারই মণ্ডলবস্তির সাদিক হোসেন। সম্পর্কে তাঁরই মাসতুতো দাদাকে সাইবার অপরাধের অভিযোগে বছর চারেক আগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল তামিলনাড়ুর পুলিশ। সেই সময় মাসতুতো দাদার সাইবার ক্যাফেতেই কাজ করতেন চা বাগান শ্রমিকের ছেলে সাদিক। তাঁরা আদৌ সাইবার 'চোর' কি না তা অবশ্য আদালতে প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু চুরির অভিযোগ ওঠায় মাসতুতো ভাইদের কীর্তি এবং বাংলার বহুল প্রচলিত প্রবাদ নিয়ে এলাকায় চর্চার শেষ নেই।

দাসপাড়া সংলগ্ন লালবাজার থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে লক্ষ্মীপুরগামী সড়ক ধরে কিছুটা এগিয়ে যেতেই পিচের চাদর বিছানো মসৃণ রাস্তা। গন্তব্যস্থল মণ্ডলবস্তি। এই মণ্ডলবস্তি থেকেই সাদিককে জালে তুলেছে পুলিশের সাইবার সেল।

লালবাজার থেকে প্রায় চার কিলোমিটার এগোলে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম মণ্ডলবস্তি। ধনীরহাট বিএসএফ ক্যাম্পের পাশ দিয়ে মণ্ডলবস্তি পৌঁছেতেই কতকগুলি কৌতূহলী চোখ বহিরাগতকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর মণ্ডলবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় চা বাগানের পাশে জটলা পাকিয়ে থাকা বাসিন্দারা মুখ খুলতে শুরু করলেন।

চারপাশ দেখে ইশারায় চা বাগানের ভিতরে যেতে বলে এগিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। সম্পর্কে তিনি সাদিকের আত্মীয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বললেন, 'সাদিকের বাবা চা বাগানের শ্রমিক। ওদের অভাবের সংসারের কথা গ্রামের সকলেরই জানা।' তাঁর কাছেই জানা গেল, মাসতুতো দাদার সাইবার ক্যাফেতেই তাঁর অপরাধের হাতেখড়ি। দাদা গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে সাদিক নিজেই কালা কারবার ফেঁদে বসেন।

গরিবের তালিকায় থাকা সাদিক রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন। প্রায় তিন লক্ষ টাকার বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতেন এলাকায়। সারাদিন সিগারেটের পিছনেই তাঁর খরচ ছিল ৫০০ টাকা।

এই গ্রামেই চারতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করছিলেন সাদিক। একটি ছাদ ঢালাইও হয়েছে। গ্রামে কান পাতলেই শোনা যায়, বাড়ির বাজেট নাকি ৫০ লক্ষ টাকা। সাদিক নিজেই সেকথা ভাসিয়ে বেড়াতেন।

কিছুটা এগিয়ে মণ্ডলবস্তি বাজারে এক বাইক মেকানিকের সঙ্গে গল্প জমল। তাঁর কথায়, 'সাইবার অপরাধের নামকরা পান্ডা সাদিকের দাদা একসময় এলাকার বিধায়কের চাইতে বেশি দামি বিলাসবহুল চারচাকা গাড়ি নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতেন। এমনকি বিলাসবহুল আধুনিক জামাকাপড়ের শোরুম পর্যন্ত খুলে বসেছিলেন। কত কালো টাকা কামালে এসব করা যায় ভাবুন!'

ডান হাতে বাংলাদেশ সীমান্তকে রেখে তিন কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে মিরচাগছ গ্রামে পৌঁছাতে বিকেল প্রায় তিনটে। ততক্ষণে মিরচাগছ পিএমজি হাট বসানোর তোড়জোড় শুরু করেছেন হাটুরেরা। এই মিরচাগছ থেকে ট্যাব কাণ্ডের আরও এক অভিযুক্ত মোবারককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের সাইবার শাখা। বন্ধ থাকা সারের দোকানের বাইরে বসে মোবারকের ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপ শুরু করতেই তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চেপে ধরতেই মুখ খুললেন তিনি। মোবারক সীমান্ত এলাকায় একটি সাইবার ক্যাফে চালাতেন বলে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর যুক্তি, 'ছেলেটি ভালোই ছিল। কীভাবে যে এই ফাঁদে পা দিল বুঝে উঠতে পারছি না। মাসদুয়েক আগে তিন বন্ধুকে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে গিয়েছিল জানি। পরে জানতে পেরেছি সাইবার অপরাধ সিন্ডিকেটের কাছে মোটা টাকা দিয়ে আইডি কিনতে গিয়েছিল। ওই আইডি-ই মোবারকের জন্য কাল হল।'

চোপড়ার বাংলাদেশ সীমান্তের মিরচাগছ পিএমজি হাট বসার প্রস্তুতি চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে।

ততক্ষণে হাট জমে উঠেছে। পাশে ভিড় জমানো অনেকে বলে উঠলেন, 'আধার নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে টাকা উপার্জনের লোভে অনেক গরিব মানুষও পুলিশের জালে উঠেছে। এই সাইবার অপরাধীরা সরকারি এমন কোনও প্রকল্প নেই যেখানে সিঁধ কাটেনি। সকলেই সব জানে। কিন্তু এই চক্রকে কেউ ঘাঁটায় না।'

ট্যাব দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে গিয়ে যা বোঝা গেল, তাতে সাইবার অপরাধে হাতানো টাকার অর্ধেক পকেটে পুরতে সাধারণ মানুষও লোভে পড়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তুলে দিচ্ছেন অপরাধীদের হাতে। কমিশন পেতে এজেন্ট সেজে বসে আছে টোটোচালকও। টাকা লেনদেনের অভিযোগে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে বর্মনবস্তির কৃষ্ণপদ বর্মন এবং নয়াবাড়ি গোয়ালটোলার সরিফুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই দুটি গ্রামে ঢুকে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেই তাঁরা এমনটাই জানালেন।

একজন তো বলেই বসলেন, 'ওই দুজনের বাড়ির হাল দেখলে আপনিই হয়তো ওদের অর্থসাহায্য করতে বাধ্য হবেন।' *(চলবে)*

বাড়িতে চুরি

শামুকতলা, ১৪ নভেম্বর : শামুকতলা থানার দক্ষিণ মসজিদখানা গ্রামে দিনেরবেলায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে জানলা দিয়ে ঢুকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা এবং সাড়ে তিন ভরি সোনা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বাড়ির মালিক পেশায় শিক্ষক সুজিতকুমার দাস এদিন স্কুলে গিয়েছিলেন। স্ত্রী শুভ্রা বেলা ১টা নাগাদ স্কুল থেকে সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখেন ঘরের জানলা খোলা, ভিতরে সবকিছু লন্ডভন্ড। পুলিশে খবর দেওয়া হলে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

তদন্তে সিট

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারে বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে পুণ্ডিবাড়ি আরজিএল হাইস্কুলের ৫৩, হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ১২, মধুপুর লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুলের ৭, হলদিবাড়ি দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ৫, কোচবিহারের পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুলের ২, মাথাভাঙ্গার মোহনপুর সাবিত্রী বিদ্যামন্দিরের ১ ও প্রেমেরডাঙ্গা হাইস্কুলের একজন পড়ুয়া।

কলকাতায় অন্তত ৪০ জন পড়ুয়ার বরাদ্দ অন্য অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পিছনে ডেটা আপলোড করার সময় তাদের অ্যাকাউন্ট নম্বরের একটি বা দুটি ডিজিট অথবা আইএফএসসি কোডের ডিজিটে ভুলও অন্যতম কারণ।

সূচনা উৎসবের

প্রথম পাতার পর

এদিন মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল, কর্মীদের মধ্যে তখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা। কেউ মন্দিরের মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলে কাপড় বাঁধছেন, আবার কেউ মন্দিরের চূড়া ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন। মন্দির চত্বরে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেই জায়গাও তৈরি করা হচ্ছে। সিলভার জুবিলি রোড, মদনমোহনবাড়ির সামনের রাস্তা, ব্যাংচাতরা রোড, কোচবিহার ক্লাব সংলগ্ন রাস্তা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দোকানপাট তৈরি করা হচ্ছে। রাসমেলার মাঠ ও এমজেএন স্টেডিয়ামেও স্টল নির্মাণ চলছে। রাসমেলার মাঠের এক ব্যবসায়ী শ্রীকান্ত বণিক বললেন, 'হাতে আর একদম সময় নেই। তাই তাড়াহুড়ো করে দোকান তৈরির কাজ সারছি। মনে হচ্ছে এবার প্রথম থেকেই মেলা জমবে।'

সাবধানি এনএইচপিসি, ক্ষতি এড়াতে উন্নত আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম

গ্লেসিয়ার লেকগুলোয় অশনি সংকেত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দুয়ারে বিপদ, আশঙ্কা ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (এনএইচপিসি)। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে উন্নতমানের আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকরের পথে হাঁটছে সংস্থা। সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে গত বছর যেভাবে তিস্তার ওপর তৈরি জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত।

শুধু জলস্ফীতি নয়, আবহাওয়ার যাবতীয় পূর্বাভাস এই অত্যাধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যাবে বলে দাবি এনএইচপিসি কর্তাদের। সংস্থার প্রকল্প-৩ এবং ৪-এর প্রধান প্রদীপকুমার রায়ের ব্যাখ্যায়, 'বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে গ্লেসিয়ার লেকগুলোর আয়তন যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা অজানা নয়। তাই আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম উন্নতমানের করা হচ্ছে। বর্তমানে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বাভাস পেতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সম্প্রতি দেশের ৬৭টি গ্লেসিয়ার লেকের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে হিমালয়ের ওপরে থাকা গ্লেসিয়ার লেকগুলো নিয়ে 'অশনি সংকেত' দিয়েছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন (সিডব্লিউসি)। বড় বিপদ এড়াতে সিডব্লিউসি-র তরফে বেশ কিছু পদক্ষেপের পাশাপাশি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

হিমবাহ গলে জলের পরিমাণ বাড়ছে গ্লেসিয়ার লেকে। ফলে দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে লেকগুলোর আয়তন। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনভিত্তিক জল বের করে দেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত কিছু পদক্ষেপ না করলে লেকগুলোর কোনও অংশ ভেঙে বড় বিপদ হতে পারে, সমীক্ষা রিপোর্টে সেই অশনিসংকেত দিয়েছে সিডব্লিউসি।

কী কারণ

- হিমালয়ের ওপরে থাকা গ্লেসিয়ার লেকগুলো নিয়ে 'অশনিসংকেত' সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের
- বেশ কিছু পদক্ষেপের পাশাপাশি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ
- তাই উন্নত প্রযুক্তির আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকরের পথে এনএইচপিসি
- রঙ্গিত ও তিস্তার ওপর থাকা প্রতিটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে এই প্রযুক্তি কার্যকর করা হবে

ওই সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে সিকিম সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। এবার উন্নত প্রযুক্তির আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকরের পথে হাটছে এনএইচপিসি।

সংস্থা সূত্রে খবর, রঙ্গিত এবং তিস্তার ওপর থাকা প্রতিটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে এই প্রযুক্তি কার্যকর করা হবে। সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে সিকিমে থাকা তিস্তা-৫ প্রকল্পটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ৫১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটির মেরামতি চলছে বলে জানা গিয়েছে। মেরামত করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ১৩২ মেগাওয়াটের তিস্তা-৩ প্রকল্পটিরও। কাজ শেষ হলে ড্রেজিং শুরু হবে বলে খবর। অন্যদিকে, মেরামতি শেষে ১৬০ মেগাওয়াটের তিস্তা-৪ বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে।

নতুন দুটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র অর্থাৎ রঙ্গিত-৪ এবং তিস্তা-৬'এর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনএইচপিসি। রঙ্গিতের প্রকল্পটি থেকে আগামী বছরের মে মাসে এবং তিস্তার নতুন প্রকল্প থেকে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এদিকে, প্রকল্প দুটির জন্য নদীর গতিপথ পরিবর্তনের অভিযোগ ফের উঠতে শুরু করেছে। সিকিমে লেক বিপর্যয়ের পর ক্ষতির ভয়াবহতা দেখে অনেকে জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন।

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের বিষয়টি স্বীকার করলেও, ক্ষতি ইস্যুতে একমত নন প্রদীপকুমার রায়। বরং জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটেছে বলে দাবি তাঁর। তিনি বলছেন, '২০০৫ সালে রম্ভি এবং কালিঝোরা কেমন ছিল, এখন কেমন রয়েছে, চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। কত বসতি হয়েছে। স্কুল গড়ে উঠেছে। বাজার বসছে। সবকিছুই তো চোখের সামনে।'

ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের নির্দেশ

নয় বছর পর মিলল গাড়ির বিমার টাকা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : সংজ্ঞাহীন করে গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনার পর প্রায় দশ বছর কাটতে চলল। শেষপর্যন্ত ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের নির্দেশে সেই গাড়ির বিমার টাকা বৃহস্পতিবার হাতে পেলেন কোচবিহারের বাসিন্দা অরূপকুমার চক্রবর্তী। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে দীর্ঘদিন মামলা চলার পর তিনি ৯ লক্ষ ৯০ টাকা পান। ২০১৫ সালের ৮ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারের ভোলারডাবরি থেকে তাঁর গাড়ি ছিনতাই হয়। গাড়ির বিমা করানো থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে অভিযোগ জমা না পড়ায় সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানি বিমার টাকা দিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে মামলা করেন অরূপ।

জেলা উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের রেজিস্ট্রার সুমন নন্দী বলেন, 'উপভোক্তা প্রতারিত হলে কনজিউমার কমিশনে অভিযোগ করুন। উপভোক্তা তাঁর অধিকার প্রয়োগ করলে অবশ্যই অভিযোগের নিষ্পত্তি সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে।'

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ৮ জানুয়ারি ভোলারডাবরি এলাকায় অরূপের গাড়িতে তিনজন অপরিচিত মানুষ ওঠে। সেইসময় চালককে অজ্ঞান করে গাড়ি ছিনতাই করে পালিয়ে যায় তারা। চালকের জ্ঞান ফিরলে দেখেন তিনি ইসলামপুর হাসপাতালে রয়েছেন। নয় লক্ষ টাকা মূল্যের ওই গাড়িটির বিমার মেয়াদ ছিল ২০১৫ সালের ২০ মে পর্যন্ত। অর্থাৎ বিমা থাকাকালীন গাড়িটি ছিনতাই হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাছে বিমার টাকা দাবি করেন অরূপবাবু। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগ জানানো হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি জানায়। আলিপুরদুয়ার আদালতেও বিষয়টি ওঠে।

পরবর্তীতে ২০১৭ সালের ১৫ মে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে অভিযোগ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর গত ২৩ অগাস্ট রুম্পা মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ অরূপবাবুর পক্ষেই রায় ঘোষণা করে। বিমা কোম্পানিকে বিমার নয় লক্ষ টাকা, মানসিক যন্ত্রণার জন্য ৮০ হাজার ও মামলার খরচ হিসেবে ১০ হাজার মিলিয়ে মোট নয় লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বুধবার সেই টাকা দিয়েছে বিমা কর্তৃপক্ষ।

অবাক দৃষ্টিতে 'চাচা' নেহরুর দিকে। তিরুবনন্তপুরমে বৃহস্পতিবার। - পিটিআই

মুখ্যমন্ত্রী-অনীত কথা

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : পাহাড়ের বকেয়া, উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা, চা বাগানে জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার দফায় দফায় আলোচনা করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় ফেরার পরও অনীতের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

পাহাড়ের সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য চলতি মাসেই অনীতের নেতৃত্বে জিটিএ'র প্রতিনিধিদল কলকাতায় যাবে। মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন অনীত বলেছেন, 'আমরা সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য শীঘ্রই কলকাতায় যাব।'

২০১২-'১৩ আর্থিক বছর থেকে জিটিএ পথ চলা শুরু করেছে। সেই সময় থেকেই প্রতি বছর জিটিএ প্রাপ্য পায়নি বলে লালকুঠি সূত্রের খবর। প্রতি বছর বকেয়ার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে প্রায় ৪০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এছাড়া গত বছর সিকিমে লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে কালিম্পংয়েও প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রচুর ঘরবাড়ি তিস্তা নদীতে ভেসে গিয়েছে। সেই ঘটনার ক্ষতিপূরণ বাবদ জিটিএ ২৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। এখনও সেই ক্ষতিপূরণ মেলেনি। এর আগেও জিটিএ'র সাধারণ সভায় রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই বকেয়া মেটানোর আশ্বাস পায়নি জিটিএ। পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন অনীত।

বাস-কনটেনার সংঘর্ষ

রাজগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : যাত্রীবোঝাই বাস এবং একটি কনটেনারের সংঘর্ষে আহত হন ২৩ জন। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৩১ ডি জাতীয় সড়কের শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মাঝামাঝি ফাটাপুকুর মোড়ে। পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে যাত্রী নিয়ে একটি বেসরকারি বাস কালচিনির উদ্দেশে রওনা দেয়। এদিকে, ফাটাপুকুর ট্রাফিক মোড়ে রেড সিগন্যাল হয়ে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে একটি কনটেনার। কিছুটা দূরেই থাকা সেই বেসরকারি বাস এসে সজোরে ধাক্কা মারে কনটেনারটির পেছনে। বাসটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে বাসের চালক সহ ২৩ জন যাত্রী আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এসে বাস থেকে আহতদের উদ্ধার করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের মধ্যে একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এবং আরেকজনকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের নাম মহম্মদ জালালউদ্দিন এবং রামপ্রসাদ সরকার।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে যান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পালচৌধুরী। বিধায়ক আহত বাসযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। বাসযাত্রীদের চিকিৎসার বিষয়টি নিয়ে তিনি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন। তাঁর কথায়, 'দুর্ঘটনায় ২৩ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

আহত বাসযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন বিধায়ক এবং ডিএসপি ট্রাফিক।

সিকিমের কাছে হারছে বাংলার পাহাড়

প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে আরও তিন ঘণ্টার পথ ভার্সে। সেখানে আবার এপ্রিল-মে'তে হাজার হাজার ভিন্ন রঙের রডোডেনড্রন ফুটে থাকে। সেই উপত্যকা দেখার জন্য ছোটেন অসংখ্য মানুষ।

আমরা দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে এমন চেরি, রডোডেনড্রনের পর্যটন করতে পারি না কেন?

আসলে ভাবিই না। ইদানীং মেঘালয় চেরি নিয়ে উৎসব শুরু করেছে শিলংয়ে। বাংলা ভাবেনি, ঘুমিয়ে রয়েছে। পুজোর আগে আগে পাংখাবাড়ি রোড দিয়ে কার্সিয়াং যাওয়ার পথে দেখবেন অসংখ্য সেগুন ফুল ফুটে পাহাড় সোনা হয়ে গিয়েছে। সে সব দেখিয়ে পর্যটক টানার ভাবনাও আমরা করিনি।

আমরা কী করেছি? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে বেশি পাহাড়ে গিয়েছেন, তবু পাহাড়ের মানুষের মন পাননি। পাহাড় যে নেতাদের হাতে থেকেছে, তাঁরা নতুন কিছু ভাবেননি। আমাদের যা ছিল, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। সিদ্ধার্থশংকর রায় মিরিক বানিয়েছিলেন, মমতা লামাহাটা বানিয়েছেন। মাঝে কি আমরা পর্যটনের জন্য কিছু বাড়তি ভেবেছি? রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীকে পাহাড় বা ডুয়ার্সে দেখাই যায় না। মুখ্যমন্ত্রী এই যে পাহাড়ে ঘুরে গেলেন, সেখানেও সঙ্গী ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সে টিমে নেই।

তা হলে আমরা পর্যটনকে কী অন্য নতুন রূপ দেব? পুরোনো ঘি দিয়েই কতদিন ভাত খাব? আগের পর্যটনমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কেও কাজে লাগানো হয়নি।

সিকিম আর বাংলার পর্যটন নিয়ে তুলনায় বসলেই আমার কী জানি কেন, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেটের কথা মনে পড়ে। অনেকটা বোকার মতো। নব্বই দশকের শুরুর দিকেও দুই বাংলার খেলা হলে আমরা স্বচ্ছন্দে ওপার বাংলাকে হারাতাম। বাংলা থেকে বহু ক্রিকেটারকে ঢাকায় ক্রিকেট লিগে রাজকীয়ভাবে নিয়ে যেতেন ওপারের কর্তারা। সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ বর্মন, উদয়ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সোম...। ওঁরা বাংলাদেশেও নায়ক।

দিন গেল, রাত গেল...বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি হয়ে উঠতে লাগল। আমাদের টাকা অনেক বেশি, অথচ পরিকল্পনার অভাবে আমরা তলিয়ে যেতে লাগলাম। ওপারে বাঙালিদের মধ্যে থেকে বিশ্বমানের প্রতিভা বেরোতে থাকল, আমাদের প্রতিভা শেষ হতে লাগল। শুধু সৌরভ-ঋদ্ধিমানকে নিয়েই আমাদের সব গর্ব আবর্তিত।

বাংলাদেশ তখন দেশ। পশ্চিমবঙ্গ তখন রাজ্য। এই সুবিধেটা দারুণভাবে কাজে লাগাল বাংলাদেশ। ঠিক সেভাবে সিকিম একটা রাজ্য। দার্জিলিং-কালিম্পং-কার্সিয়াং একটা রাজ্যের অংশ। সিকিম তার পরিকাঠামো তৈরির ব্যাপারটা কাজে লাগিয়েছে চমৎকার, বাংলার পাহাড় পারেনি। বাংলার সুবিধে ছিল, সিকিম তার ওপর পুরো নির্ভরশীল। সড়কপথে গেলে বাংলা টপকেই যেতে হবে সিকিমে। সুবিধেটা কি নিতে পেরেছে বাংলা?

বাংলার পাহাড়ের সমস্যা মূলত অনেক।

এক, এক-এক সময় আলাদা নেতা উঠে এসেছেন এবং নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছেন পাহাড়কে। পর্যটনকে আরও আধুনিক করার কথা ভাবেননি। নইলে গিদ্দা পাহাড়ের কাছে রোপওয়ে এত বছর অর্ধসমাপ্ত পড়ে থাকে?

দুই, জিটিএ নামক সংস্থায় হরির লুট হয়েছে টাকার। যে পার্টি গিয়েছে ক্ষমতায়, তারাই অপব্যবহার করেছে প্রচুর টাকার। রাজ্য সরকার ভয়েই কিছু বলতে পারেনি। দার্জিলিং পাহাড়ের মূল রাস্তা হয়তো ভালো, ততটাই খারাপ গ্রামের পথ। প্লাস্টিক সার্জারি করে কোনওমতে চলে, আবার টাকা তোলা হয় কুমিরছানা দেখানোর স্টাইলে। কোনও নজরদারি নেই। প্রধান আকর্ষণ দার্জিলিংয়ে জলের হাহাকার, অবৈধ নির্মাণের মিছিল, জঞ্জালের স্তূপ, ট্রাফিক ব্যবস্থা ভয়ংকর, গাড়ির বিশ্রী ভাড়া--কেউ দেখার নেই। এতদিনেও ম্যালের বিকল্প আকর্ষণ তৈরি হল না।

তিন, সিকিমে ভালো রাস্তার দৌলতে অনেক দুর্গম জায়গায় যাচ্ছেন লোকজন। বাংলার পাহাড়ে সেসব হয়নি। সান্দাকফু যাওয়ার রাস্তা পর্যটন আর বন দপ্তরের টানাপোড়েনে আদিম আমলে পড়ে। অন্যদিকে, নেপাল একাধিক চমৎকার রাস্তা বানিয়ে ওদিক থেকে সান্দাকফু নিয়ে যাচ্ছে বিদেশি পর্যটকদের।

চার, আমরা গ্রামীণ হোমস্টে খাপছাড়াভাবে বেড়ে উঠতে দিয়েছি। সিকিম সেখানে এক-এক জায়গায় নতুন নতুন দেখার জায়গা তৈরি করেছে। মমতারই কৃতিত্ব হোমস্টেকে অন্য মাত্রা দেওয়ার, যা তাঁর দুই পূর্বসূরি ভাবেনইনি। অথচ এক যুগ পরে হোমস্টে হয়ে উঠেছে বাংলায় দুর্নীতির অঙ্গ। আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে। হোমস্টের অনুদান নিয়েও চলে দুর্নীতি।

পাঁচ, সিকিম পাহাড়ে ১,২০০ হোমস্টে থাকলে দার্জিলিং-কালিম্পং পাহাড়ে সংখ্যাটা অন্তত ৩,৫০০। সবচেয়ে বেশি হোমস্টে সিতং এবং লাভা-আলগাড়া এলাকায়। এঁদের সরকারি অনুদান কমেছে অনেকটাই। এমনিতে পাহাড়ে সমতলের লোকেরা সম্পত্তি কিনতে পারেন না। অথচ অনেক হোটেল বা হোমস্টে সমতলের ধনীরা লিজ নিয়ে নিচ্ছেন। সেটা হয়ে উঠছে ডিজে কালচারের অঙ্গ। মমতার প্রধান সাফল্যে লাগছে ব্যর্থতার দাগ। কেউ দেখার নেই সেসব। পাহাড় আজ কৃষি থেকে সম্পূর্ণ সরে পর্যটনে ঝুঁকছে। পর্যটন ধসে গেলে পাহাড়ের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হতে বাধ্য।

ছয়, মুখ্যমন্ত্রী তো নানা নির্দেশ, প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন দার্জিলিং থেকে। তারপর তা মানা হল কি না, সেটা দেখবে কে? সেটা দেখার কেউ নেই। বাংলায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে পর্যটন সংস্থাগুলোর পরামর্শ নেওয়ার কেউ থাকে না। আমলারা চূড়ান্ত ব্যর্থ এবং পুরোনো ধ্যানধারণার। তাই আজও আটকে থাকে গিদ্দা পাহাড়ের রোপওয়ে, মুছে যায় ত্রিবেণির ওয়াটার র‍্যাফটিং। ডেলো বা দার্জিলিংয়ে প্যারাগ্লাইডিং যাঁরা করান, তাঁদের সার্টিফিকেট অধিকাংশ ভিনরাজ্যের। আকাশ থেকে পড়ে কেউ মারা গেলে, তাঁর ইনসুরেন্স পেতে সমস্যা। দেখবেটা কে? আমলারা দর্শক। কাল তো অন্যত্র বদলি হয়ে যাবেন, কেন বেশি ভাববেন?

সাত, আমাদের ভালো জিনিস তুলে ধরারও ভাবনা নেই। সেটা সরকারি পর্যটনের অতি সাদামাঠা ওয়েবসাইটে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন। পেশক আর লোপচু চা বাগানের মাঝে পাহাড়ের গায়েই এক অসাধারণ প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম রয়েছে। এত ভালো স্টেডিয়াম বাংলাতেই নেই, ভারতে আছে কি না সন্দেহ। জিটিএরই উদ্যোগ। নিজের ভালো কাজও তুলে ধরতে পারে না এরা।

অতি সম্প্রতি দু'দুটো ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলে উঠেছে সিকিম। তবু উত্তর সিকিম অনেকটাই স্তব্ধ। বাংলার পাহাড় সেই সুবিধেও নিতে পারছে না ব্যাপকহারে। এবছর অন্তত সিকিমের তুলনায় পর্যটক বেশি আমাদের। কী নতুন দিতে পারলাম ওঁদের, যে ফিরে আসবেন বারবার? এনজেপি স্টেশনে নামলে তীব্র অব্যবস্থা ও দালালদের দাপট দেখেই তো অর্ধেক ভক্তি-ভালোবাসা মুছে যায়! কেউই দেখার নেই।

খেলায় আজ

১৯৮৯ : করাচি টেস্টে একসঙ্গে অভিষেক হল দুই কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার ও ওয়াকার ইউনিসের। প্রথম ইনিংসে শচীন ১৫ রানে আউট হয়ে গেলেও ইউনিস ৮০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শচীন ব্যাটিং পাননি। ইউনিসের ঝুলিতেও কোনও উইকেট জমা পড়েনি। ভারত-পাকিস্তানের এই টেস্টটি ড্র হয়।

সেরা অফবিট খবর

গাছে উঠে বিরাট দর্শন

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় বুধবার বিরাট কোহলি প্রথমবার অনুশীলনে নেমেছিলেন। নেটে তাঁর ব্যাটিং দেখতে কিছু অতি উৎসাহী পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামের পার্শ্ববর্তী গাছে চড়ে বসেন। সিরিজের সম্প্রচারকারী সংস্থার তরফে যে ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

ভাইরাল

গোলরক্ষক না ফিল্ডার

১৫.৫ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার শর্ট পিচ বলে সপাটে চালিয়েছিলেন ডেভিড মিলার। ডিপ মিড উইকেটের ওপর দিয়ে বল বাউন্ডারি অতিক্রম করার সময় অক্ষর প্যাটেল অনেকটা লাফিয়ে মাথার ওপর দুই হাত জড়ো করে বল ক্যাচ করেন। এই সময় তাঁর শরীর ধনুকের মতো বেঁকে ছিল। যা দেখে সামাজিক মাধ্যমে অনেক রসিক দর্শকের প্রশ্ন, অক্ষর ওখানে ফিল্ডিং দিতে গিয়েছিল না গোলকিপিং করছিল?

ইনস্টা সেরা

অস্ট্রেলিয়ার পারথে একটি কফি শপের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা। দুইজনের হাতেই ছিল কফির কাপ। তাঁদের সঙ্গে ছিল ভামিকাও। বিরাট ফোটোগ্রাফারদের অনুরোধ করেছিলেন অনুষ্কা ও মেয়ের ছবি না তোলার জন্য।

উত্তরের মুখ

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার অর্ক দাস (ডানদিকে) ১১০ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ১৮ রানে প্রতিবাদ ক্লাবকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোন বছর থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিস হার্ডকোর্টে খেলা শুরু হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সূর্যকুমার যাদব, ২. ৬.৪ মিটার।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুজন মহন্ত, অসীম হালদার, সবুজ উপাধ্যায়, সমরেশ বিশ্বাস, নীরাধিপ চক্রবর্তী।

তিন নম্বরে খেলতে চাই সূর্যকে বলেন তিলকই

কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে টি২০ আন্তর্জাতিকে শতরানের পর তিলক ভার্মা।

সেঞ্চুরিয়ান, ১৪ নভেম্বর : তিন নম্বরে খেলতে চাই। সূর্যকুমার যাদবের ঘরে গিয়ে নিজেই আবদার করেছিলেন। সতীর্থের সেই অনুরোধ ফেলেননি ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক। ফল সবার সামনে। তিলক ভার্মার রাজকীয় শতরানে সেঞ্চুরিয়ানে দক্ষিণ আফ্রিকা বধ। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া।

ম্যাচ শেষে তিলকের তিন নম্বরে খেলার রহস্য ভেদ করেন স্বয়ং সূর্য। বলেছেন, 'তিলককে নিয়ে আর কি বলব? গেবারহাতে গত ম্যাচের পর আমার ঘরে এসে তিলক বলে, আমাকে তিন নম্বরে সুযোগ দাও। আমি পারফর্ম করে দেখাতে চাই। ওকে বলি, ঠিক আছে। তিন নম্বরে যাও এবং নিজেকে মেলে ধরো। নিজের কথা রাখল, পারফর্ম করে দেখাল। ওর এবং ওর পরিবারের জন্য ভালো লাগছে।'

তিলকের আবদার মেনে সূর্য নিজে তিন নম্বর জায়গা ছেড়ে দেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সতীর্থকে। হতাশ করেননি হায়দরাবাদের বছর বাইশের তরুণ ব্যাটার। সূর্যকুমারের মতে, এত অল্প বয়সে যেরকম আগ্রাসন, ব্যাটিং দক্ষতা বড় ব্যাপার। সঙ্গে চোখে পড়ার মতো আত্মবিশ্বাস। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে সূর্য জানিয়েও দেন, পছন্দের তিন নম্বরেই আপাতত খেলবেন তিলক।

দেশের হয়ে প্রথম শতরানের (৫৬ বলে অপরাজিত ১০৭) ঘোর নিয়ে তিলকের প্রতিক্রিয়া, 'স্বপ্ন দেখতাম, লম্বা চুলের একটা ছেলে শতরান করছে। এদিন সেঞ্চুরিয়ানে যে স্বপ্নটা পূরণ। আমি খুশি।'

চোটের জন্য বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে। ফলে ফেরা এবং পায়ের নীচের জমি শক্ত করা সহজ ছিল না। তিলকের কথায়, 'গত ২-৩টি সিরিজ খেলতে পারিনি চোটের জন্য। অনেকেই বলছিল, এখান থেকে ফেরা কঠিন হবে। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। জানতাম ঠিক সময়ে সুযোগ এবং রান পাব। তাই শতরানের পর ঈশ্বরকেই স্মরণ করেছি।' ম্যাচের দ্বিতীয় বলে সঞ্জু স্যামসন ফেরার পর ক্রিজে তিলক। অভিষেক শর্মাকে নিয়ে শতরানের যুগলবন্দি দিয়ে শুরু। শেষপর্যন্ত ক্রিজে থেকে দলকে ২১৯ স্কোরে পৌঁছে দেওয়া। তিলকের কথায়, 'অভিষেক এবং আমি, দুইজনেই চাপে ছিলাম। সেদিক থেকে এদিনের ইনিংস দুজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। শুরুটা সত্যিই কঠিন ছিল। কিছু বল নীচু হচ্ছিল। চেষ্টা করেছি ক্রিকেটে বেসিকে ভরসা রাখতে।'

জো'বার্গেও জয় হো মেজাজে টিম ইন্ডিয়া

জোহানেসবার্গ, ১৪ নভেম্বর : ভারত-২ দক্ষিণ আফ্রিকা-১।

চার ম্যাচের চলতি টি২০ সিরিজের স্কোরলাইন। বুধবার সেঞ্চুরিয়ানে তৃতীয় ম্যাচে ১১ রানে প্রোটিয়া-বধে সিরিজ হাতছাড়ার আশঙ্কা দূর। সুযোগ এবার সিরিজ দখলের। শুক্রবার জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে যে লক্ষ্যে নামছে সূর্যকুমার যাদবের তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড।

প্রথম ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনের সেঞ্চুরি বড় জয় এনে দেয়। বুধবার তিলক ভার্মার শতরানে ২-১। গেবারহাতে বরুণ চক্রবর্তীর (১৭/৫) স্বপ্নের বোলিংয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচ হাতছাড়া না হলে স্কোরলাইন ৩-০ হওয়ার কথা।

ভিভিএস লক্ষ্মণরা অবশ্য পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। সেঞ্চুরিয়ানে আসে উত্তেজক জয়ের রসদ নিয়ে ওয়ান্ডারার্সে ফের বাজিমাতের ছক। তবে ব্যাটিং, বোলিংয়ে একাধিক ফাঁকফোকর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ছন্দে নেই স্বয়ং সূর্যকুমার যাদব।

অবশ্য শুক্রবার রসদ জোগাবে গত বছর ওয়ান্ডারার্সে করা সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেটাই স্কাইয়ের শেষ শতরান। আগামীকাল তেমন একটা চিত্তাকর্ষক ইনিংসের তাগিদ প্রত্যাশিত। ব্যর্থতা লম্বা হচ্ছে রিঙ্কু সিংয়েরও (১১, ৯ ও ৮ রান)। শেষ দুইয়ে শূন্যতে আউট সঞ্জু।

যদিও ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়ার বদলে দলগত সাফল্য অগ্রাধিকার পাচ্ছে। রসদ জোগাচ্ছে তিন নম্বরে নেমে তিলকের দুরন্ত ব্যাটিং, অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক মেজাজে রানে ফেরা। দুজনের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের দৌলতে ইনিংসে মোট ১৩টি ছক্কা। যার সুবাদে প্রথম দল হিসেবে এক বছরে টি২০ ফর্ম্যাটে দুশো ছক্কার নজির। নজির এক বছরে সর্বাধিক আটবার ২০০ প্লাস স্কোরেরও।

ছন্দ ধরে রাখতে আগামীকালও দুই তরুণের বিস্ফোরক যুগলবন্দির প্রার্থনা। হার্দিকের ছন্দে থাকার ইঙ্গিতও ভরসা জোগাচ্ছে। তিলক-অভিষেকের হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানির পর চাপ আপাতত প্রোটিয়া বোলিংয়ের ওপর। ব্যতিক্রম মার্কো জানসেন।

গতির সঙ্গে শারীরিক উচ্চতা কাজে লাগিয়ে বাউন্স আদায় করে নিচ্ছেন। যার সামনে পড়ে গত দুই ম্যাচে শূন্যতে আটকে গিয়েছেন সঞ্জু। আগামীকাল সঞ্জুর জন্য থাকবে জানসেনের হার্ডল অতিক্রমের চ্যালেঞ্জ।

ব্যাটার জানসেনও (১৭ বলে ৫৪) সেঞ্চুরিয়ানে আরেকটু হলে আটকে যাচ্ছিল ভারত। ২১৯/৬ রানের জবাবে শেষপর্যন্ত ২০৮/৭ স্কোরে আটকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। অল্পের জন্য শেষরক্ষা। শুক্রবারের নির্ণায়ক ম্যাচে জানসেনের অলরাউন্ড দক্ষতা ফের কাঁটা হতে পারে।

প্রোটিয়া ব্রিগেডের মূল চিন্তা ব্যাটিং। ভালো শুরু করেও, ইনিংস লম্বা খেলতে ব্যর্থ রায়ান রিকেলটন, রেজা হেনড্রিক্স, আইডেন মার্করামরা। চাপ আলগা করতে নারাজ ভারতীয় বোলাররা।

অর্শদীপ সিং গত ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমারকে (৯০ উইকেট) পিছনে ফেলে ভারতীয় পেস বোলার হিসেবে সর্বাধিক টি২০ উইকেটের রেকর্ড গড়েছেন। আগামীকালও নতুন বলে অর্শদীপ ভরসা। অবশ্য মাঝের ওভারে হেনরিচ ক্লাসেন, ডেভিড মিলারদের সঙ্গে ভারতীয় স্পিন ব্রিগেডের দ্বৈরথে লুকিয়ে ম্যাচের চাবিকাঠি।

বুধবার মার খেলেও উইকেট নেওয়ার অভ্যাস বজায় বরুণের। প্রথম ভারতীয় হিসেবে কোনও টি২০ সিরিজে ১০ উইকেটের নজির ইতিমধ্যেই তাঁর ঝোলায়। আগামীকাল সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়ায়, চোখ থাকবে।

ব্যাটিং নিয়ে চিন্তার কথা স্বীকার করছেন মার্করামও। সাফ কথা, 'টপ অর্ডারকে দায়িত্ব নিতে হবে। লোয়ার অর্ডার যেরকম খেলেছে, তাতে আমি গর্বিত। ২২০ করা সম্ভব ছিল। শুরুতে পার্টনারশিপ দরকার। পরের ম্যাচে অনেক জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন।'

ওয়ান্ডারার্সের পিচ তুলনামূলক ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। শট খেলা উপভোগ করবেন ব্যাটাররা। পাশাপাশি স্পিনারদের তুলনায় পেসাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বাড়তি পেসার হিসেবে অভিষেক ঘটতে পারে যশ দয়াল, বিজয়কুমার ব্যাশকের মধ্যে কারও। স্পিনাররা যদি বাউন্সটা ঠিকঠাক ব্যবহার করে সাফল্য পাবে। চলতি সিরিজে ঠিক সেটাই করে দেখাচ্ছেন বরুণ-বিষ্ণোইরা।

ওয়ান্ডারার্স মানে ভারতের জন্য সুখ-দুঃখের ককটেল। ২০০৩ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় দলের। চার বছর পর ওয়ান্ডারার্সেই সেই ক্ষতে প্রলেপ মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ২০০৭ টি২০ বিশ্বজয়ে।

আগামীকাল? সাফল্য নাকি ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হয়, সেটাই দেখার।

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ভারত

আজ চতুর্থ টি২০

সময় : রাত ৮.৩০ মিনিট
স্থান : জোহানেসবার্গ
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

'ছেলের ১০ বছর নষ্ট করেছে ধোনিরা'

সঞ্জুর বাবার দাবি নিয়ে বিতর্ক

জোড়া শতরানের পরই জোড়া শূন্য সঞ্জু স্যামসনের ক্রিকেটে উলটপুরাণ।

তিরুবনন্তপুরম, ১৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের পর দক্ষিণ আফ্রিকা।

টানা দুইটি টি২০ ম্যাচে সেঞ্চুরিতে ফের নিজের উপস্থিতি বোঝাচ্ছেন সঞ্জু স্যামসন। কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটারের নতুন যে রূপে মজেছে ক্রিকেটমহলও। এর মধ্যেই বিস্ফোরক মন্তব্য সঞ্জুর বাবার। দাবি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা তাঁর ছেলের দশটা মূল্যবান বছর নষ্ট করেছেন!

অতীতে যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং সরাসরি ধোনির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। প্রকাশ্যেই যুবরাজের কেরিয়ার শেষদিকে নষ্টের জন্য ধোনিকে দায়ী করেন। এবার সেই পথেই সঞ্জুর বাবাও। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওয় ধোনির সঙ্গে পরবর্তী দুই ভারত অধিনায়ক বিরাট, রোহিতের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সঞ্জু স্যামসনের বাবা বিশ্বনাথের অভিযোগ, 'তিন-চারজন আছেন, যাঁরা আমার ছেলের কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ১০ বছর নষ্ট করেছেন। ধোনিজি, বিরাটজি, রোহিতজির মতো অধিনায়ক এবং (রাহুল) দ্রাবিড়জির মতো কোচ। এই চারজন আমার ছেলের জীবনটা নষ্ট করেছেন। কিন্তু তারপরও সঞ্জু ঠিক ঘুরে দাঁড়িয়েছে।'

২০১৫ সালে প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পান ২১ বছর বয়সে। প্রতিভাবান ক্রিকেটার ধরা হলেও দ্বিতীয় সুযোগের জন্য সঞ্জুকে অপেক্ষা করতে হয় ২০২০ পর্যন্ত। আইপিএল, ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্য পেলেও ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি। বারবার ছাঁটাইয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। টানা সুযোগ পাননি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় এহেন পরিস্থিতির জন্য ধোনি সহ তিনজন ভারতীয় অধিনায়কের দিকেই আঙুল তুলেছেন সঞ্জুর বাবা।

টি২০ ভারতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। গত দলীপ ট্রফির সময়ই সঞ্জুকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, পরের সাতটি ম্যাচেই (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় চারটি) সঞ্জু ওপেন করবেন। ফলাফল যাইহোক না কেন, ওপেনিং থেকে সরানো হবে না। সুফলও হাতেনাতে। দুই সিরিজেই শতরান করে দলকে ম্যাচ জিতিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন।

সঞ্জুর বাবার দাবি, ধোনি, বিরাট, রোহিতদের থেকে এই সহযোগিতা কিছুটা পেলে, তাঁর ছেলের কেরিয়ারের এতগুলি বছর নষ্ট হত না।

সমালোচনায় সরব কেন

এথেন্স, ১৪ নভেম্বর : ফিল ফোডেন, বুকায়ো সাকা, ডেকলান রাইস, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, তালিকাটা দীর্ঘ। চোটের আশঙ্কায় ইংল্যান্ডের মোট ৯ ফুটবলার নেশনস লিগের স্কোয়াড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ব্রিটিশ অধিনায়ক হ্যারি কেন অবশ্য এই বিষয়ে সতীর্থদের ওপর বেশ ক্ষুব্ধ। তাঁর কাছে জাতীয় দলই সবার আগে।

কেন মনে করছেন, গ্যারেথ সাউথগেটের জমানায় ফুটবলাররা জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সাউথগেট সেই রকমই একটা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন দলের মধ্যে। ইংরেজ অধিনায়ক বলেছেন, 'আমার মনে হয় ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার যে আনন্দ, সাউথগেট সেটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। আমার কাছে ক্লাবের আগে জাতীয় দল।' একই সঙ্গে জাতীয় শিবির থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াকে লজ্জার বলেও উল্লেখ করেছেন কেন। তাঁর মন্তব্য, 'মরশুমে এটা কঠিন সময় জানি। অনেকে তার সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে। এটা কখনোই হওয়া উচিত নয়।' এমনকি নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াকে লজ্জার বলেও উল্লেখ করেছেন হ্যারি কেন।

প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন।

এদিকে, পরিবর্ত হিসাবে বেশ কয়েকজন নতুন মুখকে ইংল্যান্ড শিবিরে ডেকেছেন দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ লি কার্সলে। দলের অধিনায়ক বলেছেন, 'যাঁরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন তাঁদের পরিবর্তে অনেকে সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁদের নিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আমরা।'

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রোমো প্রকাশ করতেই লাহোরে ট্রাকের গায়ে টুর্নামেন্টের নতুন লোগো ও ক্যাচলাইন আঁকা হল।

পাকিস্তান রাজি না হলে ভারতে হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাচ্ছেন না, আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও ভারতকে নিয়ে চেষ্টা ছাড়েনি পাকিস্তান। সম্প্রতি পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে, নিজেদের দেশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে না পারলে পাকিস্তানই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়েছে। বাস্তবে পাকিস্তান শেষপর্যন্ত কী করবে, সময় বলবে। কিন্তু নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও জল মাপছে প্রবলভাবে। এমনকি পাকিস্তান সরে দাঁড়ালে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে তৈরি বলেও জানা গিয়েছে। রাতের দিকে মুম্বই থেকে বোর্ডের এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে ভারতে হতেই পারে সেই প্রতিযোগিতা। এই ব্যাপারে প্রয়োজন হলে আমরা আইসিসি-র সঙ্গে দ্রুত কথা বলব।'

বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির। আর প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে শুরু থেকেই আয়োজক দেশ পাকিস্তানে খেলতে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক। বিসিসিআই রোহিতরা পাকিস্তানে যাবেন না বলে ঘোষণার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ২০২৩ সালে এশিয়া কাপেরও আয়োজক ছিল পাকিস্তান। টিম ইন্ডিয়া ওয়াঘা সীমান্তের ওপারে যায়নি। প্রতিযোগিতা হয়েছিল হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তান নিজেদের মাঠে খেলেছিল। আর টিম ইন্ডিয়া খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। এবারও তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হাইব্রিড মডেল নিয়েও পাকিস্তান প্রবল আপত্তি জানানোর পাশে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়ে ভারতের কাজটা সহজ করে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভবত সেই কারণেই আজ বিসিসিআইয়ের তরফে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহের কথা দুনিয়ার দরবারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে চলা বিসিসিআই সচিব জয় শা-র জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। জয় শেষপর্যন্ত কী করেন, সেটাই দেখার।

ভারত আসবেই, বিশ্বাস আফ্রিদির

লাহোর, ১৪ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট খোলেনি। এহেন ডামাডোলের মধ্যে প্রকাশ্যে ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসি-র প্রোমো। আয়োজক হিসেবে পাকিস্তান যে প্রোমোতে বিশেষ জায়গা পেয়েছে। কিন্তু আদৌ পাকিস্তানে টুর্নামেন্ট হবে তো? প্রশ্নের সদুত্তর এখনও মেলেনি। ভারতের অনড় অবস্থানের পালটা হিসেবে পাকিস্তান সরকার, সেদেশের বোর্ডও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। টুর্নামেন্ট সরানো হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে বয়কটও করতে পারে পাকিস্তান।

আর চলতি পরিস্থিতির জন্য ভারতকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে ওয়াঘার ওপার থেকে। এদিন যেমন শাহিদ আফ্রিদির নিশানায় ভারত, তবে কিছুটা ভিন্ন সুর। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়ে আফ্রিদির আশা, ইগো ভুলে ভারত সহ আটটি দেশই পাকিস্তানে খেলবে।

ক্রিকেট উন্নতিতে এক হওয়ার ডাক

আফ্রিদি বলেছেন, 'ক্রিকেট বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। ১৯৭০ সালের পর সম্ভবত এই রকম কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি ক্রিকেট। যাবতীয় বিতর্ক সরিয়ে রেখে এবার সবার এক হওয়া দরকার। ঐতিহাসিক আঙিনায় বিভাজিত দুই দেশও যদি অলিম্পিক আয়োজনে সহমত হতে পারে, তাহলে ক্রিকেট, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আমরা এক হতে পারব না কেন? আমাদেরও সেই স্পিরিট দেখাতে হবে।'

এদিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা দাবি করেছেন, পাকিস্তান টুর্নামেন্ট বয়কট করলেও ধাক্কা খাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যুক্তি, ভারতের অংশগ্রহণ আইসিসি-র আয়ের বড় উৎস। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানের ভূমিকাও। ভারত-পাক ম্যাচ না হলেও কিন্তু ধাক্কা খাবে আইসিসি-র রেভিনিউ।

নতুন অধ্যায় শুরু ফোরলানের

মন্টেভিডিও, ১৪ নভেম্বর : তাঁর পায়েই জাবুলানি বল পোষ মেনেছিল। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছিলেন। সেই উরুগুয়ে তারকা দিয়েগো ফোরলান ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার পর নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। বুধবার এটিপি-র দ্বিতীয় সারির চ্যালেঞ্জ ট্যুর দিয়ে পেশাদার টেনিস কেরিয়ার শুরু করেছেন তিনি। আর্জেন্টাইন টেনিস খেলোয়াড় ফেডেরিকো কোরিয়ার সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে নেমেছিলেন ফোরলান। তবে অভিষেকটা মোটেও সুখের হয়নি উরুগুয়ের এই তারকার। বলিভিয়ার বরিস আরিয়াস ও ফেডেরিকো জাবেলাসের কাছে ফোরলানরা হারেন ৬-১, ৬-২ গেমে।

ম্যাচের পর ফোরলান বলেছেন, 'আমি খেলাটা উপভোগ করেছি। যদিও জানতাম ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। সেইমতো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, যাতে ম্যাচটা উপভোগ করতে পারি। যাঁরা এদিন খেলা দেখতে এসেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।'

৪৫ বছরের এই তারকা গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন অ্যামেচার টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এবার ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির দ্বারা এটিপি চ্যালেঞ্জ ট্যুরে নেমেছিলেন তিনি।

টেনিস র‍্যাকেট হাতে উরুগুয়ের দিয়েগো ফোরলান।

এমবাপেকে নিয়ে বিরক্ত দেশঁ

প্যারিস, ১৪ নভেম্বর : কিলিয়ান এমবাপের ওপর কি ক্ষুব্ধ ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ? দিনদুয়েক আগে ফরাসি তারকার প্রসঙ্গ তিনি যেভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাতে এই প্রশ্ন ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ইজরায়েল ম্যাচে নামার আগে দেশঁর মন্তব্যে সেই জল্পনা আরও জোরালো হল।

চোট সারিয়ে ফেরার পর রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেললেও গত মাসে নেশনস লিগে ফ্রান্সের স্কোয়াড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন এমবাপে। আর এবার তাঁকে বাদ দিয়েছেন কোচ দেশঁ। স্বাভাবিকভাবেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নামার আগে কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে ফরাসি কোচের দিকে ধেয়ে আসে একের পর এক প্রশ্ন। বেশ বিরক্তির সুরেই তিনি উত্তরে বলেছেন, 'যা বলেছি তা যথেষ্ট। আপনাদের বাকস্বাধীনতা রয়েছে। বুঝে নিয়ে যেমন ইচ্ছা লিখতে পারেন। আমার দলে ২৩ জন ফুটবলার রয়েছে। কিলিয়ান সেখানে নেই। ওকে ওর মতো থাকতে দিন।'

এরপরই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, দেশঁ ফরাসি তারকাকে নিয়ে বেশ বিরক্ত। যদিও এই পরিস্থিতিতে জাতীয় দলের সতীর্থদের পাশে পেয়েছেন এমবাপে। এদিকে একাধিক ফরাসি সংবাদমাধ্যমের তরফে দাবি করা হয়েছে, মানসিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এমবাপে। রিয়াল মাদ্রিদে অনভ্যস্ত পজিশনে তাঁকে খেলতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পারফরমেন্সে তার প্রভাব পড়ছে। সেদিক থেকে এমবাপের ওপর একটা চাপ রয়েছেই। একইসঙ্গে ফ্রান্স শিবিরেও তাঁকে নিয়ে অশান্তি যে বাড়ছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

> আপনাদের বাকস্বাধীনতা রয়েছে। বুঝে নিয়ে যেমন ইচ্ছা লিখতে পারেন। আমার দলে ২৩ জন ফুটবলার রয়েছে। কিলিয়ান সেখানে নেই। ওকে ওর মতো থাকতে দিন।
>
> **দিদিয়ের দেশঁ** *(সাংবাদিকদের উদ্দেশে)*

চার শিকারে প্রত্যাবর্তনেই নায়ক

জয়ের স্বপ্ন বাংলার

বাংলা-২২৮ ও ১৭০/৫
মধ্যপ্রদেশ-১৬৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : চারটি উইকেট নিলেন। বাংলাকে তিন পয়েন্ট দিলেন। সঙ্গে সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্নও উসকে দিলেন মহম্মদ সামি।

এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরেছেন। গতকাল ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম দিনে করেছিলেন মোট ১০ ওভার। উইকেট পাননি। আজ পেলেন। ১৯-৪-৫৪-৪ বোলিংয়ের মধ্যে রয়েছে ভরপুর আত্মবিশ্বাস ও অতীতের ছন্দ। মূলত সামির জন্যই মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইন্দোরে চলতি রনজি ট্রফির ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষেই সরাসরি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে টিম বাংলা। গতকালের ১০৩/১ থেকে শুরু করে আজ ১৬৭ রানে শেষ হয়ে যায় মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইনিংস। ৬১ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ১৭০/৫। সবমিলিয়ে মোট ২৩১ রানে এগিয়ে শুক্রবারই সরাসরি মধ্যপ্রদেশ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা (১৯)। আগামীকাল বাংলার লিড আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে আপাতত উইকেটে রয়েছেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় (অপরাজিত ৩৩) ও ঋদ্ধিমান সাহা (অপরাজিত ২১)।

'দীর্ঘসময় ধরে ক্রিকেট খেলেছি। এখন কোচিং করাচ্ছি। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এমন প্রত্যাবর্তন এতদিন রূপকথায় হয় বলে জানতাম। সামি আজ সেটাই বাস্তবে করে দেখাল', সন্ধ্যার দিকে ইন্দোরে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে ফোন করতেই এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দিলেন তিনি। অধিনায়ক অনুষ্টুপ আরও এক কদম এগিয়ে জানালেন চমকপ্রদ তথ্য। বলে দিলেন, 'মধ্যপ্রদেশের ইনিংসে একটা বড় পার্টনারশিপ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। সেই সময় সামি আমার থেকে নিজেই বোলিং চেয়ে নেয়। বাকি সময়ে ও দেখাল, মাঠে ফেরার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে ছিল ও।' সামির পাশে আজ মহম্মদ কাইফ (৪১/২), রোহিত কুমার (২৭/১), সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালরাও (৩৫/২) দারুণ বোলিং করেছেন। বাংলা অধিনায়ক অনুষ্টুপের কথায়, 'দুর্দান্ত একটা দিন গেল আমাদের। সামি যদি সেরা বোলিং করে বাংলাকে ভরসা দিয়ে থাকে, তাহলে বাকিরাও পিছিয়ে ছিল না। কাইফ-সুরজরা সামির কাজটাও সহজ করে দেয়।'

প্রথম ইনিংসে ৬১ রানের লিড পাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেও ওপেনার শুভম দে-র (৪) উইকেট হারিয়েছিল বাংলা। পরে সুদীপ ঘরামি (৪০), সুদীপ চট্টোপাধ্যায়রা (৪০) দলকে ভরসা দিয়েছেন। যদিও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, শট বাছাইয়ের 'বদরোগের' কারণে আজ কিছু উইকেট হারাতে হয়েছে বাংলা দলকে। না হলে পরিস্থিতি আরও বেশি নিয়ন্ত্রণে থাকত। আপাতত ২৩১ রানের লিড রয়েছে। শুক্রবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে কত রানের লিড হলে ভালো? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র কোচ লক্ষ্মীরতন বলে দিলেন, 'অন্তত ৩০০ রানের লিড তো নিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত কত রানের লিড হবে, জানি না। কিন্তু সামি আজ যে ছন্দ দেখিয়েছে, তারপর এই ম্যাচ থেকে জয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে চাইছি না। দেখা যাক আগামীকাল কী হয়।' মধ্যপ্রদেশ ইনিংসের শেষ দুই উইকেট পরপর দুই বলে নিয়েছেন সামি। সোজাকথায় তিনি হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে। মধ্যপ্রদেশের রান তাড়ার সময় আগামীকাল প্রথম বলে সামি উইকেট পেলে হ্যাটট্রিকও করে ফেলতে পারেন।

সামির স্বপ্নের দৌড় শুরুর পর তিনি মিশন অস্ট্রেলিয়ার বিমানে কবে উঠতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

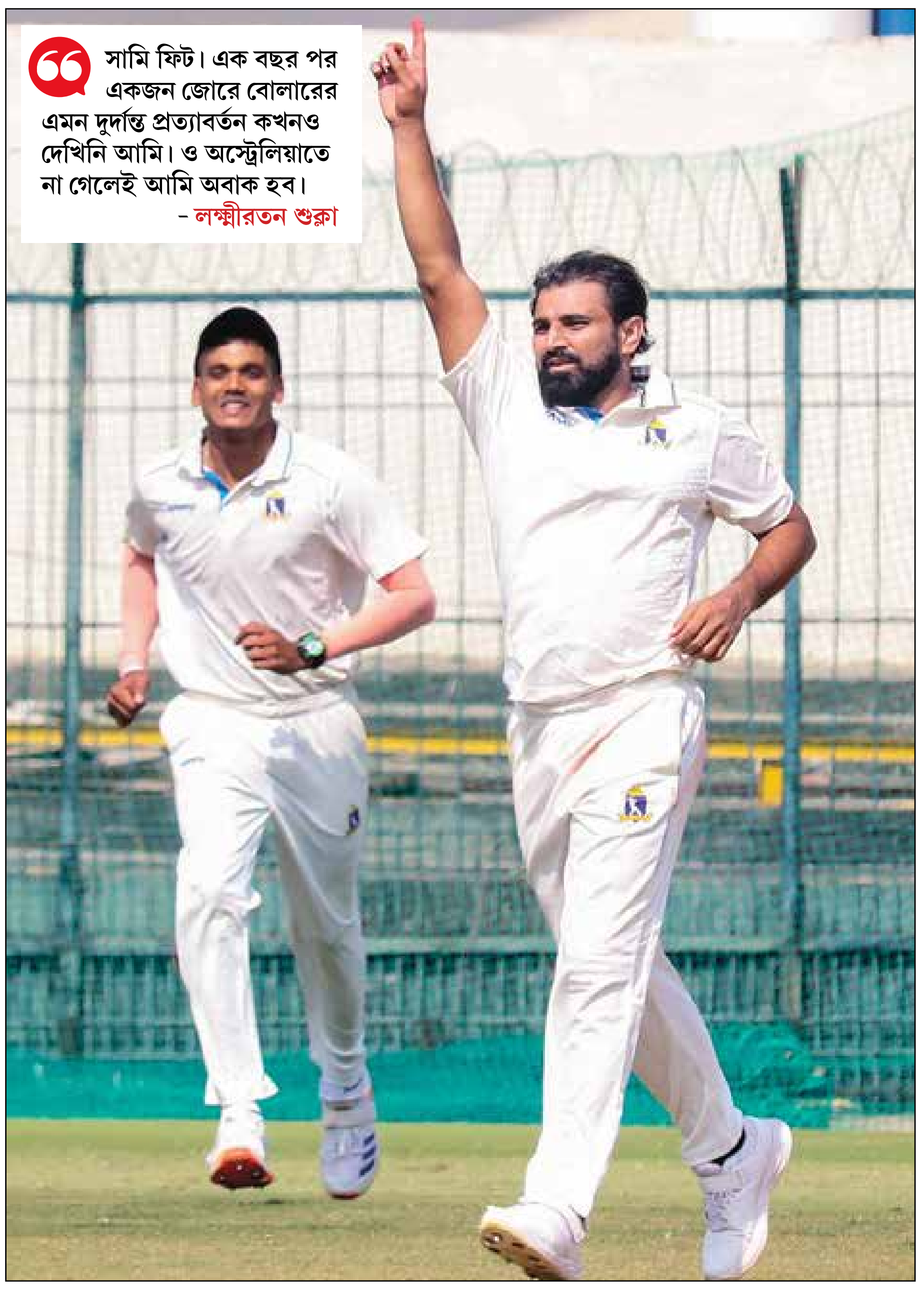

> সামি ফিট। এক বছর পর একজন জোরে বোলারের এমন দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন কখনও দেখিনি আমি। ও অস্ট্রেলিয়াতে না গেলেই আমি অবাক হব।
> – লক্ষ্মীরতন শুক্লা

৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সামির। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে থাকছে হ্যাটট্রিকের হাতছানিও।

অ্যাডিলেডেই হয়তো বিরাটদের পাশে সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। দুরন্ত বোলিং। চার উইকেট দখল। ভাগ্য সহায় হলে সংখ্যাটা বাড়তেই পারত।

১৯ নভেম্বর ২০২৩। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের আসরে শেষবার ক্রিকেট মাঠে দেখা গিয়েছিল মহম্মদ সামিকে। মাঝে এক বছর পার। গতকাল থেকে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে ফের মাঠে ফিরেছেন সামি।

বাংলাকে ম্যাচে ফেরালেন যাঁরা- রোহিত কুমার, মহম্মদ সামি, মহম্মদ কাইফ ও সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (বাঁদিক থেকে)। ইন্দোরে বৃহস্পতিবার।

আর ফিরেই বল হাতে চমক। বাংলার হয়ে প্রথম ইনিংসে মোট ১৯ ওভার করেছেন সামি। যার মধ্যে রয়েছে মোট ৯০টি ডট বল। অতীতের ছন্দে তাঁকে দেখা গিয়েছে হোলকার স্টেডিয়ামে। তাঁর ফিটনেস নিয়েও ঘনিষ্ঠমহলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সামির সঙ্গে ইন্দোরে থাকা বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিও নীতীন প্যাটেল। বাংলা-মধ্যপ্রদেশ ম্যাচ এখনও শেষ হয়নি বলে তাঁর রিপোর্ট নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকরা এখনও মুখ বন্ধ রেখেছেন। যদিও সূত্রের খবর, সামি পুরো ফিট। ১৯ ওভার বল করার পরও তাঁর কোনও সমস্যা হয়নি। এমন বিষয় জাতীয় নির্বাচকদের নজরে আসার পরই তাঁকে দ্রুত অস্ট্রেলিয়া পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, বড় অঘটন না হলে ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে নির্দিষ্ট থাকা গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের মঞ্চেই আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে সামির। বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, 'সামি দুর্দান্তভাবে ক্রিকেটে কামব্যাক করল। বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের দিকে আমাদের সবারই নজর রয়েছে। গম্ভীররাও পারথ থেকে সামির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আগামী কয়েকদিনে ওর চোট নিয়ে নতুন সমস্যা না হলে সামি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। হয়তো অ্যাডিলেড টেস্টের আগেই।'

শেষ পর্যন্ত সামি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে হাজির হয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অংশ নিতে পারবেন কিনা, আর কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে ছবিটা। তার আগে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলে দিচ্ছেন, 'সামি ফিট। এক বছর পর একজন জোরে বোলারের এমন দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন কখনও দেখিনি আমি। ও অস্ট্রেলিয়াতে না গেলেই আমি অবাক হব।' বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারও তাঁর সতীর্থ সামিকে নিয়ে প্রবল আশাবাদী। বলছিলেন, 'গতকাল সামি দশ ওভার করেছিল। আজ আরও নয় ওভার করেছে। ওর বোলিং দেখে মনেই হয়নি এক বছর ও ক্রিকেটের বাইরে ছিল। আজ তো নিজেই আমার থেকে বল চেয়ে নিয়েছিল একসময়। জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনার কথা জানা নেই আমার। তবে আমি জাতীয় নির্বাচক হলে সামির বোলিং দেখার পর ওকে অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দিতাম।'

মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে সামি টিম বাংলাকে রনজি ট্রফিতে অক্সিজেন দিতে পারবেন কিনা, আগামীকালই স্পষ্ট হবে। সঙ্গে শুক্রবারই হয়তো স্পষ্ট হবে সামির মিশন অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনাও। প্যাট কামিন্সদের উদ্বেগ বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

রনজিতে নজির কাশ্যপ-স্নেহালের

মারগাঁও, ১৪ নভেম্বর : রনজি ট্রফিতে নয়া ইতিহাস গড়লেন গোয়ার কাশ্যপ বাকলে ও স্নেহাল কৌথানকার। অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে তৃতীয় উইকেট জুটিতে তারা ৬০৬ রান যোগ করেন। রনজি ট্রফির ৯০ বছরের ইতিহাসে এটাই যে কোনও উইকেট জুটিতে সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ। স্নেহালরা ভেঙেছেন মহারাষ্ট্রের দুই ব্যাটার স্বপ্নিল গুগালে ও অঙ্কিত বাউনের ৫৯৪ রানের রেকর্ড। ২০১৬-'১৭ মরশুমে দিল্লির বিরুদ্ধে এই নজির গড়েছিলেন মহারাষ্ট্রের দুই ব্যাটার।

স্নেহাল-কাশ্যপের এই ইনিংস প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যে কোনও উইকেট জুটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ। প্রথমস্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কান তারকা মাহেলা জয়বর্ধনে-কুমার সাঙ্গাকারার ৬২৪ রানের ইনিংস। ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁরা এই নজির গড়েছিলেন।

এদিন কাশ্যপ (৩০০) ও স্নেহালের (৩১৪) রানের সুবাদে প্রথম ইনিংসে গোয়া ২ উইকেটে ৭২৭ রান করে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। রনজিতে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার একই ইনিংসে জোড়া ত্রিশতরানের ঘটনা ঘটেছে। আগেরদিন প্রথম ইনিংসে অরুণাচল প্রদেশ ৮৪ রানে অলআউট হওয়ার পর দিনের শেষে গোয়ার সংগ্রহ ছিল ২ উইকেটে ৪১৪ রান। এদিন দ্বিতীয় ইনিংসে অরুণাচল প্রদেশ ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৯২ রানে অলআউট হয়। ফলে এক ইনিংস ও ৫৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায় গোয়া।

এদিকে, রনজিতে রাজস্থান বনাম উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ত্রিশতরান হাঁকিয়েছেন রাজস্থানের মাহিপাল লোমরোর। তিনি ৩৬০ বলে ৩০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। যার সুবাদে রাজস্থান প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেটে ৬৬০ রান করেছে। জবাবে উত্তরাখণ্ড দিনের শেষে ২ উইকেটে ১০৯ রান করেছে।

ত্রিশতরানের পর স্নেহাল কৌথানকার (উপরে) ও কাশ্যপ বাকলে।

অন্যদিকে, রনজির অপর ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে মুম্বই দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২৫৩ রান সংগ্রহ করেছে। বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে ৬ উইকেটে ১৯২ রান নিয়ে খেলতে নামে সার্ভিসেস। শার্দূল ঠাকুরের দাপটে মাত্র ২৪০ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। শার্দূল ৪৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট পান। জবাবে আয়ুষ মাত্রের দুরন্ত ১১৬ রানের সুবাদে প্রথম ইনিংসে লিড পেয়েছে মুম্বই।

চোটই চিন্তা স্পেন শিবিরে

লিসবন ও কোপেনহেগেন, ১৪ নভেম্বর : মাসখানেক আগে নেশনস লিগে গ্রুপে প্রথম পর্বের ম্যাচে পোল্যান্ডকে তাদের মাটিতে গিয়ে হারিয়ে এসেছিল পর্তুগাল। শুক্রবার ঘরের মাঠে পোল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে আরও আত্মবিশ্বাসী রবার্তো মার্টিনেজের দল।

অঙ্কের হিসেব বলছে এক পয়েন্ট পেলেই নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলবে পর্তুগাল। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে পর্তুগালের কোচ বলেছেন, 'ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের পর আমরা নতুন লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছি। মিশন ২০২৬ বিশ্বকাপ। এই মুহূর্তে দল আগের থেকে অনেক ভালো জায়গায় রয়েছে। প্লেয়াররা যে মানসিকতা নিয়ে খেলছে তাতে আমি খুশি।' তবে নেশনস লিগের এই পর্বে মাঠে নামার আগে পর্তুগালকে চিন্তায় রাখছে দলের রক্ষণ। চোটের কারণে পাওয়া যাবে না রুবেন ডিয়াস ও গঞ্জালো ইনাসিওকে। মার্টিনেজ বলছেন, 'আমাদের গোল হজম করা থেকে বিরত থাকতে হবে।' একই সঙ্গে এই ম্যাচে দলে নতুন মুখ দেখা যাবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের কোচ।

অন্যদিকে শুক্রবার ডেনমার্কের বিরুদ্ধে খেলবে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন। লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল ইতিমধ্যেই শেষ আট নিশ্চিত করে ফেলেছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা যে এই ম্যাচে পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটবে তা আশা করাই যায়। তবে ডেনমার্ক ম্যাচের আগে একাধিক ফুটবলারের চোট নিয়ে চিন্তাও রয়েছে স্পেন শিবিরে। ফুয়েন্তে পাবেন না তাঁর দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র লামিনে ইয়ামালকে। ইয়ামালের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথাও বলেছেন স্পেনের জাতীয় দলের কোচ। তিনি মেনেও নিচ্ছেন জাতীয় দলে ইয়ামালের বিকল্প পাওয়া কঠিন।

এদিকে রড্রি, ড্যানি কার্বাহালরা বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। পাওয়া যাচ্ছে না উনাই সিমন, রবিন লে নরম্যান্ড, ড্যানি ওলমো ও নিকো উইলিয়ামসকেও। ফুয়েন্তে যদিও বলছেন, 'বেঞ্চে থাকা ফুটবলারদের কাছে এটাই সুযোগ।'

জাপান মাস্টার্সে বিদায় সিন্ধুর

টোকিও, ১৪ নভেম্বর : জাপান মাস্টার্সে ভারতের আশা শেষ। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার তিনি কানাডার মিশেল লি-র কাছে ২১-১৭, ১৬-২১, ১৭-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন। এদিন প্রথম গেমে জয় পেয়ে ভারতের আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন সিন্ধু। কিন্তু পরের দুটি গেমে বিশ্বের ২৩ নম্বর লি-এর কাছে দাঁড়াতে পারেননি তিনি। এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটের লড়াইয়ে পরাজিত হন ভারতীয় শাটলার। আগেই এই প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন। মহিলাদের ডাবলসে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ।

আই লিগ বয়কটের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ২০২৪-'২৫ মরশুমের আই লিগ শুরু হতে বাকি আর সপ্তাহখানেক। এরই মাঝে সম্প্রচার সহ একাধিক বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় টুর্নামেন্ট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ক্লাবগুলি। অক্টোবরে আই লিগের পূর্ণ সূচি ঘোষণা হয়ে গেলেও ম্যাচ সম্প্রচারের বিষয় স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আই লিগের এক ক্লাবের কর্তার দাবি, বহুল প্রচারিত একটি চ্যানেলে টুর্নামেন্ট সম্প্রচারের ব্যাপারে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়। এদিকে টুর্নামেন্ট শুরু হতে এক সপ্তাহ মাত্র বাকি। এখনও সরকারিভাবে সম্প্রচারের কথা ঘোষণা করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এআইএফএফ সচিবকে চিঠি দিয়ে আই লিগের ক্লাবগুলি জানিয়েছে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে লিগ বয়কট করবে তারা।

কনুইয়ে চোট পেলেন সরফরাজ

পারথ, ১৪ নভেম্বর : লক্ষ্য নতুন শুরু। পরিকল্পনা অতীত ভুলে সামনে তাকানো।

সেই লক্ষ্যেই পারথের ওয়াকা ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ জমে উঠেছে সেই অনুশীলন। পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরুর সঙ্গেই সেখানকার সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যেও তুমুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এতটাই যে, দর্শক প্রবেশের ক্ষেত্রে ওয়াকা স্টেডিয়ামে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও গাছের ডালে উঠে বিরাট কোহলি দর্শনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই স্থানীয়দের মধ্যে। আজ অস্ট্রেলিয়ার ফক্স স্পোর্টস চ্যানেলে পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামের একটি ভিডিও সমাজমাধ্যম দেওয়া হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিরাট, যশস্বী জয়সওয়ালদের অনুশীলনের জায়গার পুরোটাই কালো কাপড়ে ঢাকা। মাটিতে দাঁড়িয়ে আশপাশ থেকে ভারতীয় দলের অনুশীলন দেখার কোনও সুযোগই নেই। কিন্তু তাতে কী? মাঠের ধারে থাকা কয়েকটি গাছের ডালে বসলে স্পষ্ট দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন। অগত্যা, গাছের ডালই ভরসা কোহলি দর্শনে।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট। তার আগে ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে আজ অঘটন। নেটে ব্যাটিংয়ের সময় স্থানীয় এক নেট বোলারের আচমকা লাফিয়ে ওঠা বল সরফরাজ খানের কনুইয়ে আঘাত করে। রীতিমতো যন্ত্রণা নিয়ে তাঁকে নেট থেকে ব্যাট বগলে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে বলে খবর। তাঁর চোট কতটা গুরুতর, স্পষ্ট নয়। তবে জানা গিয়েছে,

অনুশীলন শুরুর আগে শুভমান গিলকে ব্যাট উপহার সরফরাজ খানের।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামীকাল থেকে নিজেদের মধ্যে যে অনুশীলন ম্যাচ খেলার কথা, সেই ম্যাচে হয়তো খেলবেন না সরফরাজ। জীবনে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হওয়ার পর অনুশীলনে সরফরাজ চোট পাওয়ার ফলে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়েও নতুনভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ব্যক্তিগত কারণে এখনও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাননি। তিনি কবে পৌঁছোবেন, স্পষ্ট নয়। হিটম্যানের অনুপস্থিতিতে লোকেশ রাহুল যশস্বীর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন। মিডল অর্ডারে খেলার সম্ভাবনা ছিল সরফরাজের।

আজ তাঁর আচমকা কনুইয়ে পাওয়া চোট ছবিটা বদলে দিয়েছে। মেলবোর্নে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে বেসরকারি টেস্টের দুই ইনিংসেই রান পাওয়া ধ্রুব জুরেলের পারথ টেস্টের প্রথম একাদশে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও পারথ টেস্টের আগে হাতে এখনও সময় থাকায় সরফরাজকে নিয়ে আপাতত ধীরে চলো নীতির মনোভাব দেখাচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে, আজ পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন কোহলি। দলের সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করেছেন তিনি। সাবলীল ছন্দেই দেখা গিয়েছে কোহলিকে। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গেও বারকয়েক নিজের ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা সেরেছেন বিরাট।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পা রাখার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া সাফল্যের প্রত্যাশাটা ভালোরকম টের পাচ্ছেন কোহলি। ব্যাটে রান না আসা পর্যন্ত প্রত্যাশার এই চাপ তাঁকে তাড়া করবেই।

বুমরাহকে সামলাতে তৈরি খোয়াজা

মেলবোর্ন, ১৪ নভেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি শুরু হতে কয়েকদিন বাকি। ২২ নভেম্বর পারথে প্রথম টেস্ট শুরু হবে। তাঁর আগে ভারতীয় পেস বোলিংয়ের স্তম্ভ জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে কিছুটা সাবধানী অজি পেসার উসমান খোয়াজা। তাঁর মতে, প্রথমবার ভারতীয় পেসারের বোলিং খেলার সময় অস্বস্তিতে পড়তে পারেন ব্যাটাররা। খোয়াজা বলেছেন, 'যখন কেউ প্রথমবার বুমরাহর মুখোমুখি হবে, তখন সে অস্বস্তিতে পড়বে। ভারতীয় পেসারের বোলিং অ্যাকশনের পাশাপাশি বলের রিলিজ পয়েন্টও সবার থেকে আলাদা। ফলে ব্যাটারের প্রত্যাশার থেকেও অনেক দ্রুতগতিতে বল আসে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'প্রথমদিকে বুমরাহর বলে অস্বস্তি লাগলেও পরেরদিকে কোনও অস্বস্তি মনে হয় না। তবে মনে রাখতে হবে, ও একজন দুর্দান্ত বোলার।'

বুমরাহর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ৭টি টেস্টে ১৫৫টি বল খেলে ৪৩ রান করেছেন খোয়াজা। একবারও ভারতীয় পেসারের বলে আউট হননি তিনি। সেই প্রসঙ্গে বুমরাহকে হালকা খোঁচা দিয়েই অজি ওপেনার বলেছেন, 'বুমরাহ আমাকে কোন ম্যাচে আউট করেছে, সেসব নিয়ে ভাবছি না। বরং এটাই মাথায় রাখছি, ওর বিরুদ্ধে কোন ম্যাচে রান করেছি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা বাবর আলি - কে 06.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80D 45141 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার জীবন অনেক সহজ এবং আলোকিত হয়ে উঠেছে। ডিয়ার লটারি আমার আর্থিক কষ্ট দূর করে আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুন্দর পথ প্রদান করেছে। আমাকে এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মালয়েশিয়া নয়, মার্চে নজর গুরপ্রীতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : মালয়েশিয়া ম্যাচ নয়, ভারতীয় দলের মূল লক্ষ্য হল আগামী মার্চের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব।

তবে আপাতত এক বিশেষ কারণে মালয়েশিয়াকে হারাতে চায় ভারত। গত বছর অক্টোবরে মারডেকা কাপের সেমিফাইনালে এই মালয়েশিয়ার কাছেই হেরে বিদায় নিতে হয় ভারতকে। সেই ম্যাচে ৪-২ ব্যবধানে জিতে ফাইনালে তাজিকিস্তানের মুখোমুখি হয় আয়োজক মালয়েশিয়া। সেদিন থাইল্যান্ডের রেফারির একাধিক ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হতে হয় ভারতীয় দলকে। এমনকি, একশো শতাংশ ন্যায্য গোলও দেওয়া হয়নি তাদের। সেই গোল দিলে ভারত ৩-৩ করে ম্যাচের ছবিটাই পালটে দিতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ পায়নি তারা। ভারতের হয়ে সেই ম্যাচে গোল করেন নাওরেম মহেশ সিং ও সুনীল ছেত্রী। ৫৭ মিনিটের মাথায় বক্সের ডানদিক থেকে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের গোলমুখী শট গোলকিপারের গায়ে লেগে গোললাইন পার করে যাওয়ার পর তা ক্লিয়ার করেন মালয়েশিয়ার এক ডিফেন্ডার। তা সত্ত্বেও রেফারি কিন্তু গোলের বাঁশি বাজাননি! বারবার টিভি রিপ্লে দেখার অনুরোধ করেন তখনকার ভারত অধিনায়ক সুনীল। কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেননি রেফারি।

বিতর্ক ভুলে তৈরি হচ্ছেন আনোয়ার আলি।

সেই ম্যাচের প্রসঙ্গে এখনকার অধিনায়ক গুরপ্রীত সিং সান্ধু বলেছেন, 'মালয়েশিয়ায় গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতাটা অন্যরকম। ওদের অনেক নতুন ফুটবলার আছে, যারা বিদেশে খেলে। মারডেকার ওই ম্যাচে আমাদের হার ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ওই ম্যাচে আমরা ভালো ফল করতেই পারতাম। একটা গোল আমরা করেছিলাম, যা বাতিল করে দেওয়া হয়। তবে ফুটবলে এই রকম হয়। তাই সেসব ভুলে গিয়ে এখন এই ম্যাচটার দিকে নতুন করে তাকাতে হবে এবং ঘরের মাঠে আমাদের জিততে হবে।' গুরপ্রীত ছাড়াও দলের আর দুই গোলকিপার বিশাল কেইথ ও অমরিন্দর সিংও এই মুহূর্তে ভালো ফর্মে। তাই গোলকিপারদের নিজেদের মধ্যে এক কঠিন প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা নিয়ে খুশি ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'জাতীয় দলে খেলা মানে বিশাল দায়িত্ব। জায়গাটা খুব সম্মানজনক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অমরিন্দর ও বিশালের মতো দুর্দান্ত গোলকিপার আমাদের দলে আছে। ওরা আমাকে আরও উন্নতি করার তাগিদ জোগায়। আমিও একই কাজ করি। আমি ভাগ্যবান যে দলের মধ্যে এই সুস্থ প্রতিযোগিতাটা আছে। তবে এটা শুধু গোলকিপারদের ক্ষেত্রে নয়, সব পজিশনেই এই প্রতিযোগিতা আছে।'

তিনি এই কথা বললেও তাঁর পরিবর্তে কেন সেরা ফর্মে থাকা বিশালকে খেলানো হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।